জিয়ারতে রাহমাতুল্লিল আলামীন



আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

জিয়ারতে রাহমাতুল্লিল আলামীন

আবু-আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা



জিয়ারতে রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীন

আবু-আব্দিল্লাহ্‌ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

প্রকাশনায় ঃ

আল-মদীনা রিসার্চ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল

৪, রাজা ম্যানশন

জল্লারপার রোড, জিন্দাবাজার, সিলেট

প্রথম প্রকাশ ঃ

মার্চ ১৯৯৯ ইং

১৪১৯ হিজরী

১৪০৫ বাংলা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ

মোঃ আঃ আলিম

কম্পোজ ঃ

Al-Madeena Computers
182, First Ave. # 8
New York, Ny-10009
Tel & Fax : 212358, 9443

মূল্য ঃ ৭৫.০০ টাকা মাত্র

Price : 75.00 Only

Ziyarate Rahmatullil Alameen by A.A.M. Ainul Huda. Published by Al-Madeena Research Foundation International 4 Raga mansion .... (2nd Floor) Zinda Bazar, Sylhet.

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, অসংখ্য অগণিত দরুদ ও সালাম নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি।

"জিয়ারতে রাহমাতুল্লিল আলামীন" সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক অনন্য গ্রন্থ। আজ বিশ্বমানবতা যখন ইহুদী খ্রীষ্টানদের চক্রান্তে বিপন্ন, মুসলমানদের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মদীকে বিভ্রান্তি আর বাতিলের আগ্রাসন, উম্মতে মুহাম্মদীকে করেছে দ্বিধাবিভক্ত, তাদের মূল পুঁজি আক্বীদা-বিশ্বাস বিপর্যস্ত। সঠিক তথ্য ও তত্ত্ব বিভ্রাটে পর্যুদস্ত সবাই, এমনি এক নাজুক পরিস্থিতিতে "জিয়ারতে রাহমাতুল্লিল আলামীন" এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। দল-মত নির্বিশেষে সকল মুমিন মুসলমানের ঈমান ও আক্বীদার হেফাজতে এ গ্রন্থের প্রভাব হবে নিঃসন্দেহে সুদূর প্রসারী এবং ইতিবাচক।

আল-মদীনা রিসার্চ ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল এর অন্যতম ডাইরেক্টর বন্ধুবর আবু আব্দিল্লাহ মোঃ আইনুল হুদা, অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করে রাহমাতুল্লিল আলামীনের দিশেহারা উম্মতদের যে পথনির্দেশ প্রদান করেছেন তার সঠিক মূল্যায়ন করা কঠিন, পাঠকদের খেদমতেই সে মূল্যায়নের ভার থাকলো, আমরা শুধু এটুকু বলতে পারি গ্রন্থখানার প্রতিটি লাইন শরীয়তের দলীল সমৃদ্ধ, সম্পূর্ণ গবেষণাধর্মী এবং গ্রন্থখানা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একটি অন্যতম থিসিস্ গাইড।

জিয়ারতে রাসূল, হায়াতুন্নবী, ওসীলা, ইয়ারাসুলাল্লাহ বলা ইত্যাদি বিষয়ে এত ক্ষুরধার লিখনি ইতিপূর্বে আমদের চোখে পড়েনি। এ মূল্যবান গ্রন্থখান আমরা মুমিন মুসলমানদের কর কমলে নির্ভুলভাবে তুলে দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু সীমিত ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব ততটুকুই পেরেছি মাত্র। মুদ্রণজনিত ত্রুটি ব্যতীত তথ্যগত কোন ত্রুটি কারো দৃষ্টিতে ধরা পড়লে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জানালে উপকৃত হবো।

সকলের মেহনতকে আল্লাহ তা'লা কবুল করুন। আমীন।।

মোঃ হেলাল উদ্দীন

ডাইরেক্টার

আলমদীনা রিসার্চ ফাউন্ডেশন ইন্টাঃ

ঃ সূচীপত্র ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের। লক্ষ কোটি সালাত ও সালাম বিশ্বমানবতার মহানবী, শাফিউল মুজনিবীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি।

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাওযা শরীফ জিয়ারত একটি অতীব ছওয়াবের কাজ। এই জিয়ারতের বদৌলতে হাশরের ময়দানে রাসূলে পাকের শাফায়াত লাভের নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। হুজুরের কবর শরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ কি না এ নিয়ে কিছুটা মতভেদ দেখা যায়। হাফিজ ইবনে তাইমিয়া সহ তাঁর কতিপয় অনুসারী মনে করেন কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা নাজায়েজ বরং গোনাহের কাজ এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর জিয়ারত সম্পর্কে বর্ণিত সমস্ত হাদীস মিথ্যা এবং বানোয়াট। কিন্তু জমহুর উলামা ও আইম্মায়ে কেরাম হাফিজ ইবনে তাইমিয়ার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন, বিশেষ ভাবে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর শরীফ জিয়ারত এবং সালাত ও সালাম দেয়ার উদ্দেশ্যে সফর করা মানদুব বরং কারো কারো মতে সামর্থবানদের জন্য ওয়াজিব। হাফিজ ইবনে তাইমিয়া গং তাঁদের মতের স্বপক্ষে ঐসব হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করেন, যেসব হাদীসে বলা হয়েছে সফর হবে শুধুমাত্র তিন মসজিদের (মসজিদে হারাম, মসজিদে নববী এবং মসজিদে আক্বসা) উদ্দেশ্যে। জমহুর আইম্মায়ে কেরাম বলেন ঐ সমস্ত হাদীস শুধুমাত্র মসজিদের জন্য খাস, অর্থাৎ অধিক সওয়াব পাওয়া যাবে এই আশায় ঐ তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা নাজায়েজ। সাধারণভাবে সকল সফর এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত নয়। বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার হাফিজ ইবনে হাজার আসক্বালানী, বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ক্বাসত্বালানী, বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী, মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী, মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম মুহাম্মাদ বিন খলীফা আল-ওয়াশতানী, মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম আসসানুসী আলহাসানী, ইমামে আহলে সুন্নাত শাইখুল ইসলাম ইমাম তাক্বী উদ্দীন সুবকী, ইমামে আহলে সুন্নাত হাফিজুল হাদীস ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, ইমাম নাবহানী, ইমাম আল্লামা জারক্বানী, নাসাঈ শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম সিন্দী, আল্লামা সামহূদী, ইমাম সিরাজী, আল্লামা মানাওয়ী, ইমাম মুল্লা আলী ক্বারী, ইমাম গাজ্জালী, ইবনে কুদামাহ হাম্বালী, ইবনে জামাআহ আলকিনানী, সামান আফিন্দী, আবুল খাত্তাব হাম্বালী, ইমাম আল্লামা ইবনুল হুমাম, ইমাম রাহমাতুল্লাহ সিন্দী, আল্লামা হুসাইন বিন মুহাম্মাদ সাঈদ আব্দুল গনী মাক্কী হানাফী, সাইয়্যিদ হুসাইন বিন সালেহ মাহ্‌তেমী হুসাইনী মাক্কী শাফী, ইমাম শামসুদ্দীন বিন মুহাম্মাদ আব্দুররাহমান সাখাওয়ী, শাইখুল হাদীস শাহ আহমাদ রিযা বেরলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন সহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যান্য উলামায়ে কেরাম কুরআন, হাদীস, ইজমা, ক্বিয়াস এবং তাআমুলুন্নাস থেকে যথেষ্ট দলীল দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, এব্যাপারে হাফিজ ইবনে তাইমিয়ার বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার

মাওলানা শব্বির আহমদ উসমানী, আবুদাউদ শরীফের ব্যাখ্যাকার মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী, মুয়াত্তা ইমাম মালিক এর ব্যাখ্যাকার শাইখুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া সাহেব সহ অন্যান্য উলামায়ে দেওবন্দও অনুরূপ অভিমত পোষণ করে থাকেন। মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী সাহেব বলেন, ইবনে তাইমিয়া হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি উম্মতের ইজমাকে লংঘন করেছেন।

আমি আশা করি আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীতে জমহুর আইম্মায়ে কেরামের মাজহাবটিকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে রাসুলে পাকের জিয়ারত ও শাফায়াত নসীব করুন।

উল্লেখ্য যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর জিয়ারত সম্পর্কে বর্ণিত সমস্ত হাদীস সমূহের মধ্যে কিছু কিছু হাদীসের সনদ দুর্বল হলেও রেওয়ায়েতের আধিক্য এবং সহীহ হাদীস ও কুরআন শরীফে এর সমর্থন থাকায় দুর্বল সনদের হাদীস দিয়ে দলীল দেয়া দোষের কিছু নয়। অপর পক্ষে এমন একটি দুর্বল হাদীসও পাওয়া যাবেনা, যে হাদীসে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম বা এমনি কিছু বর্ণিত হয়েছে।

কিছু লোক যদি বাড়াবাড়ি করেও থাকে এজন্য কবর জিয়ারতের মত মৌলিক একটি সুন্নাতকে অস্বীকার করা বা এই নিয়তে সফর করাকে হারাম সাব্যস্ত করা ও এহেন সফরে নামাজ কসর করা নাজায়েজ বলা মোটেই সমীচিন নয়। যারা لا تشد الرحال 'লা তুশাদ্দুর রিহাল' এই হাদীসের বরাতে তিন মসজিদের নিয়ত ছাড়া সকল সফরকে হারাম বা নাজায়েজ সাব্যস্ত করেছেন বা করছেন; তাহলে ইলম, ব্যবসা বানিজ্য ইত্যাদি বিবিধ কারণে তাদের জীবনে এহেন কত হারাম সফরই হয়তো পাওয়া যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর পাক কালামে এরশাদ করেছেন:

"قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين" (النمل ٦٩)

বলুন : তোমরা পৃথিবী পরিভ্রমণ করো এবং দেখ অপরাধীদের পরিণতি কি হয়েছে। (নামল ৬৯)

এই আয়াত এবং এই ধরনের সকল আয়াতেই তো বলা হয়েছে অপরাধী, মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণতি কি হয়েছে তা দেখার নিয়তে সারা পৃথিবী জুড়ে সফর করো। তাহলে কুরআন শরীফের আয়াতে সাব্যস্ত এই ধরনের সফরও কি হারাম এবং এতে নামাজ কসর পড়া কি নাজায়েজ সাব্যস্ত হবে? আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করুন।

জিয়ারতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওফাত শরীফের আগে ও পরে তাঁর ওসিলা নেয়া, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে "ইয়া" বলে সম্বোধন করা এবং হায়াতুল আম্বিয়া সম্পর্কে সকল আইম্মা ও উলামায়ে কেরামের মতামত যদি এখানে উল্লেখ করা যায় তাহলে লেখার কলেবর বিশাল হয়ে যাবে বিধায় মৌলিক কতিপয় দলীল এবং কিছু কিছু মতামত উল্লেখ করে ক্ষান্ত দিয়েছি।

আমার মত নগন্যের পক্ষে এমনি একটি বিষয়ে কলম ধরা দুঃসাহস ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ এবং তাঁর মহান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সন্তুষ্টি কামনাই হোক আমার সকল কাজের মূল। কোন ভুল ভ্রান্তি ধরা পড়লে দয়া করে আমাকে অবগত করবেন।

তুরস্ক ইস্তাম্বুলের আমার দ্বীনী ভাই মুরাদ কারাকুর্ট, হাসান মুস্তাফা এবং তাঁদের ওয়ালিদাইনের শুকরিয়া আদায় করছি। তাঁদের অবদান আমার জীবনে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মক্কা মুকাররামা প্রবাসী জনাব ইসমাইল আহমাদ সাহেবের নেক হায়াত কামনা করছি। আল্লাহ উনার মেহনত ও খেদমতকে কবুল করুন। আমীন।।

পাঠকদের কাছে আরজ কোন নবীর নাম আসলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা আলাইহিস্ সালাম, কোন সাহাবীর নাম আসলে রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং কোন বুযুর্গের নাম আসলে রাহমাতুল্লাহি আলাইহি পড়ে নিবেন।

আবুআব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা।

Present Address.
182 1St Ave, Apt # 8.
New York. NY-10009.

Permanent Address.
Ashi Ghar
Judhisthy Pur 3116.
Fenchuganj. Sylhet.
Bangladesh.

জিয়ারতে রাওদ্বায়ে রাসূল এর নিয়তে সফর আইম্মায়ে কেরামের অভিমত

জমহুর আইম্মায়ে কেরাম মনে করেন, বিশেষ ভাবে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর শরীফ জিয়ারত এবং সালাত ও সালাম দেয়ার উদ্দেশ্যে সফর করা মানদুব বরং কারো কারো মতে সামর্থবানদের জন্য ওয়াজিব। হানাফী মাজহাবের ইমামগণ বলেন: ইহা ওয়াজিবের কাছাকাছি। কিন্তু হাফিজ ইবনে তাইমিয়া হাম্বালী মনে করেন : এই সফর না জায়েজ।
(নাইলুল আওত্বার ৫/১০১। ফাতহুল বারী ৩/৮৩। মাআরিফুস সুনান ৩/৩২৯। দরসে তিরমিযী ২/১১১। দুররুল মুখতার : কিতাবুল হাজ্জ। ফাতহুল ক্বাদির ৩/৯৪। আলমগীরী ১/২৬৫। ইক্বতিদ্বাউস সিরাত্বিল মুস্তাক্বিম।)

হাফিজ ইবনে তাইমিয়া সাহেবের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ

হাফিজ ইবনে তাইমিয়া সাহেব বলেন :

وقد اختلف أصحابنا وغيرهم : هـل يجوز السفر لزيارتها (أي لزيارة القبور) على قولين :
أحدهما (وهو المختار والمؤيد لديه) : لا يجوز ، والمسافرة لزيارتها معصيـة ، لا يجوز قصر الصلاة فيها ، وهذا قول ابن بطة وابن عقيل وغيرهمـا ، لأن هذا السفر بدعة ، لم يكن في عصر السلف ، وهذا مشتمل على ما سيأتي من معاني النهي ، ولأن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تشد الرحـال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ومسجدي هذا "
وهذا النهي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد ، وكل مكان يقصد السفر إلى عينه للتقرب ، بدليل أن بصرة الغفاري لما رأى أبا هريرة راجعا من الطور الـذي كلم الله عليه موسى قال : لو رأيتك قبل أن تأتيه لـم تأتـه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثـة مساجد . (اقتضـاء الصراط المستقيم : باب زيارة قبور المشركين ٣٤٩)
وقال : فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها والدعاء ، والذكر والقراءة ، والاعتكاف من الأعمال الصالحة ، وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم . (اقتضـاء الصراط المستقيم : بـاب لا تشد الرحال إلا إلى المساجد الثلاثة ٤٥٣)
وقال : الأحاديث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها مكذوبة موضوعـة . (اقتضـاء الصراط المستقيم : ترجمـة البـاب ومـا يتعلق بـه ، صفحـة ٤٢٢ ــ ٤٢٣)

আমাদের উলামায়ে কেরাম শং কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ কি না এব্যাপারে দ্বিমত করেছেন। একটি মত হল : (ইহাই উনার নিজের মত) না জায়েজ, বরং কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা গোনাহের কাজ, এহেন সফরে নামাজ কসর করা জায়েজ নয়। ইহা হচ্ছে ইবনে বাত্তা, ইবনে আক্বীল প্রমুখের অভিমত। কেননা এই ধরনের সফর বিদআত, ইহা পূর্ববর্তীদের যুগে ছিলনা, ইহা হাদীসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত। সহীহাইনে বর্ণিত আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিন মসজিদ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে সফর করা হবেনা : মসজিদে হারাম, মসজিদে আক্বসা এবং আমার এই মসজিদ।"

এই নিষেধাজ্ঞা সাধারণ ভাবে মসজিদ , মাজার, মাশাহিদ এবং এবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করা হয় এমন যে কোন স্থান সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেহেতু বাসরাতুল গিফারী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তুর - যেখানে আল্লাহ মুসা আলাইহিস সালাম এর সাথে কথা বলেছিলেন - থেকে ফেরত আসার পথে পেয়ে বলেছিলেন : আমি যদি আপনাকে সেখানে যাওয়ার আগে দেখতাম তবে আপনি যেতে পারতেন না, কারণ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিন মসজিদ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে সফর করা হবেনা। (ইক্বতিযাউস সিরাতিল মুস্তাক্বিম ৩৪৯।)

তিনি আরো বলেন ঃ

এই তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানের উদ্দেশ্যে সফর উলামায়ে কেরামের ঐকামতে অবৈধ। (ইক্বতিযাউস সিরাতিল মুস্তাক্বিম ৪০৩।)

হাফিজ ইবনে তাইমিয়া আরো বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর জিয়ারত সম্পর্কে বর্ণিত সকল হাদীস মিথ্যা এবং বানোয়াট । (ইক্বতিযাউস সিরাতিল মুস্তাক্বিম ৪২২/২৩।)

হাফিজ ইবনে তাইমিয়া সাহেবের দলীল

তিন মসজিদ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে সফর করা হবেনা

প্রথম হাদীস :

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ؛ المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিন মসজিদ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে সফর করা হবেনা : মসজিদে হারাম, মসজিদুর রাসূল এবং মসজিদে আক্বসা। (বুখারী ১১৮৯/ ১১৯৭/ ১৮৬৪/ ১৯৯৫। মুসলিম ২৩৮৩/২৪৭৫। তিরমিযী ৩০০। আবুদাউদ ১৭৩৮। নাসাঈ ৬৯৩। ইবনে মাজাহ ১৩৯৯/ ১৪০০। দারিমী ১৩৮৫। সহীহ ইবনে হিব্বান ১৬১৭। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ১৭৫৩৮। মুসনাদ ইমাম আহমাদ।)

দ্বিতীয় হাদীস :

عن شهر قال لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجد المدينة وبيت المقدس . (مسند الإمام أحمد ١١٤٤٩)

হযরত শাহর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন তুর যাওয়ার পথে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে আমাদের দেখা হল, তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : তিন মসজিদ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে সফর করা হবেনা : মসজিদে হারাম, মসজিদুল মাদীনাহ এবং বাইতুল মাক্বদিস। (মুসনাদ ইমাম আহমাদ ১১৪৪৯।)

তৃতীয় হাদীস :

عن عمر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أنه قال لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاء من الطور فقال من أين أقبلت قال من الطور صليت فيه قال لما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى (أحمد ٢٢٧٢٨ / ٢٢٧٣٠ / ٢٥٩٧١ ، الموطأ للإمام مالك : النداء للصلاة ٢٢٢ ، مجمع الزوائد — الجزء الرابع - باب قوله لا تشد الرحال ، مصنف عبد الرزاق ٥/٩١٥٩)

হযরত উমর ইবনে আব্দুর রাহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আবু বাসরা আলগিফারী তুর প্রত্যাগত হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে দেখা করলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি কোথা হতে প্রত্যাগমন করলেন? হযরত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু জবাব দিলেন : তুর থেকে, আমি সেখানে নামাজ পড়েছি। তিনি বললেন : আমি যদি আপনাকে সেখানে রওয়ানা হওয়ার আগে পেতাম তবে আপনি যেতে পারতেন না, কারণ আমি শুনেছি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তিন মসজিদ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে সফর করা হবেনা। মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আক্বসা। (মুসনাদ ইমাম আহমাদ ২২৭২৮/৩০/২৫৯৭১। মুয়াত্তা ইমাম মালিক ২২২। মাজমাউজ্জাওয়াইদ। মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক ৫/৯১৫৯।)

চতুর্থ হাদীস :

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد : مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيلياء . (مسلم : كتاب الحج ٢٤٧٦)

সফর কেবল মাত্র তিন মসজিদের উদ্দেশ্যেই করা হবে : কা'বার মসজিদ, আমার মসজিদ এবং মসজিদে ঈলিয়া। (মুসলিম ২৪৭৬।)

উপরোল্লেখিত হাদীস সমূহ দিয়ে হাফিজ ইবনে তাইমিয়া এবং তাঁর মতানুসারীগণ সাধারণ ভাবে তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম সাব্যস্ত করেছেন, যেহেতু ইসতিছনা মুফাররাগ্ হলে সাধারণভাবে নিতে হয়। সুতরাং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাও হারাম।

জমহুর আইম্মায়ে কেরামের জবাব

উম্মাহর জমহুর আইম্মা ও উলামায়ে কেরাম হাফিজ ইবনে তাইমিয়ার জবাব দিতে গিয়ে ঐসব হাদীস সম্পর্কে বলেন, উল্লেখিত হাদীস সমূহ শুধুমাত্র মসজিদ এবং তাতে নামাজ আদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, সুতরাং ঐসব হাদিসের মর্ম হচ্ছে, অধিক পুণ্য লাভের আশায়, ইবাদতের নিয়তে ঐ তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধ। এবং এটাই সঠিক, এর উপর ইজমা এবং ইহাই সর্বকালে জমহুর উলামায়ে উম্মতের অভিমত। সুতরাং জিয়ারতে রাওজায়ে রাসূলের উদ্দেশ্যে সফর করা যে জায়েজ এর প্রথম দলীল স্বয়ং উপরক্ত হাদীস সমূহ। আইম্মায়ে হাদীস ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসায়ী, আবুদাউদ প্রমুখের তরজমাতুল বাবও জমহুরের পক্ষে সহায়ক দলীল।

ইমাম শাওকানী রাহঃ বলেন ঃ

জমহুর শদ্দে রিহালের হাদীসের জবাবে প্রথমতঃ বলেন, মসজিদের এ'তেবারে ক্বসরটি এখানে এজাফী, হাক্বীকী নয়। এর দলীল হল একটি হাসান হাদীস ঃ

" لا ينبغي للمطي أن يشد رحالها إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى "

আমার এই মসজিদ, মসজিদে হারাম এবং মসজিদে আকসা ছাড়া অন্য কোন মসজিদে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ নয়।' সুতরাং জিয়ারত শদ্দ নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নয়।

দ্বিতীয়তঃ তারা ইজমার কথা বলেন যে, ব্যবসা বানিজ্য এবং সমস্ত পার্থিব প্রয়োজনে সফর করা জায়েজ, ওকুফে আরাফে, মিনা, মুজদালিফা, জিহাদ ও হিজরতের নিয়তে দারুল কুফর থেকে সফর করা ওয়াজিব এবং ইলম তলবের জন্য সফর করা মুস্তাহাব এর উপর উম্মতের ইজমা হয়েছে।

জমহুর হুজুরের " لا تتخذوا قبري عيدا " 'আমার কবরকে ঈদে পরিণত করোনা'' হাদীস সম্পর্কে বলেন, এই হাদিসে জিয়ারত নিষেধ করা হয় নাই বরং বেশী বেশী জিয়ারত করার প্রতি গুরুত্বারূপ করা হয়েছে, যাতে দুই ঈদের মত মাঝে মধ্যে তাঁর কবর শরীফ জিয়ারত না হয়, (বরং সব সময়ই জিয়ারত করা হয়) এই মতকে হুজুরের বানী " لا تجعلوا بيوتكم قبورا " 'তোমাদের ঘরগুলোকে কবরস্থান বানিওনা'' আরো শক্তিশালী করে, অর্থাৎ ঘরে নামাজ পড়া ছেড়ে দিওনা। হাফিজ মুনজিরী এভাবে বলেছেন। সুবকী বলেন : (" لا تتخذوا قبري عيدا " '' আমার কবরকে ঈদে পরিণত করোনা'') এর অর্থ হল, জিয়ারতের জন্য

সময় নির্ধারিত করোনা যে ঐ সময় ছাড়া জিয়ারত হবেনা অথবা ঈদের দিনের মত ফুর্তি আমোদের স্থান বানিওনা, বরং কেবলমাত্র জিয়ারত দোয়া, সালাত ও সালামের নিয়তে হাজিরী দিবে। (নাইলুল আওত্বার ৫/ ১০৪। আলফাতহুর রাব্বানী ১৩/২০।)

'আমার ক্বরকে ঈদে পরিণত করোনা' এই ধরনের হাদীস সম্পর্কে জগদ্বিখ্যাত ইমাম, ইমাম মুল্লা আলী ক্বারী রাহঃ বলেন:

يحتمل أن يراد به الحث على كثرة زيارته إذ هي أفضل القربات وآكد المستحبات ، بل قريبة من درجة الواجبات ، فالمعنى اكثروا من زيارتي ولا تجعلوها كالعيد ، تزورني في السنة مرتين أو في العمر كرتين . (شرح الشفا ٢/١٤٣)

এই হাদীস দ্বারা এই উদ্দেশ্যও নেয়া হতে পারে যে, আল্লাহর রাসূলের বেশী বেশী জিয়ারতের উপর উৎসাহিত করা হয়েছে, কেননা ইহা শ্রেষ্ঠতম ইবাদত এবং অন্যতম মুস্তাহাব একটি আমল, বরং ওয়াজিবের কাছাকাছি। সুতরাং অর্থ হল তোমরা আমার বেশী বেশী জিয়ারত করো এবং আমার জিয়ারতকে ঈদের মত বানিওনা যে, তোমরা আমাকে বৎসরে দুইবার অথবা জিন্দেগীতে দুইবার জিয়ারত করবে। (শরাহে শিফা শরীফ ২/ ১৪৩।)

বাসরা আল্ গিফারীর হাদীসের জবাব হচ্ছে, হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু চতুর্থ একটি 'মসজিদের' উদ্দেশ্যে সফর করেছিলেন। আর হাদীসে এটাই নিষিদ্ধ।

কুরআন, হাদীস, ইজমা ও ক্বিয়াস থেকে জমহুরের দলীল

জমহুরের দলীলঃ কুরআন শরীফ থেকে

(১) আল্লাহর বাণীঃ

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما "

ওরা যখন তাদের নফসের উপর জুলুম করেছিল তখন যদি আপনার দরবারে আসত, অতঃপর (আপনার ওসিলা নিয়ে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য সুপারিশ করতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।' (সুরা নিসা ঃ ৬৪।)

শাইখুল ইসলাম ইমাম সুবকী রাহঃ বলেন ঃ এই আয়াতে তাওবা কবুল তথা আল্লাহর মেহেরবানী হাসিলের জন্য তিনটি শর্ত দেয়া হয়েছে। (ক) আল্লাহর রাসূলের দরবারে হাজির হওয়া। অতঃপর (খ) আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। এবং (গ) আল্লাহর রাসূল কর্তৃক তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা (সুপারিশ) করা।

আল্লাহর রাসূল কর্তৃক সমস্ত ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কথা পাওয়া যায় নিম্নোক্ত আয়াতে:

" واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات "

ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার আপন লোকদের এবং সাধারণ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ত্রুটির জন্য। (সূরা মুহাম্মাদ ১৯।) (তরজমা: কানযুল ঈমান)

সুতরাং তিন শর্তের অন্যতম শর্ত আল্লাহর রাসূল কর্তৃক উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বা তাঁর সুপারিশ পাওয়া গেল উপরুক্ত আয়াতে। বাকী দুই শর্ত তথা আল্লাহর রাসূলের দরবারে হাজির হওয়া, অতঃপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা যদি পূর্ণ হয় তাহলেই আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পাওয়া যাবে। (শিফাউস সিকাম ৬৭।)

ইমাম সুবকী রাহঃ এ প্রসংগে মুসলিম শরীফ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। বিশিষ্ট তাবিঈ হযরত আছিম বিন সুলাইমান সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন সারজিস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন সারজিস রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدا قال فقلت له أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولك ثم تلا هذه الآية (واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات) (مسلم ٤٣٢٩ ، أحمد ١٩٨٥٠)

আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছি, আমি তাঁর সাথে রুটি এবং গোশত অথবা ছরীদ খেয়েছি। তিনি (তাবিঈ আছিম বিন সুলাইমান) বলেন আমি তাঁকে (সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন সারজিস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে) বললাম: নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আপনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা (সুপারিশ) করেছেন। তিনি (সাহাবী) উত্তর দিলেন : হাঁ, এবং তোমার জন্যও (ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন)। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন : ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার আপন লোকদের এবং সাধারণ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ত্রুটির জন্য। (মুসলিম ৪৩২৯। আহমাদ ১৯৮৫০।)

তাছাড়া রাওজা শরীফে ও রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য ইস্তেগফার করেন এর সরাসরি প্রমাণ রয়েছে বিভিন্ন হাদীস শরীফে।

আল্লামা যারকানী রাহঃ বলেন:

روى البزار بسند جيد عن ابن مسعود رفعه : حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم ، فما كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من سيء استغفرت الله لكم (الزرقاني ٧٥/١٢)

ইমাম বাজ্জার উত্তম সনদে হযরত ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি মারফু' হাদীস বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: আমার জীবন তোমাদের জন্য উত্তম, আমার ওফাত (শরীফ)ও তোমাদের জন্য উত্তম, আমার সামনে তোমাদের আমল সমূহ পেশ করা হয়, ভাল আমল দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করি আর মন্দ আমল দেখলে আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। (যারকানী ১২/৭৫।)

ইমাম সাখাওয়ী রাহঃ মুসনাদুল হারিস থেকে (এবং ইমাম সুবকী রাহঃ ইবনে আব্দুল্লাহ মুজনী থেকে) বর্ণনা করেন, হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন :

حياتي خير لكم تحدثونني ونحدث لكم ، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم تعرض علي أعمالكم ، فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ١٥٥ ، شفاء السقام ٣٨)

আমার হায়াত তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক, তোমরা আমার সাথে আলোচনা কর এবং আমিও তোমাদের সাথে আলোচনা করি। আমি যদি ইন্তেকাল করি তবে আমার ওফাতও তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক, আমার সামনে তোমাদের আমল সমূহ পেশ করা হয়। আমি মঙ্গল দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করি, অন্য কিছু দেখলে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। (আলক্বাউলুল বাদী ১৫৫। শিফাউস সিক্বাম ৩৮।)

ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি রাওযা শরীফে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কর্ম সম্পর্কে বলেন:

النظر في أعمال أمته ، والاستغفار لهم من السيئات ، والدعاء بكشف البلاء عنهم ، والتردد في أقطار الأرض لحلول البركة فيها ، وحضور جنازة من مات من صالح أمته ، فإن هذه الأمور من جملة أشغاله في البرزخ كما وردت بذلك الأحاديث والآثار (إنباء الأذكياء ٢٤)

(ক) উম্মতের আমলের প্রতি নজর রাখা। (খ) উম্মতের পাপ মার্জনার জন্য ইস্তেগফার করা। (গ) উম্মতের জন্য বিপদ আপদ থেকে মুক্তির দোয়া করা। (ঘ) দুনিয়ার দিক দিগন্তে আসা যাওয়া করা যাতে সেখানে বরকত নাযিল হয়। (ঙ) তাঁর নেককার উম্মতের জানাযায় হাজির হওয়া। বিভিন্ন হাদিস এবং আছার মুতাবেক এগুলী হচ্ছে আলমে বরযখে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কয়েকটি কাজ। (ইম্বাউল আযকিয়া ২৪।)

(২) আল্লাহর বাণী ঃ

" ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله "

যে কেউ আপন ঘর থেকে বের হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে .... । (' সূরা নিসা ঃ ১০০।)

উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের ওয়াজহে ইস্তিদলাল হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে তাঁর ইন্তিকালের পরে আসা, তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে আসার মতই, যদিও সাহাবিয়্যত প্রমাণিত না হয়। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত। তাছাড়া আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা হচ্ছে, আম্বিয়া কেরাম তাঁদের ক্ববরে জিন্দা আছেন, তাঁরা ক্ববরে আযান ও ইক্বামতের সাথে নামাজ আদায় করেন, তাঁদেরকে খাবার দেয়া হয়।

(৩) আল্লাহর বাণী ঃ

" إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه"

আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারীরূপে। যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আন এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর। (ফাতাহ ৮/৯।)

এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি সম্মান / তাযীম প্রদর্শন করার জন্য মুমিন বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন। আল্লাহর রাসূলের ওফাত শরীফের পর বর্তমানে তাঁর রাওযা মুবারকের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁকে সালাম জানানো হচ্ছে অন্যতম তাযীম বা সম্মান প্রদর্শন।

আবু আব্দিল্লাহ হুসাইন ইবনে হাসান হিলমী রাহঃ তাঁর আলমিনহাজ নামক কিতাবে বলেন:

فأما اليوم فمن تعظيمه زيارته (شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٥٣)

বর্তমানে জিয়ারত হচ্ছে হুজুরের অন্যতম তাজীম। (শিফাউস্ সিক্বাম ৫৩।)

ইমামে আহলে সুন্নাত শাইখুল ইসলাম ইমাম সুবকী রাহঃ বলেন:

زيارة القبر تعظيم ، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب (شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٦٩)

কবর জিয়ারত হচ্ছে তাজীম, আর নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাজীম ওয়াজিব। (শিফাউস্ সিক্বাম ৬৯।

ইমাম নাবহানী রাহঃ বলেন:

والسفر لزيارته صلى الله عليه وسلم فيه تعظيمه وتوقيره صلى الله عليه وسلم الذي نحن مكلفون به شرعا من جانب الله تعالى (شواهد الحق ١٤٤)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাতে রয়েছে তাঁর প্রতি যথাযথ তাজীম বা সম্মান প্রদর্শন, আল্লাহর পক্ষ থেকে শরীয়তে আমরা যে বিষয়ে আদিষ্ট। (শাওয়াহিদুল হাক্ক ১৪৪।)

ওকে সুসংবাদ দাও, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন

আল্লামা মাওরদী রাহঃ তাঁর আলআহকামুস্ সুলত্বানিয়ায়, হাফিজ ইবনে কাসীর সুরা নিসার ৬৪ নং আয়াতের তাফসীরে, শাইখুল ইসলাম ইমাম সুবকী তাঁর শিফাউস সিক্বামে, ইমাম নববী তাঁর আলআজকার ও শরহুল মুহাজ্জাবে, আল্লামা সাখাওয়ী তাঁর আলক্বাউলুল বাদী' নামক কিতাবে, ইবনে কুদামাহ তাঁর আলমুগনীতে, ইজ্জুদ্দীন ইবনে জামাআহ আল্‌কিনানী তাঁর হিদায়াতুসসালিক এ এবং আল্লামা ক্বাসত্বালানী তাঁর আলমাওয়াহিবে এবং ইমাম নাবহানী তাঁর আলআনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়্যাহতে লিখেন: এক জামাত (উলামা) তন্মধ্যে শাইখ আবু মানসূর আস্ সাব্বাগ্ব তাঁর 'আশ্ শামিল' কিতাবে উতবী (মুহাম্মাদ ইবনে উবাইদুল্লাহ, ওফাত ২২৮ হিজরী) থেকে মশহুর ঘটনাটি বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্বরের পাশে বসা ছিলাম এমন সময় জনৈক বেদুইন এসে সালাম দিল ঃ আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি শুনেছি আল্লাহ বলেছেন :

" ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما "

'ওরা যখন তাদের নফসের উপর জুলুম করেছিল তখন যদি আপনার দরবারে আসত, অতঃপর (আপনার ওসিলা নিয়ে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য সুপারিশ করতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।'

وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي

আমি আমার প্রভুর কাছে আপনার সুপারিশ নিয়ে আমার গোনাহর মাফী প্রার্থনার উদ্দেশ্যে আপনার খেদমতে এসেছি। উতবী রাহ: বলেন: অতঃপর সে নিম্নের কবিতাংশটি পাঠ করেঃ

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

হে ঐ সবের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, কবরে শায়িত যাদের অস্থিগুলী
যাঁর সুবাসে নিখিল ভুমি হয়েছে আজি সুরভিত,
সে কবরের তরে অধম কুরবান, যার আপনি বাসিন্দা
রয়েছে যাতে পবিত্রতা, দানশীলতা আর মহত্ব।

অতঃপর বেদুইন চলে যায় এবং আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি, স্বপ্নে দেখি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলছেন: হে উতবী যাও, বেদুইন লোকটিকে জানিয়ে দাও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন/ (তাফসীরে ইবনে কাসীর। জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ১২/১৯৮-৯৯। আলক্বাউলিল বাদী' ১৫৬। আলমুগ্নী ৫/৪৬৬। হিদায়াতুস্ সালিক ৩/১৩৮৩। আলআজকার ঃ জিয়ারতে ক্বররে রাসুল অধ্যায় পৃষ্ঠা ২৬৪। আলমাজমু'/নববী ৮/২০২। আলআহকামুস্ সুলত্বানিয়্যাহ ১৩৯। আলআনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়্যাহ ৬০১। অন্য বর্ণনায়: তাকে এই সুসংবাদটিও জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন আমার শাফায়াতের বিনিময়ে। (শিফাউস সিক্বাম ৫২। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/১৩৬১। ওয়াফাউল ওয়াফা গ্রন্থকার বলেন: ইহা একটি মশহুর ঘটনা। সকল মাজহাবের মুসান্নিফগণ হজ্জের কিতাব সমুহে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, এবং তাঁরা এটাকে মুস্তাহসান মনে করেছেন বরং ইহা জিয়ারতকারীর আদব হিসাবেও তাঁরা বিবেচনা করেছেন। ঘটনাটি ইবনে আসাকির তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে এবং ইবনুল জাওযী তাঁর মুছীরুল গারাম গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।)

রাওদ্বা শরীফ থেকে আওয়াজ শুনা গেল তোমাকে ক্ষমা করা হয়েছে

ইমাম ক্বুরতুবী রাহ: তাঁর তাফসীরে বলেন: আবূ সাদিক্ব হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাফন করার তিন দিন পর জনৈক বেদুইন এসে ক্বরর শরীফে পড়ে, মাথায় ক্বরর শরীফের মাটি মেখে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে বলল: ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি বলেছেন, আমরা শুনেছি, আল্লাহ আপনার উপর নাজিল করেছেন :

" ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما "

'ওরা যখন তাদের নফসের উপর জুলুম করেছিল তখন যদি আপনার দরবারে আসত, অতঃপর (আপনার ওসিলা নিয়ে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য সুপারিশ করতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।' আমি আমার নিজের উপর জুলুম করেছি, আপনার দরবারে এসেছি আমার জন্য সুপারিশ

করবেন।'' হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ তখন রাওদ্বা শরীফ থেকে আওয়াজ আসল: তোমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। (আলজামিউ লিআহকামিল কুরআন / তাফসীরে কুরতুবী ৫/ ১৭২। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৬১। 'তানভীরুল হালাক্ ফী ইমকানি রুয়াতিন্ নাবিয়্যি ওয়াল্ মালাক' ২৪। তাফসীরে যিয়াউল কুরআন ১/৩৫৯। খাযাইনুল ইরফান ১/ ১৭৪। ওয়াফাউল ওয়াফা গ্রন্থকার বলেন: হাফিজ আবূ আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন মূসা বিন নু'মান তাঁর মিসবাহুজ জালাম কিতাবেও ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন।)

ইমাম বাইহাক্বী রাহ: আবূ হারব আল্ হিলালী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: জনৈক বেদুইন হজ্জ করে মদীনায় আসল। মসজিদে নববীর দরজায় এসে সে তাঁর উটকে বসিয়ে বেঁধে রেখে রাওদ্বা শরীফের কাছে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারকের সোজাসুজী দাঁড়িয়ে সালাম দিল : আস্সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, অতঃপর হযরত আবূ বকর ও উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা কে সালাম দিয়ে আবার হুজুরের সামনে এসে বলল: আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার দরবারে গোনাহর পাহাড় নিয়ে হাজির হয়েছি, আপনার মালিকের কাছে আমি আপনার শাফায়াত চাই, যেহেতু তিনি তাঁর কিতাবে বলেছেন: "

ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما "

'ওরা যখন তাদের নফসের উপর জুলুম করেছিল তখন যদি আপনার দরবারে আসত, অতঃপর (আপনার ওসিলা নিয়ে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য সুপারিশ করতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।' আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার দরবারে গোনাহর পাহাড় নিয়ে হাজির হয়েছি, আপনার মালিকের কাছে আমি আপনার শাফায়াত চাই, তিনি আমার পাপ সমুহ মার্জনা করবেন এবং আপনি আমার ব্যাপারে সুপারিশ করবেন। অতঃপর সে নিম্নোক্ত কবিতাংশটি বলতে বলতে বের হয়ে গেল :

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه — فطاب من طيبهن القاع والأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه — فيه العفاف وفيه الجود والكرم

হে ঐ সবের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, কবরে শায়িত যাদের অস্থিগুলী
যাঁর সুবাসে নিখিল ভুমি হয়েছে আজি সুরভিত,
সে কবরের তরে অধম কুরবান, যার আপনি বাসিন্দা
রয়েছে যাতে পবিত্রতা, দানশীলতা আর মহত্ত্ব।

(শুআবুল ঈমান ৩/৪১৭৮। তাফসীরে আদ্দুররুল মানসুর ১/৪২৬।)

জমহুরের দলীলঃ হাদীস শরীফ থেকে

'লা তুশাদ্দুর রিহাল' হাদীসের মর্ম:
'লা তুশাদ্দুর রিহাল' হাদীস সমূহে মূলতঃ তিন মসজিদের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে, দুনিয়ার অন্য কোন মসজিদ এই তিন মসজিদের সমান হতে পারেনা। আর তাই ছওয়াব বেশী পাওয়া যাবে এই নিয়তে দুনিয়ার অন্য কোন মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য সফর করা নাজায়েজ। সুতরাং হাদীস সমূহে কেবলমাত্র মসজিদের হুকুম বয়ান করা হয়েছে। আহলে সুন্নাতের আইম্মায়ে হাদীস শাইখুল ইসলাম ইমাম সুবকী, হাফিজ ইবনে হাজার আসক্বালানী, ইমাম নববী, মুল্লা আলী ক্বারী গং এই অভিমতই ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে হাদীস শরীফ থেকে জমহুরের দলীল পেশ করা হল।

হাদীস ঃ ইবাদতের নিয়তে তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা নিষেধ

ইমাম আহমাদ রাহঃ হযরত শাহর (বিন হাওশাব আনসারী, হিমসী, ওফাত ১০০ হিজরী) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু 'র কাছে তুর (মসজিদে) নামাজ আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا (أحمد ١١١٨١ ، مجمع الزوائد : الجزء الرابع - باب قوله " لا تشد الرحال " حديث حسن صحيح ، حسنه ابن حجر في الفتح وقال الهيثمى في المجمع : شهر فيه كلام وحديثه حسن ، وقال البدر العيني في العمدة ٢٥٤/٧ : إسناده حسن وشهربن حوشب وثقه جماعة من الأئمة ، نيل الأوطار ١٠٣/٥)

মসজিদে হারাম, মসজিদে আক্বসা এবংআমার এই মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ নয়।' (মুসনাদ ইমাম আহমাদ ১১১৮১। মাজমাউজ্জাওয়াইদ ৪র্থ খন্ড। নাইলুল আওত্বার ৫/ ১০৩। হাদীসটি হাসান সহীহ। ফতহুল বারীতে হাফিজ ইবনে হাজার হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আল্লামা আইনী বলেছেন: এই হাদীসের সনদ হাসান এবং শাহর ইবনে হাওশাবকে আইম্মায়ে কেরামের এক জামাত নিশ্বস্ত বলেছেন। ইমাম হাইতামী বলেছেন শাহর সম্পর্কে কথা আছে তবে তাঁর হাদীস হাসান।)

জায়েজ কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য সফর করা জায়েজ

السفر لأداء عمل مشروع জায়েজ কোন কর্ম সম্পাদনের জন্য সফর করা জায়েজ। কবর জিয়ারত যেহেতু জায়েজ সুতরাং এর নিয়তে সফর করাও জায়েজ। ইমাম মুসলিম, নাসাঈ, আবুদাউদ, আহমাদ গং আইম্মায়ে হাদীস বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها

(مسلم ١٦٢٣ ، النسائي ٢٠٠٥/ ٤٣٥٣/ ٥٥٥٧ / ٥٨ ، أبو داود ٢٨١٢ / ٣٢١٢ ، مسند إمام أحمد ٢١٨٨٠ / ٢١٩٣٧ / ٢١٩٧٤ ، بلوغ المرام ٤٧٢ ، سبل السلام ٢٣٤/٢)

আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারতের ব্যাপারে (ইতিপূর্বে) নিষেধ করেছিলাম, (নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নিলাম) তোমরা কবর জিয়ারত কর। (মুসলিম ১৬২৩। নাসায়ী ২০০৫/৪৩৫৩/৫৫৫৭/৫৮। আবূদাউদ ২৮১২/৩২১২। মুসনাদ ইমাম আহমাদ ২১৮৮০/ ২১৯৩৭/২১৯৭৪। বুলুগুল মারাম ৪৭২। সুবুলুস্ সালাম।)

হাদীস ঃ আমি এসেছি আল্লাহর রাসূলের কাছে, পাথরের কাছে আসি নাই!

ইমাম আহমাদ, ইমাম হাকিম প্রং দাউদ ইবনে আবূ সালেহ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر فقال أتدري ما تصنع فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب فقال نعم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر (أحمد ٢٢٤٨٢ ، مجمع الزوائد ٤/ كتاب الحج ، باب وضع الوجه على قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، المستدرك للحاكم ٨٥٧١ ، وفاء الوفا ١٣٥٩/٤ ، ١٤٠٤ ، إعلاء السنن ٣٠٦٢/١٠ ، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه)

একদা মারওয়ান জনৈক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরে মুখ লাগিয়ে পড়ে থাকতে দেখলেন। মারওয়ান (লোকটিকে উদ্দেশ্য করে) বললেন: তুমি কি জানো তুমি কি করছো? উনি মুখ তুলে তাকালেন, দেখা গেল তিনি হচ্ছেন হযরত আবূ আইয়ূব (আনসারী) রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। তিনি বললেন: হাঁ আমি এসেছি আল্লাহর রাসূলের কাছে, পাথরের কাছে আসি নাই! (মুসনাদ ইমাম আহমাদ ২২৪৮২। মাজমাউজ্জাওয়াইদ ৪র্থ খন্ড, কিতাবুল হাজ্জ, বাব ওয়াদউল ওয়াজহি আলা ক্বাবরি সাইয়িদিনা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। মুস্তাদরাক হাকীম ৮৫৭১। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৫৯। ইলাউস সুনান ১০ম খন্ড, বাব জিয়ারাতি ক্বাবরিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হাদীস নং ৩০৬২। ইমাম হাকীম বলেন: হাদীসের সনদটি সহীহ যদিও ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেন নাই।)

এই হাদীসে সাহাবী হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী রাদিয়াল্লাহু আনহু পরিষ্কার করেই বলছেন, আমি এসেছি আল্লাহর রাসূলের কাছে, আমি পাথরের কাছে আসি নাই। অর্থাৎ আমি পাথরের তৈরী দেয়াল দেখার জন্য আসি নাই, আমি এসেছি আমার প্রিয়তম বন্ধুর সান্নিধ্যে।

আম্বিয়ায়ে কেরাম কবরে জিন্দা শুয়ে আছেন, আমাদের নবী হায়াতুন্নবী এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা। সুতরাং জিন্দা নবীর জিয়ারতের নিয়তে সফর করা নাজায়েজ বা হারাম হবার প্রশ্নই আসেনা।

হাদীস ঃ রাওদ্বা শরীফ জিয়ারতে কা'বা শরীফ

হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إذا كان يوم القيامة زفت الكعبة البيت الحرام إلى قبري فتقول : السلام عليك يا محمد ، فأقول : وعليك السلام يا بيت الله ما صنع بك أمتي بعدي؟ فتقول : يا محمد من أتاني فأنا أكفيه وأكون له شفيعا ، ومن لم يأتني فأنت تكفيه وتكون له شفيعا. (تفسير الدر المنثور ٢٥١/١)

কিয়ামতের সময় কাবা শরীফ আমার কবরে এসে সালাম দিবে: আসসালামু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ। হুজুর বলেন, আমি তখন বলব: ওয়া আলাইকাস সালাম হে বায়তুল্লাহ, আমার পরে আমার উম্মত তোমার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছে? ক'বা বলবে: হে মুহাম্মাদ যে আমার কাছে এসেছে আমি তার প্রয়োজন পুরা করব এবং তার জন্য শাফায়াত করব, কিন্তু যে আমার কাছে আসে নাই আপনি তার প্রয়োজন পুরা করবেন এবং তার জন্য শাফায়াত করবেন। (তাফসীরে আদ্দুররুল মানসূর ১/২৫১)

জুহরী থেকে বর্ণিত :

إذا كان يوم القيامة رفع الله الكعبة البيت الحرام إلى بيت المقدس ، فمر بقبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، فيقول : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته ، فيقول صلى الله عليه وسلم : وعليك السلام يا كعبة الله ، ما حال أمتي ؟ فتقول : يا محمد أما من وفد إلي من أمتك فأنا القائم بشأنه ، وأما من لم يفد من أمتك فأنت القائم بشأنه. (تفسير الدر المنثور ٢٥١/١)

কিয়ামতের সময় আল্লাহ তা'লা কা'বা শরীফকে বাইতুল মাক্বদিস নিয়ে যাবেন, কাবা মদীনায় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রাওযা শরীফের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে সালাম দিবে: আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলবেন : ওয়া আলাইকাস সালামু হে আল্লাহর কাবা, আমার উম্মতের অবস্থা কি? কাবা বলবে : হে মুহাম্মাদ! আপনার উম্মতের যে আমার কাছে এসেছে আমি তার দায়িত্ব নিলাম, আর যে আমার কাছে আসে নাই তার (শাফায়াতের) দায়িত্ব আপনার। (তাফসীরে আদ্দুররুল মানসূর ১/২৫১)

যাও তুমি এবং তোমার সাথী জিয়ারতকারীদের ক্ষমা করা হয়েছে

হযরত হাসান বসরী রাহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

وقف حاتم الأصم (البلخي من أجل المشايخ الزهاد ، اعتزل الناس ثلاثين سنة في قبة لا يكلمهم إلا جوابا بالضرورة) على قبره صلى الله عليه وسلم فقال : يا رب ! إنا زرنا قبر نبيك فلا تردنا خائبين ، فنودي : يا هذا ما أذنا لك في زيارة قبر حبيبنا إلا وقد قبلناك فارجع أنت ومن معك من الزوار مغفورا لكم (الزرقاني على المواهب ١٢ / فصل في زيارة قبره الشريف ٢٠٠)

হযরত হাতিম বলখী হুজুরের রাওযা মুবারকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন : হে আমার পালনকর্তা! আমরা আপনার নবীর কবর জিয়ারত করলাম আমাদেরকে নিরাশ করে বিদায়

করোনা। তখন আওয়াজ হল: ওহে শুনে রাখ, তোমাকে কবুল করেছি বলেই আমার হাবীবের জিয়ারতের ইজাজত (অনুমতি) তোমাকে দিয়েছি, যাও তুমি এবং তোমার সাথী জিয়ারতকারীদের ক্ষমা করা হয়েছে।।(জারক্বানী আলাল্ মাওয়াহিব ১২ খন্ড ঃ জিয়ারতু ক্বাবরিন্নবী সাঃ.২০০।)

হাদীস যে আমার কবর জিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব

ইমাম ইবনে খুজাইমাহ, বাজ্জার, ত্বাবারানী, দারকুত্বনী, হাকীম তিরমিজী, ইবনে উদাই, এবং ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন :

"من زار قبري وجبت له شفاعتي"

(الدار قطني ٢٦٦٩ ، شعب الإيمان ٤١٥٩/٣ ، مجمع الزوائد : كتاب الحج باب زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانظر أوجز المسالك ٣٦٤/١ ، إعلاء السنن ٤٩٦/١٠، تفسير الدر المنثور ٤٢٥/١، المواهب اللدنية ، الزرقاني على المواهب ١٧٩/١٢، إحياء علوم الدين ٥٢٢/٤ ، الشفا ٢/ ٨٣ ، الوفا حديث رقم ١٥٣٠، وفاء الوفاء ١٢٣٦/٤، نيل الأوطار ١٠٢/٥، الفتح الرباني ١٨/١٣، فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٧١٥/٦ ، الفتوحات المكية ٧٠١/٢ ، إعلاء السنن ٨/ حديث رقم ٢٣١٢، ٤٩٦/١٠ وقال : وهو حسن صحيح كذا في شفاء السقام ١١٠٣ للشيخ الإمام الفقيه المحدث العلامة تقي الدين السبكي المطبوع في بلدة حيدر آباد ، وفي التلخيص الحبير (٢٢١/١) : صححه عبد الحق في الأحكام في سكوته عنه . مجمع الأنهر ٣١٢/١ ، الضعفاء الكبير ١٧٤٤/٤ ، هداية السالك ١١٣/١ ما جاء في زيارة القبر المقدس وقال : وصححه عبد الحق ، شفاء السقام في زيارة خير الأنام مطبوع استانبول صفحة ٣ الباب الأول في الأحاديث الواردة في الزيارة نصا الحديث الأول ، الأحكام السلطانية للماوردي ١٣٩)

যে আমার কবর জিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল।

(দারু কুত্বনী ২৬৬৯। শুআবুল ঈমান ৩/৪১৫৯। মাজমাউজ্জাওয়াইদ : কিতাবুল হাজ্জ, বাব জিয়ারাতু সাইয়্যিদিনা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আওজাজুল মাসালিক ১/৩৬৪। ইলাউস্ সুনান ১০/৪৯৬। তাফসীরে আদ্দুররুল মানসুর ১/৪২৫। আলমাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়াহ। জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ১২/১৭৯। ইহয়াউ উলুমিদ্দীন ৪/৫২২। আশশিফা ৮৩। আলওয়াফা ১৫৩০। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/১২৩৬। নাইলুল আওত্বার ৫/১০২। আলফাতহুররাব্বানী ১৩/১৮। ফাইদ্বুল ক্বাদীর শরহে আলজামিউসসাগীর ৬/৮৭১৫। আলফুতুহাতুল মাক্কিয়াহ ২/৭০১। ইলাউস্ সুনান ৮/২৩১২, ১০/৪৯৬। আল্লামা জফর আহমাদ উসমানী ইমাম সুবকী'র শিফাউস্ সাক্বাম এর বরাতে বলেন: হাদীসটি হাসান সহীহ। মাজমাউল আনহুর ১/৩১২। আদ্দুআফাউল কাবীর ৪/১৭৪৪। হিদায়াতুস্ সালিক ১/১১৩। শিফাউসসিক্বাম ৩। আলআহকামুস সুলত্বানিয়াহ ১৩৯।)

হাদীস যে আমার কবর জিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফায়াত হালাল হয়ে গেল

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ভিন্ন আরেকটি সনদে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন :

" من زار قبري حلت له شفاعتي "

(شفاء السقام في زيارة خير الأنام ١٣ ، وفاء الوفا ١٣٣٩)

যে আমার কবর জিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফায়াত হালাল (ওয়াজিব) হয়ে গেল।(শিফাউস সিক্বাম ১৩। ওয়াফাউল ওয়াফা ১৩৩৯। ইমাম সুবকী রাহঃ বলেন এই হাদীসটি ইমাম বাজ্জার বর্ণনা করেছেন।)

হাদীস ঃ যে হজ্জ করল এবং আমার ওফাতের পরে আমার কবর জিয়ারত করল সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল

ইমাম দারুকুতনী, বাইহাক্বী, ত্বাবারানী, ইবনে উদাই, আবু ইয়া'লা, ইবনে আসাকির, সাঈদ ইবনে মানসূর প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন :

" من حج فزار قبري بعد موتي (أو بعد وفاتي) كان كمن زارني في حياتي "

(الدار قطني ٢٦٦٧ ، السنن الكبري : كتاب الحج باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم ١٠٢٧٤، شعب الإيمان ٣/٤١٥٤ ، المعجم الأوسط ٣٣٧٦ ، المعجم الكبير ١٢/١٣٤٩٧ ، مجمع الزوائد : كتاب الحج باب زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤/٢، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ١٧ ، وانظر أوجز المسالك ١/٣٦٤ ، تفسير الدر المنثور ١/٤٢٥، الإحياء ١/٣٠٦ ، شرح الشفاء ٢/١٥٠، الوفا حديث رقم ١٥٢٩، وفاء الوفا ٤/١٣٤٠، كنز العمال ٥/١٢٣٦٨ باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي ٦/٨٦٢٨ ، مجمع الأنهر ١/٣١٢، مجمع البحرين ٣/١٨٣٠ ، هداية السالك ١/١١٤، إعلاء السنن ٨/٢٣١٥)

যে হজ্জ করল এবং আমার ওফাতের পরে আমার কবর জিয়ারত করল সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। (দারুকুতনী ২৬৬৭। আসসুনানুল কুবরা লিল বাইহাক্বী : কিতাবুল হাজ্জ, বাব জিয়ারাতু ক্বাবরিন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হাদীস নং ১০২৭৪। শুআবুল ঈমান ৩/৪১৫৪। আলমুজামুল আওসাত্ব ৩৩৭৬। আলমুজামুল কাবীর ১২/১৩৪৯৭। মাজমাউজ্জাওয়াইদ : কিতাবুল হাজ্জ, বাব জিয়ারাতু সাইয়্যিদিনা রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। শিফাউস সিক্বাম ১৭। আওজাযুল মাসালিক ১/৩৬৪। আদ্দুররুল মানসূর ১/৪২৫। ইহয়াউ উলুমিদ্দীন ১/৩০৬। শরহুশ শিফা ২/১৫০। আলওয়াফা ১৫২৯। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/১৩৪০। কানজুল উম্মাল ৫/১২৩৬৮, বাব জিয়ারাতু ক্বাবরিন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ফাইদুল ক্বাদীর শরহে আলজামিউসসাগীর ৬/৮৬২৮। মাজমাউল আনহুর ১/৩১২। মাজমাউল বাহরাইন ৩/১৮৩০। হিদায়াতুস সালিক ১/১১৪। ইলাউস সুনান ৮/২৩১৫।)

হাদীস ঃ যে আমার ওফাতের পরে আমার কবর জিয়ারত করল সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল

ইমাম ত্বাবারানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে অন্য একটি মারফু হাদীস বর্ণনা করেন : যে

"من زار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي " (المعجم الأوسط ٢٨٩، المعجم الكبير ١٣٤٩٦/١٢، مجمع البحرين ١٨٢٩/٣)

যে আমার ওফাতের পরে আমার কবর জিয়ারত করল সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। (আলমুজামুল আওসাত্ব ২৮৯। আলমুজামুল কাবীর ১২/ ১৩৪৯৬। মাজমাউল বাহরাইন ৩/ ১৮২৯।)

হাদীস যে আমার কবর জিয়ারত করল আমি তার শাফায়াতকারী এবং সাক্ষী

ইমাম বাইহাক্বী রহ. হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি:

"من زار قبري أو قال من زارني كنت له شفيعا أو شهيدا ، ومن مات بأحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة " (السنن الكبري : كتاب الحج باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، حديث رقم ١٠٢٧٣ ، شعب الإيمان ٣ / ٤١٥٣، تفسير الدر المنثور ٤٢٥/١، المواهب : ١٢/ فصل في زيارة قبره الشريف ، وفاء الوفا ١٣٤٣/٤، كنز العمال ١٢٣٧١/٥ باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الترغيب والترهيب : كتاب الحج ١٧٦٤، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٢٥)

যে আমার কবর জিয়ারত করল, অথবা যে আমার জিয়ারত করল আমি তার শাফায়াত কারী এবং সাক্ষী হয়ে গেলাম। এবং যে উভয় হারামের (মক্কা ও মদীনা) কোন এক হারামে মারা গেল সে কিয়ামতের দিন নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হয়ে উঠবে। (আসসুনানুল কুবরা লিল বাইহাক্বী : কিতাবুল হাজ্জ ; বাব জিয়ারাতু ক্বাবরিন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হাদীস নং ১০২৭৩। শুআবুল ঈমান ৩/ ৪১৫৩। আদ্দুররুল মানসূর ১/৪২৫। আলমাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়াহ। জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ১২/ ১৭৯। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৪৩। কানজুল উম্মাল ৫/ ১২৩৭১। আত্‌তারগীব ওয়াত্‌ তারহীব ১৭৬৪। শিফাউস সিক্বাম ২৫।)

হাদীসে হাত্বীব : যে আমার ওফাতের পর আমার জিয়ারত করল সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে দেখা করল

বদরী সাহাবী হযরত হাত্বীব ইবনে আবী বালতাআ'হ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

" من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ، ومن مات بأحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة " - وفي تاريخ البخاري " من مات في أحد الحرمين - (الدار قطني ٢٦٦٨ ، شعب الإيمان ٣/٤١٥١ ، إعلاء السنن حديث رقم ٣٠٥٣ ، أوجز المسالك ١/٣٦٤ ، تفسير الدر المنثور ١/٤٢٦ ، المواهب : ١٢/ فصل في زيارة قبره الشريف ، وفاء الوفا ٤/١٣٤٤) وجود الذهبي إسناده وقال : ومن أجودها إسنادا حديث حاطب " من رآني بعد موتي فكأنما رآني في حياتي " أخرجه ابن عساكر وغيره كما في وفاء الوفاء ، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٢٧ ، إعلاء السنن ١٠/ ٤٩٨، ٥٠٠ ، الشفاء ٨٣، كنز العمال ٥/١٢٣٧٢ باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، نيل الأوطار ٥/١٠٢، الفتح الرباني ١٣/١٨، الترغيب والترهيب : كتاب الحج ١٧٦٣، هداية السالك ١/١١٥)

যে আমার ওফাতের পর আমার জিয়ারত করল সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে দেখা করল এবং যে উভয় হারামের (মক্কা ও মদীনা) কোন এক হারামে মারা গেল সে কিয়ামতের দিন নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হয়ে উঠবে। (দারুকুত্বনী ২৬৬৮। শুআবুল ঈমান ৩/৪১৫১। ইলাউস্ সুনান ৩০৫৩। আওজাযুল মাসালিক ১/৩৬৪। আদ্দুররুল মানসূর ১/৪২৬। আলমাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়্যাহ। জুরকানী ১২খন্ড। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/১৩৪৪। ইলাউস্ সুনান ১০/৪৯৮, ৫০০। আশশিফা ৮৩। কানজুল উম্মাল ৫/১২৩৭২। নাইলুল আওত্বার ৫/১০২। আলফাতহুররাব্বানী ১৩/১৮। আততারগীব ওয়াত তারহীব ১৭৬৩। হিদায়াতুস্ সালিক ১/১১৫।)

হাদীস ঃ

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

من زارني بعد موتي فكأنما زارني وأنا حي ومن زارني كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة (شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٣٠)

যে আমার ওফাতের পর আমার জিয়ারত করল সে যেন আমার জিয়ারত করল এমন অবস্থায় যে আমি জিন্দা, যে আমার জিয়ারত করল কিয়ামত দিবসে আমি তার সাক্ষী অথবা শাফায়াতকারী। (শিফাউস্ সিকাম ৩০।)

হাদীস ঃ যে মক্কায় হজ্জ করে আমার উদ্দেশে আমার মসজিদে এল তার আমল নামায় দুটি হজ্জ মবরুর লেখা হবে

ইমাম দাইলামী রাহঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

" من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان " (أوجز المسالك ١/ ٣٦٥ ، ٣٦٦ ، وفاء الوفا ١٣٤٧/٤ ، كنز العمال ١٢٣٧٠/٥ باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، نيل الأوطار ١٠٣/٥ ، الفتح الرباني ١٩/١٣)

যে মক্কায় হজ্জ করে আমার উদ্দেশ্যে আমার মসজিদে এল তার আমল নামায় দুটি হজ্জ মবরুর লেখা হবে। (আওজাজুল মাসালিক ১/৩৬৫, ৩৬৬। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৪৭। কানজুল উম্মাল ৫/ ১২৩৭০। নাইলুল আওত্বার ৫/ ১০৩। আলফাতহুর রাব্বানী ১৩/ ১৯।)

হাদীস ঃ যে আল্লাহর রাসূলের কবর জিয়ারত করবে সে তাঁর পাশে থাকবে

ইবনে আসাকির হযরত আলী রাদিঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

" من سأل لرسول الله صلى الله عليه وسلم الدرجة والوسيلة حلت له شفاعته يوم القيامة ومن زار قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جواره " (وفاء الوفا ١٣٤٨/٤ ، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٣٣، أوجز المسالك ٣٦٦/١)

যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য মহান মর্যাদা এবং ওসিলার দোয়া করবে তার জন্য কিয়ামত দিবসে আল্লাহর রাসূলের শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং যে আল্লাহর রাসূলের কবর জিয়ারত করবে সে তাঁর পাশে থাকবে। (শিফাউস সিক্বাম ৩৩। ওয়াফাউল ওয়াফা৪/ ১৩৪৮। আওজাজুল মাসালিক ১/৩৬৬।)

হাদীস ঃ যে আমার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আসবে কিয়ামত দিবসে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে

হযরত ইয়াহয়া ইবনে হুসাইন ইবনে জা'ফর আলহুসাইনী তাঁর আখবারে মদীনা নামক গ্রন্থে হযরত বাকর ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন:

" من أتى المدينة زائرا لي وجبت له شفاعتي يوم القيامة ، ومن مات في أحد الحرمين بعث آمنا " (شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٣٤ ، إعلاء السنن ٥٠٤/١٠)

যে আমার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আসবে কিয়ামত দিবসে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং যে উভয় হারামের (মক্কা ও মদীনা) কোন এক হারামে মারা গেল সে নিরাপদ হয়ে উঠবে। (শিফাউস সিক্বাম ৩৪। ইলাউস সুনান ১০/৫০৪)

হাদীস ঃ কেউ যদি আমাকে সালাম দেয় আমি তার সালামের জবাব দেই

ইমাম বাইহাক্বী, আবুদাউদ এবং ইমাম আহমাদ সহীহ সনদে হযরত আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন :

ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي (أو علي) روحي حتى أرد عليه السلام . (البيهقي : كتاب الحج باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم ١٠٢٧٠ ، شعب الإيمان ٤١٦١/٣ ، أبو داود : كتاب المناسك ١٧٤٥ ، مسند إمام أحمد ١٠٣٩٥ ، إعلاء السنن حديث رقم ٣٠٥٦ ، تفسير الدر المنثور ٤٢٦/١ ، معرفة السنن والآثار ٢٦٨/٤ ، جلاء الأفهام : حديث رقم ١٩ ، نيل الأوطار ١٠٣/٥ ، الفتح الرباني ١٩/١٣)

যখনই কেউ আমাকে সালাম দেয় আল্লাহ আমার রুহকে আমার প্রতি ফিরিয়ে দেন যেন আমি তার সালামের জবাব দেই। (বাইহাক্বী ১০২৭০। শুআবুল ঈমান ৩/৪১৬১। আবুদাউদ ১৭৪৫। মুসনাদ ইমাম আহমাদ ১০৩৯৫। ইলাউস সুনান ৩০৫৬। আদ্দুররুল মানসূর ১/৪২৬। মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার ৪/২৬৮। জালাউল আফহাম ১৯। নাইলুল আওতার ৫/১০৩। আলফাতহুররাব্বানী ১৩/১৯।)

এই হাদীসে যদিও সালাম দেয়ার জন্য জিয়ারতে যাওয়ার প্রসংগ নাই, (ইবনে বুশরাহ হাম্বালী তাঁর আলমুগনীতে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তাতে অবশ্য 'ইন্দা ক্বাবরী' ' আমার কবরের পাশে' শব্দটি রয়েছে। ইমাম বাইহাক্বী হাদীস শরীফটিকে জিয়ারতের অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। ইমাম সুবকী (শিফাউস সিক্বাম ৩৫)সহ আইম্মায়ে কেরাম ইমাম বাইহাক্বীকে সমর্থন করেছেন।) অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টির যে কোন জায়গা থেকে সালাম দিলে সাথে সাথে আল্লাহর রাসূল তাঁর উম্মতের সালামের জবাব দেন। কিন্তু এই নিয়তে যদি কেউ রাওযা শরীফের জিয়ারতে যায় এবং সালাম দেয় তবে তা যে জায়েজ এবং অধিকতর উত্তম এর প্রমাণ পাওয়া যায় সাহাবী এবং তাবিঈনদের আমলে। বিভিন্ন সাহাবী সালাম দেয়ার জন্য রাওযা শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে সালাত ও সালাম পাঠ করেছেন এর যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে, তাঁরা ইচ্ছা করলে ঘরে বসেও সালাম দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতেন যে, ঘরে বসে সালাম দেয়া আর সামনে দাঁড়িয়ে সালাম দেয়া সমান নয়। এ কারণেই পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজে আসতে পারেননি বিধায় লোক পাঠিয়ে হুজুরের খেদমতে সালাম পৌঁছিয়েছেন, দূত রাওযা মুবারকের সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনার উমর ইবনে আব্দুল আজীজ আপনাকে সালাম দিয়েছেন। অর্থাৎ সামনে দাঁড়িয়ে সালাম দেয়ার তুলনা হতে পারেনা। সুতরাং হুজুরের পক্ষ থেকে জবাব পাওয়ার খাহেশ নিয়ে হুজুরের সামনে দাঁড়িয়ে সালাম দেয়ার নিয়তে সফর করাও যে একটি বিরাট মহৎ কাজ এর ইশারা আলোচ্য হাদীসে অবশ্যই রয়েছে। শাইখুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া সাহেব তাঁর ফাজাইলে আমাল কিতাবের ফাজাইলে দুরূদ অংশে লিখেন : মুল্লা আলী ক্বারী রাহঃ বলেন, কোন সন্দেহ নেই যে, কবরে আতহারের নিকট গিয়ে দরূদ শরীফ পড়া দূর থেকে পড়ার চেয়ে উত্তম। কেননা নিকটে গিয়ে পড়লে যে হুজুরে ক্বলব এবং খুশু খুজু হাসিল হয় দূর থেকে পড়লে তা হয়না। (ফাজাইলে আমাল ঃ ফাজাইলে দুরূদ অংশ ২০।) নিম্নের হাদীস গুলী লক্ষ্য করুন।

হাদীস ঃ যে আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে সালাম দেয় আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখেরাতের সকল অভাব পূরণ করে দিবেন

ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ হযরত আবূ হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন:

ما من عبد يسلم علي عند قبري إلا وكل الله به ملكا يبلغني ، وكفى أمر آخرته ودنياه ، وكنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة . (شعب الإيمان ٢/ ١٥٨٣، ٤١٥٦/٣ ، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٤٢، تفسير الدر المنثور ٤٢٦/١، جلاء الأفهام : حديث رقم ١٢، الوفا ١٥٥٤)

যে আমার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে সালাম দেয় আল্লাহ একজন ফেরেশতাকে দায়িত্ব দেন, সে আমার কাছে সালাম পৌঁছিয়ে দেয়, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির দুনিয়া ও আখেরাতের সকল অভাব পূরণ করে দেন এবং কিয়ামত দিবসে আমি তার সাক্ষী এবং শাফায়াতকারী হয়ে যাই। (শুআবুল ঈমান ২/ ১৫৮৩, ৩/ ৪১৫৬। শিফাউস সিক্বাম ৪২। আদ্দুররুল মানসূর ১/ ৪২৬। জালাউল আফহাম ১২। আলওয়াফা ১৫৫৪।)

হাদীসঃ যে আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দূরূদ পড়ে আমি তা শুনতে পাই

অপর একটি রেওয়ায়েতে ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন:

من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته (أو بلغته) (شعب الإيمان ٢/ ١٥٨٣، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٤٢، وفاء الوفا ١٣٥٠/٤، جلاء الأفهام : حديث رقم ١٩ ، تفسير ابن كثير ٥٢٣/٣ الخصائص الكبرى ٤٨٩/٢ ، الزرقاني على المواهب ٢٠٣/١٢ ، مجمع الأنهر ٣١٢/١ ، القول البديع ١٤٩ ، هداية السالك ١١٤/١)

যে আমার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে দুরূদ পড়ে আমি তা শুনতে পাই, এবং যে দূর থেকে দুরূদ পড়ে আমার কাছে তা পৌঁছানো হয়। (শুআবুল ঈমান ২/ ১৫৮৩। শিফাউস সিক্বাম ৪২। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৫০। জালাউল আফহাম ১৯। তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৫২৩। আলখাসাইসুল কুবরা ২/৪৮৯। জারক্বানী ১২/২০৩। মাজমাউল আনহুর ১/৩১২। আলক্বাউলুল বাদী' ১৪৯। হিদায়াতুস সালিক ১/ ১১৪)

হাদীস যে আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দূরূদ পড়ে আমি তার জবাব দেই

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

" من صلى علي عند قبري رددت عليه ، ومن صلى علي في مكان آخر بلغونيه . (وفاء الوفا ١٣٥٠/٤)

যে আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দুরূদ পড়ে আমি তার জবাব দেই এবং যে অন্য জায়গা থেকে দুরূদ পড়ে ওরা (ফেরেশতাগণ) তা আমার কাছে পৌঁছিয়ে দেন। (ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৫০।)

হাদীস ঃ যে কেবল মাত্র আমার জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই আসে, কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়

ইমাম ত্বাবারানী এবং দারুকুত্বনী হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

" من جاءني زائرا لا تعمله (أو لا تحمله / لم تنزعه) حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة " (المعجم الكبير ١٣١٤٩/١٢ ، المعجم الأوسط ٤٥٤٦ ، أوجز المسالك ٣٦٤/١ ، تفسير الدر المنثور ٤٢٥/١، القسطلاني في المواهب: فصل في زيارة قبره الشريف ، وقال : صححه ابن السكن ، الإحياء ٣٠٦/١ ، وفاء الوفا ١٣٤٠/٤، مجمع الزوائد ٢/٤ ، إعلاء السنن ٢٣١٣/٨ وقال : وفي التلخيص الحبير ٢٢١/١ : صححه أبو علي بن السكن في إيراده إياه في أثناء السنن الصحاح ، مجمع البحرين ١٨٢٨/٣ ، مجمع الأنهر ٣١٢/١ ، هداية السالك ١١٣/١، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ١٤)

যে কেবল মাত্র আমার জিয়ারতের উদ্দেশ্যেই আসে, কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়। (আলমুজামুল কাবীর ১২/১৩১৪৯। আলমুজামুল আওসাত্ব ৪৫৪৬। আওজাজুল মাসালিক ১/৩৬৪। আদ্দুররুল মানসূর ১/৪২৫। আলমাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়াহ। ইহয়াউ উলুমিদ্দীন ১/৩০৬। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/১৩৪০। মাজমাউজ্জাওয়াইদ ৪/২। ইলাউস সুনান ৮/২৩১৩। মাজমাউল বাহরাইন ৩/১৮২৮। মাজমাউল আনহুর ১/৩১২। হিদায়াতুস সালিক ১/১১৩। শিফাউস সিক্বাম ১৪।)

হাদীস ঃ যে হজ্জ্ব করল অথচ আমার জিয়ারত করলনা সে আমাকে কষ্ট দিল

দারুকুত্বনী, ইবনে হিব্বান এবং ইবনে আদী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

من حج (البيت) ولم يزرني فقد جفاني "

(رواه الدار قطني في العلل وغرائب مالك ، وابن حبان في الضعفاء وابن عدي في الكامل - تفسير الدر المنثور ٤٢٥/١، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٢٣ ، إعلاء السنن ٥٠٠/١٠ ، شرح الشفا ١٥٠/٢، وفاء الوفا ١٣٤٢/٤، كنز العمال ١٢٣٦٩/٥ باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، نيل الأوطار ١٠٢/٥، الفتح الرباني ١٩/١٣)

যে হজ্জ্ব করল অথচ আমার জিয়ারত করলনা সে আমাকে কষ্ট দিল। (আদ্দুররুল মানসূর ১/৪২৫। শিফাউস সিক্বাম ২৩। ইলাউস সুনান ১০/৫০০। শরহুশ শিফা ২/১৫০। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/১৩৪২। কানজুল উম্মাল ৫/১২৩৬৯। নাইলুল আওত্বার ৫/১০২। আলফাতহুর রাব্বানী ১৩/১৯।)

হাদীস ঃ

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন :

من زار قبري بعد موتي فكأنما زارني في حياتي ومن لم يزرني فقد جفاني (شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٣٣)

যে আমার মউতের পর আমার কবর জিয়ারত করল সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার জিয়ারত করল, এবং যে আমার জিয়ারত করলনা সে আমাকে কষ্ট দিল। (শিফাউস সিক্বাম ৩১।)

হাদীস সামর্থ থাকা স্বত্তেও যে আমার জিয়ারতে এলনা সে আমাকে কষ্ট দিল

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

من وجد سعة ولم يفد إلي فقد جفاني (. ذكره ابن فرحون في مناسكه والغزالي في الإحياء. المواهب / ١٢ فصل في زيارة قبره الشريف ، الإحياء ١/ ٣٠٦)

সামর্থ থাকা স্বত্তেও যে আমার জিয়ারতে এলনা সে আমাকে কষ্ট দিল। আলমাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়্যাহ। ইহয়া ১/৩০৬।)

হাদীস ঃ সামর্থ থাকা স্বত্তেও যে আমার জিয়ারত করলনা তার কোন অজুহাত নাই

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

" من زارني ميتا فكأنما زارني حيا ، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي يوم القيامة ، و ما من أحد من أمتي له سعة ثم لم يزرني فليس له عذر (يعتذر به في عدم زيارتي) " (أخرجه ابن النجار في تاريخ المدينة - وفاء الوفا ١٣٤٦/٤ ، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٣١ ، المواهب / ١٢ فصل في زيارة قبره الشريف ، المغني للعراقي بذيل الإحياء ١/ ٣٠٦ ، مجمع الأنهر ٣١٢/١)

যে ওফাতের পর আমার জিয়ারত করল সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে মুলাকাত করল, যে আমার কবর জিয়ারত করল কিয়ামত দিবসে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল, সামর্থ থাকা স্বত্তেও আমার উম্মতের যে আমার জিয়ারত করলনা তার কোন অজুহাত নাই। (শিফাউস সিক্বাম ৩১।ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৪৬। আলমাওয়াহিব। আলমুগনী লিল ইরাক্বী। মাজমাউল আনহুর ১/৩১২।)

হাদীস ঃ যে কেবলমাত্র আমার জিয়ারতের নিয়তেই জিয়ারত করল কিয়ামতের দিন সে আমার পাশে থাকবে

ইমাম বাইহাক্বী গং বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

من زارني متعمدا كان في جواري (أو في جوار الله) يوم القيامة ، ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ، ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة . (أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير ١٩٧٣/٤ والبيهقي في الشعب عن رجل من آل الخطاب - شعب الإيمان

٤١٥٢/٣ ، تفسير الدر المنثور ٤٢٦/١، المرقاة ٢٩/٦، الإحياء ٣٠٨/١، وفاء الوفا ١٣٤٣/٤، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٢٦ ، كنز العمال ١٢٣٧٣/٥ باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، مجمع الأنهر ٣١٢/١ ، هداية السالك ١١٥/١)

যে কেবলমাত্র আমার জিয়ারতের নিয়তেই জিয়ারত করল কিয়ামতের দিন সে আমার পাশে থাকবে, যে মদীনায় বসবাস করল এবং এর বিপদাপদে ধৈর্য ধরল কিয়ামতের দিন আমি তার সাক্ষী ও শাফায়াতকারী হব, এবং যে উভয় হারামের (মক্কা ও মদীনা) কোন এক হারামে মারা গেল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের দলভুক্ত করে উঠাবেন। (শুআবুল ঈমান ৩/৪১৫২। শিফাউস সিকাম ২৬। আদ্দুররুল মানসূর ১/৪২৬। মিরকাত ৬/২৯। ইহয়াউ উলুমিদ্দীন ১/৩০৮। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/১৩৪৩। কানজুল উম্মাল ৫/১২৩৭৩। আল্জুআযাউল কাবীর ৪/১৯৭৩। মাজমাউল আনহুর ১/৩১২। হিদায়াতুস সালিক ১/১১৫।)

হাদীস ঃ যে পূণ্য লাভের আশায় মদীনায় আমার জিয়ারত করল কিয়ামতের দিন আমি তার সাক্ষী এবং শাফায়াতকারী

ইমাম বাইহাক্বী, ইবনে আবুদ্দুনয়া গং. হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة .

(أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي - شعب الإيمان ٤١٥٧/٣ ، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٣٠ ، تفسير الدر المنثور ٤٢٦/١، الإحياء ٥٢٢/٤ ، الشفا ٨٣/٢ ، الوفا ١٥٣١، الترغيب والترهيب ، نيل الأوطار ١٠٣/٥، الفتح الرباني ١٩/١٣، فيض القدير شرح الجامع الصغير ٨٧١٦/٦)

যে পূণ্য লাভের আশায় মদীনায় আমার জিয়ারত করল কিয়ামতের দিন আমি তার সাক্ষী এবং শাফায়াতকারী। (শুআবুল ঈমান ৩/৪১৫৭। শিফাউস সিকাম ৩০। আদ্দুররুল মানসূর ১/৪২৬। ইহয়াউ উলুমিদ্দীন ৪/৫২২। আশশিফা ২/৮৩। আলওয়াফা ১৫৩১। আত তারগীব ওয়াত তারহীব। নাইলুল আওত্বার ৫/১০৩। আলফাতহুর রাব্বানী ১৩/১৯। ফাইজুলক্বাদীর শরহুল জামিইস সাগীর ৬/৮৭১৬।)

হাদীস ঃ যে পূণ্য লাভের আশায় মদীনায় আমার জিয়ারত করল কিয়ামতের দিন সে আমার পাশে থাকবে

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

من مات في أحد الحرمين بعث من الأمنين يوم القيامة ، ومن زارني محتسبا إلى المدينة كان في جواري يوم القيامة . (شعب الإيمان ٤١٥٨/٣ ، شفاء السقام في

زيارة خير الأنام ٣٠ ، المواهب : ١٢/ فصل في زيارة قبره الشريف ، الترغيب والترهيب : كتاب الحج ١٧٦٥)

যে উভয় হারামের (মক্কা ও মদীনা) কোন এক হারামে মারা গেল কিয়ামতের দিন সে নিরাপত্তাপ্রাপ্তদের দলভুক্ত হয়ে উঠবে, এবং যে পূণ্য লাভের আশায় মদীনায় আমার জিয়ারত করল কিয়ামতের দিন সে আমার পাশে থাকবে। (শুআবুল ঈমান ৩/৪১৫৮। শিফাউস সিকাম ৩০। আলমাওয়াহিব। আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ১৭৬৫।)

মনের সকল দুঃখ বেদনা প্রকাশ করার জায়গাই হচ্ছে রাওদ্বায়ে রাসূল

ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

رأيت جابرا وهو يبكى عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول : هاهنا تسكب العبرات ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة . (شعب الايمان ٣/٤١٦٣ ، تفسير الدر المنثور ١/٤٢٦)

আমি জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দেখেছি, তিনি আল্লাহর রাসূলের কবরের পাশে কাঁদছেন আর বলছেন : এখানেই সকল অশ্রু প্রবাহিত হয় (অর্থাৎ অশ্রু বিসর্জন দেয়া তথা মনের সকল দুঃখ বেদনা প্রকাশ করার জায়গাই হচ্ছে রাওদ্বায়ে রাসূল), আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি : আমার ঘর এবং মিম্বরের মধ্যবর্তী জায়গা জান্নাতের একটি বাগান। (শুআবুল ঈমান ৩/৪১৬৩। আদ্দুররুল মানসূর ১/৪২৬।)

হাদীস ঃ যারা আমার রাওদ্বা পাশে এসে সালাম দেয় আমি তাদের কথা বুঝি এবং সালামের জবাব দেই

ইমাম বাইহাক্বী, আবুদ্দুনয়া প্রং হযরত সুলাইমান বিন সাহীম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم ، قلت : يا رسول الله هؤلاء الذين يأتون فيسلمون عليك أتفقه سلامهم ؟ قال : نعم وارد عليهم . (شعب الإيمان ٣/٤١٦٥ ، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٤٣ ، تفسير الدر المنثور ١/٤٢٦ ، المواهب : ١٢/ فصل في زيارة قبره الشريف ، وفاء الوفا ٤/١٣٥١ ، القول البديع ١٥٥)

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম, আমি বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ যে সমস্ত লোক আপনার খেদমতে আসে এবং আপনাকে সালাম দেয় আপনি কি তাদের সালাম বুঝতে পারেন? হুজুর বললেন : হাঁ, আমি বুঝি এবং তাদের সালামের জবাব দেই। (শুআবুল ঈমান ৩/৪১৬৫। শিফাউস সিকাম ৪৩। আদ্দুররুল মানসূর ১/৪২৬। আলমাওয়াহিব। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/১৩৫১। আলক্বাউলুল বাদী ১৫৫।)

রাওদ্বা শরীফ থেকে সালামের জবাব শ্রবণ

আল্লামা ইমাম সাখাওয়ী রাহঃ লিখেন : হযরত ইব্রাহীম বিন শাইবান রাহঃ বলেন,

حججت فجئت المدينة فتقدمت إلى القبر الشريف فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته من داخل الحجرة يقول : وعليك السلام (القول البديع ١٥٥)

আমি হজ্জ করে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে যখন কবর শরীফের সামনে গিয়ে সালাম দেই তখন হুজরা শরীফ হতে 'ওয়া আলাইকাস্ সালাম্' শব্দ শুনতে পাই। (আলকাওলুল বাদী' ১৫৫। ফাজাইলে আমাল ঃ দরুদ শরীফ অংশ ২০।)

হাদীস ঃ যে রাওদ্বায়ে রাসূলের পাশে দাঁড়িয়ে সালাম দেয় তার কোন অভাব অপূরণ থাকেনা

ইবনে আবুদ্দুনয়া, বাইহাক্বী প্রঃ হযরত ইবনে আবু ফুদাইক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন

سمعت بعض من أدركت يقول : بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، فتلا هذه الآية " إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما " صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها سبعين مرة فأجابه ملك : صلى الله عليك يا فلان لم تسقط لك حاجة . (شعب الإيمان ٤١٦٩/٣ ، تفسير الدر المنثور ١/ ٤٢٦ ، المواهب : ١٢/ فصل في زيارة قبره الشريف ، الشفا ٢/ ٨٥ ، شرح الشفا ١٥١/٢ ، الوفا ١٥٣٣ ، وفاء الوفا ١٣٩٩/٤ ، هداية السالك ١٣٨٢/٣)

আমি যাঁদেরকে পেয়েছি, তাঁদের কাউকে আমি বলতে শুনেছি : আমাদের কাছে এমন বর্ণনা পৌঁছেছে যে, যে ব্যক্তি নবীজীর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ৭০ বার নিম্নোক্ত আয়াতটি পড়বে এবং দরূদ পড়বে " সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদ" একজন ফেরেশতা তখন জবাব দেবেন: হে অমুক আল্লাহ্ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুন, তোমার কোন অভাব অপূরণ থাকবেনা। আয়াতটি হচ্ছে :

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

(শুআবুল ঈমান ৩/৪১৬৯। আদ্দুররুল মানসুর ১/৪২৬। আলমাওয়াহিব। আশশিফা ২/৮৫। শরহুশ শিফা ২/১৫১। আলওয়াফা ১৫৩৩। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/১৩৯৯। হিদায়াতুস্ সালিক ৩/১৩৮২।)

নবীজীর জিয়ারতে প্রতিদিন ১৪০ হাজার ফেরেশতার আগমন

ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ হযরত ওয়াহব্ ইবনে মুনাব্বাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে, ইমাম ক্বাসত্বালানী ইবনে নাজ্জার থেকে এবং ইমাম পাত্তানী রাহঃ বর্ণনা করেন যে, কা'ব আহবার বলেছেন :

ما من نجم / فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفا من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت الأرض يخرج في سبعين ألفا من الملائكة يوقرونه (وفي رواية يزفونه) . (شعب الإيمان ٤١٧٠/٣ ، الإحياء ٥٢٢/٤ ، الوفا : باب في كيفية حشره ١٥٧٨، الزرقاني على المواهب ٣٧٩/٧ ، هداية السالك ١١٤/١)

প্রতি ফজরে ৭০ হাজার ফেরেশতা নাজিল হন, তাঁরা চতুর্দিক থেকে কবর শরীফ পরিবেষ্ঠন করে রাখেন, তাঁদের বাহু সমুহ ঝাপটাতে থাকেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ পাঠ করতে থাকেন, অতঃপর সন্ধ্যা হয়ে গেলে এই ফেরেশতাগণ উর্ধ গমন করেন এবং তখনই সমসংখ্যক ফেরেশতা নাজিল হন, তাঁরা ফজর পর্যন্ত পূর্ববর্তীদের ন্যায় আমল করতে থাকেন, এভাবে রোজ কিয়ামতে ৭০ হাজার ফেরেশতা পরিবেষ্ঠিত হয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর শরীফ থেকে বের হবেন। (শুআবুল ঈমান ৩/৪১৭০। ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৪/৫২২। আলওয়াফা ১৫৭৮। জারকানী ৭/৩৭৯। হিদায়াতুস্ সালিক ১/১১৪।)

আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা কামনায় কবর শরীফে ফরিয়াদ

ইমাম বাইহাক্বী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব আসসাক্বাফী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি আবু ইসহাক্ব আল-কুরাশীকে বলতে শুনেছি:

كان عندنا رجل بالمدينة إذا رأى منكرا لا يمكنه أن يغيره أتى القبر فقال :
أيا قبر النبي وصاحبيه ألا يا غوثنا لو تعلمونا. (شعب الإيمان ٤١٧٧/٣)

মদীনায় আমাদের পরিচিত একজন লোক ছিলেন, তিনি যদি কখনো এমন কোন খারাপ কাজ দেখতেন যা পরিবর্তন করার শক্তি উনার নাই তখন তিনি কবর মুবারকের সামনে গিয়ে এই বলে ফরিয়াদ করতেন :

أيا قبر النبي وصاحبيه ألا يا غوثنا لو تعلمونا

হে, আল্লাহর নবী এবং তাঁর সাথীদ্বয়ের কবর .... (শুআবুল ঈমান ৩/৪১৭৭।)

হাদীস ঃ হজ্জ, জিয়ারত, জেহাদ এবং বাইতুল মাক্বদিসে নামাজ পড়ার ফজিলত

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

من حج حجة الإسلام ، وزار قبري ، وغزا غزوة ، وصلى في بيت المقدس لم يسأل الله عز وجل فيما افترض عليه . (وفاء الوفا ١٣٤٤/٤، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٢٨ ، نيل الأوطار ١٠٣/٥، الفتح الرباني ١٩/١٣)

যে ইসলামের (ফরজ) হজ্জ আদায় করল, আমার কবর জিয়ারত করল, কোন একটি জেহাদে শরীক হল এবং বাইতুল মাক্বদিসে নামাজ পড়ল আল্লাহ তা'লা তাঁর কোন ফরজ হুকুমের ব্যাপারে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন না। (ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৪৪। শিফাউস সিক্বাম ৩০। নাইলুল আওত্বার ৫/ ১০৩। আলফাতহুর রাব্বানী ১৩/ ১৭।)

হাদীস ঃ যে আমার কবরের কাছে এসে আমার জিয়ারত করল কিয়ামতের দিন আমি তার সাক্ষী অথবা শাফায়াতকারী

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

من زارني في مماتي كان كمن زارني في حياتي ، ومن زارني حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدا أو قال شفيعا . (وفاء الوفا ١٣٤٦/٤، الضعفاء الكبير، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٣٢)

যে আমার ওফাতের পর আমার জিয়ারত করল সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল, এবং যে আমার কবরের কাছে এসে আমার জিয়ারত করল কিয়ামতের দিন আমি তার সাক্ষী অথবা শাফায়াতকারী। (ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৪৬। আদ্দুআফাউল কাবীর। শিফাউস সিক্বাম ৩২।)

আল্লাহ তোমার রাসূলের হারামে আমার মউত দাও

ইমাম বুখারী, ইমাম মালিক রাহঃ গং হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন :

اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ، واجعل موتي في بلد (أوحرم) رسولك . البخاري ١٧٥٧، موطأ ٨٧٨، فقه السنة ٥٥٣/١)

আল্লাহ তোমার পথে আমাকে শাহাদত নসীব করো এবং তোমার রাসূলের হারামে আমার মউত দাও। (বুখারী ১৭৫৭। মুয়াত্তা ৮৭৮। ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৫৩।)

হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর এই দোয়া এবং নিম্নোক্ত হাদীস সমূহ মুসলিম উম্মাহকে মদীনা শরীফ সফরে উদ্বুদ্ধ করে, কারণ মদীনা হচ্ছে মদীনাতুন্নবী। আর মদীনাতুন্নবী এবং মসজিদে নববী এক নয়।

হাদীস ঃ মদীনায় যে মৃত্যুবরণ করবে আমি তার শাফায়াতকারী এবং সাক্ষী

ইমাম বাইহাক্বী, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, আহমাদ এবং ত্বাবারানী সামীতা নাম্নী জনৈকা ইয়াতীম মহিলা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

" من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت ، فمن مات بالمدينة كنت له شفيعا وشهيدا . (شعب الإيمان ٣/ ٤١٨٦-٤١٨٢، فقه السنة ٥٥٣/١، الترمذي ٣٨٥٢ ، ابن ماجه ٣١٠٢ ، أحمد ٥١٨٠/ ٥٥٥٥ ، المرقاة ٢٧/٦، وفاء الوفا ١٣٤٢/٤،

الترغيب والترهيب : كتاب الحج ١٧٥٩/١٧٦٠/١٧٦١/١٧٦٢، الفتوحات المكية ٧٠١/٢ ، هداية السالك ١١٦/١) وفي الباب سبيعة الأسلمية وابن عمر :
যে পারে মদীনায় মৃত্যুবরণ করুক কারণ মদীনায় যে মৃত্যুবরণ করবে আমি তার শাফায়াতকারী এবং সাক্ষী হব। (শুআবুল ঈমান ৩/৪১৮৬, ৪১৮২। তিরমিযী ৩৮৫২। ইবনে মাজাহ ৩১০৩। আহমাদ ৫১৮০/৫৫৫৫। মিরকাত ৬/২৭। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/১৩৪২। আত্তারগীব ওয়াত তারহীব ১৭৫৯/৬০/৬১/৬২। আলফুতূহাতুল মাক্কিয়াহ ২/৭০১। ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৫৩। জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ১২/২৫৩। হিদায়াতুস্ সালিক ১/১১৬।)

দুই হারামের কোন এক হারামে যে মারা যায় তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব

ইমাম বাইহাক্বী হযরত সালমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

من مات في أحد الحرمين استوجب شفاعتي وجاء يوم القيامة من الآمنين (شعب الإيمان ٤١٨٠/٣ ، هداية السالك ١١٦/١ ، مجمع الزوائد ٣١٩/٢)

দুই হারামের কোন এক হারামে যে মারা যায় তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায় এবং কিয়ামতের দিন সে নিরাপদদের দলভুক্ত হয়ে উঠবে। (শুআবুল ঈমান ৩/৪১৮০। হিদায়াতুস্ সালিক ১/১১৬। মাজমাউজ্জাওয়াইদ ২/৩১৯।)

হাদীস ঃ এ জুলুম কিসের হে বেলাল? এখনো কি আমার জিয়ারতে আসার সময় হয়নি?

আল্লাহর রাসূলের ইন্তেকালের পর মুয়াজ্জিনে রাসূল হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পক্ষে নবী বিহীন মদীনাতুন্নবীতে থাকা মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। তিনি বাকী জিন্দেগী জিহাদে জিহাদে কাটিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। বাইতুল মাক্বদিস বিজিত হবার পর বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর ফারুক্ব রাদ্বিঃ'র কাছে শামে থেকে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। হযরত উমর রাদ্বিঃ অনুমতি দিলেন। সেখানে তিনি বিয়ে শাদী করেন। হযরত আবুদ্দারদা রাদ্বিঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

ان بلالا رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقوله ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أن لك أن تزورني يا بلال؟ فانتبه حزينا وجلا خائفا فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه ، فأقبل الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ، فجعل يضمهما ويقبلهما ، فقالا له : يا بلال نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذن به لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ، ففعل ، فعلا سطح المسجد ، فوقف موقفه الذي كان يقف فيه ، فلما أن قال : الله أكبر الله أكبر " ارتجت المدينة ، فلما أن قال : أشهد أن لا إله إلا الله " ازدادت رجتها ، فلما أن قال " أشهد أن محمدا رسول الله " خرجت

العواتق من خدورهن ، وقالوا : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما رؤي يوم أكثر باكيا ولا باكية بالمدينة بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك اليوم. (رواه ابن عساكر كذا في وفاء الوفا ١٣٥٧/٤، أسد الغابة ٤١٧/١ ، نيل الأوطار ١٠٣/٥، الفتح الرباني ١٣/ ١٩ ، إعلاء السنن ٢٣١٤/٨ وقال : قال التقي السبكي في شفاء السقام (٢٩) : إسناده جيد ، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٤٣-٤٦ وقال : وليس اعتمادنا في الاستدلال بهذا الحديث على رؤيا المنام فقط ، بل على فعل بلال رضي الله عنه وهو صحابي ، لا سيما في خلافة عمر رضي الله عنه ، والصحابة متوفرون ، ولا يخفى عنهم هذه القصة ، ومنام بلال ورؤياه النبي صلى الله عليه وسلم الذي لايتمثل به الشيطان ، وليس فيه ما يخالف ما ثبت في اليقظة ، فيتأكد به فعل الصحابي ٤٦ ، "درس ترمذي" عن العلامة نيموى رحمة الله عليه ، حكاية صحابة ١٤ ، فضائل حج ١٢٢)

(হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে) হযরত বেলাল রাদিঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন, আল্লাহর রাসূল তাকে বলছেন: হে বেলাল এ জুলুম (Alienation) কিসের? এখনো কি তোমার আমার জিয়ারতে আসার সময় হয়নি হে বেলাল? হযরত বেলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ভীত, সন্ত্রস্ত, দুশ্চিন্তা ভারাক্রান্ত মনে জাগ্রত হলেন, তিনি তাঁর সওয়ারীতে আরোহন করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। নবীজীর রাওজা মুবারকের সামনে এসে তাতে চেহারা মারতে মারতে কান্না শুরু করে দিলেন। তাঁকে দেখে হযরত হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু এগিয়ে এলেন, হযরত বেলাল তাঁদেরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগলেন। হাসান হুসাইন বললেন ঃ ওহে বেলাল (রাদিঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় মসজিদে নববীতে আপনি যে আজান দিতেন আমরা আপনার ঐ আজান শুনতে চাই। হযরত বেলাল হাসান হুসাইনের অনুরুধ ফেলতে পারলেননা, তিনি মসজিদের ছাঁদের ঐ স্থানে আরোহন করলেন যেখানে তিনি (হুজুরের জীবদ্দশায় আজান দেয়ার জন্য) দাঁড়াতেন। যখন তিনি বললেনঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, মদীনা জুড়ে কম্পন (শোকের রোল) শুরু হয়ে গেল। আবার যখন বললেন : আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মদীনার কম্পন আরো বেড়ে গেল। যখন বললেনঃ আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, পর্দানশীন মহিলারাও (মদীনার অলিতে গলিতে) বেরিয়ে পড়লেন, তাঁরা সবাই বলতে লাগলেন : আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূণরায় তাশরীফ এনেছেন। আল্লাহর রাসূলের পরে মদীনায় ঐ দিনের চেয়ে বেশী রোদন কারী কিংবা রোদনকারিনী আর দেখা যায় নাই। (ইবনু আসাকিরের বর্ণনা, ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৫৭। উসদুল গ্বাবাহ ১/ ৪১৭। নাইলুল আওত্বার ৫/ ১০৩। আলফাতহুর রাব্বানী ১৩/ ১৯। ইলাউস্ সুনান ৮/২৩১৪। শিফাউস সিক্বাম ৪৩-৪৬। হাশিয়ায়ে দরসে তিরমিযী। হেকায়াতে ছাহাবা ১৪। ফাজাইলে হজ্জ ১২২।)

হাদীস ঃ উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রাদিঃ কতৃক লোক পাঠিয়ে সালাম প্রদান

ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ বর্ণনা করেন:

رُوي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان يبرد البريد من الشام يقول : سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم . (البيهقى في شعب الإيمان ٤١٦٦/٣-٤١٦٧، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٤٦ ، تفسير الدر المنثور ٤٢٦/١، الشفا ٨٥)

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রাদিঃ'র ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি শাম থেকে এই বলে (মদীনায়) দূত পাঠাতেন : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে আমার সালাম পৌঁছিয়ে এসো। (শুআবুল ঈমান ৩/৪১৬৬, ৬৭। আদ্দুররুল মানসূর ১/৪২৬। আশশিফা ৮৫।)

শাইখুল ইসলাম ইমাম সুবকী রাহঃ বলেন:

فسفر بلال في زمن صدر الصحابة ورسول عمر بن عبد العزيز في زمن صدر التابعين من الشام إلى المدينة لم يكن إلا للزيارة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن الباعث على السفر غير ذلك ، لا من أمر الدنيا ولا من أمر الدين ، لا من قصد المسجد ولا من غيره ، وإنما قلنا ذلك لئلا يقول بعض من لا علم له ان السفر لمجرد الزيارة ليس بسنة (شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٤٦)

শাম থেকে মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে হযরত বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সফর ছিল সদরে সাহাবায়ে কেরামের যুগে (উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফত আমলে) এবং উমর বিন আব্দুল আজীজ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দূত প্রেরণ ছিল সদরে তাবিঈনদের যুগে, একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জিয়ারত এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সালাম জানানো। অন্য কোন কারণ ছিলনা। না পার্থিব আর না ধর্মীয়। না মসজিদের নিয়তে আর না অন্য কোন নিয়তে। একথা গুলো এজন্যেই বললাম যাতে কোন জ্ঞানহীন (মূর্খ) এমন কথা বলতে না পারে যে, কেবলমাত্র জিয়ারতের নিয়তে সফর করা খেলাফে সুন্নাত।। (শিফাউস সিক্বাম ৪৬।)

আসসামহূদী রাহঃ বলেন :

قد استفاض ذلك عن عمر بن عبد العزيز ، وذلك في زمن صدر التابعين . (وفاء الوفا ١٣٥٧/٤ ، إعلاء السنن ٥٠٦/١٠)

উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রাদিঃ'র এই ঘটনা সর্বজন বিদিত ছিল, আর তা ছিল সদরে তাবিঈনদের যুগে। (ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৫৭। ইলাউস সুনান ১০/৫০৬।)

মাওলানা জফর আহমদ উসমানী বলেন :

عمر بن عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين المهديين على ما نص عليه أكابر العلماء من التابعين ، وكان يبرد البريد من الشام إلى المدينة للتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فثبت بفعله جواز شد الرحال لذلك . قال الشيخ : إن رحيل البريد هذا لم يكن للصلاة في المسجد النبوي كما لا يخفى ، وإلا لم يسكت الرواة عن ذكرها ، ولا فرق بين تبليغ السلام وبين الخطاب بالسلام بنفسه ، بل الثاني أقرب إلى الضرورة ، لأنه عمل لنفسه ، وقد فعله التابعي الكبير ولم ينكر

النكير عليه ، فهو حجة على ابن تيمية وأتباعه الذين منعوا شد الرحال لأجل السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبره الكريم . (، إعلاء السنن ٥٠٦/١٠)

শীর্ষস্থানীয় তাবেঈ উলামায়ে কেরামের মতানুসারে হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজীজ রাদিঃ পঞ্চম খলিফায়ে রাশেদ, তিনি শাম (সিরিয়া) থেকে মদীনায় লোক পাঠাতেন নবীজীকে সালাম জানানোর জন্য। সুতরাং তাঁর এই কাজে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, জিয়ারত ও সালাত-সালাম দেয়ার উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ। শাইখ (মাওলানা আশরাফ আলী থানবী) বলেন: প্রকাশ থাকে যে, শাম থেকে মদীনায় লোক পাঠানো মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে ছিলনা, নতুবা বর্ণনাকারীগণ এ ব্যাপারে নীরব থাকতেন না. আর অন্যকে পাঠিয়ে সালাম পৌঁছানো এবং নিজে এসে সালাম দেয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, বরং দ্বিতীয় অবস্থা অধিক উত্তম, কেননা এটা নিজের আমল। আর এই কাজটি করেছেন একজন মহান তাবেঈ, কেউ এটাকে মন্দ বলেন নাই, সুতরাং ইহা ইবনে তাইমিয়া এবং তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যারা নবীজীকে সালাম দেয়া এবং তাঁর কবরে মুকাররাম জিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করাকে নিষেধ করেন। (ইলাউস সুনান ১০/৫০৬।)

হযরত উমর রাদিঃ কর্তৃক নবীজীর কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর

روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما صالح أهل بيت المقدس وقدم عليه كعب الأحبار وأسلم وفرح بإسلامه قال له : هل لك أن تسير معي إلى المدينة وتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتتمتع بزيارته؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين أنا أفعل ذلك . ولما قدم عمر المدينة كان أول ما بدأ بالمسجد وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم . (شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٤٧ ، وفاء الوفا ١٣٥٧/٤ ، إعلاء السنن ١٠ / ٥٠٧)

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিঃ থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন বাইতুল মাক্বদিসবাসীগণ সন্ধি করল এবং কাব' আহবার হযরত উমরের খেদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করল তখন তিনি ক'াব আহবারকে বললেন: তুমি কি আমার সাথে মদীনায় যেয়ে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর জিয়ারত করতে রাজী আছো? কা'ব বললেন: হ্যাঁ, আমীরুল মুমিনীন, আমি রাজী আছি। উমর রাদিঃ যখন মদীনায় আগমন করলেন তখন প্রথমেই মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে সালাম জানালেন। (শিফাউস সিক্বাম ৪৭। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৫৭। ইলাউস্ সুনান ১০/৫০৭।)

হাদীস ঃ রাসূলে পাকের জিয়ারতে হযরত ঈসা আলাইহিমাস্ সালাম

তাফসীরে রুহুল মাআনীতে আল্লামা আলূসী রাহঃ মুসনাদে আবী ইয়ালা' র বরাতে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

والذي نفسي بيده لينزلن عيسى ابن مريم ثم لئن قام على قبري وقال يا محمد لأجيبنه (روح المعاني ٢١٤/١١)

যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, অবশ্যই ঈসা ইবনে মারয়াম নাজিল হবেন, অতঃপর তিনি যখন আমার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে 'ইয়া মুহাম্মাদ' বলে আমাকে ডাক দিবেন তখন আমি তাঁর জবাব দেব। (তাফসীরে রূহুল মাআনী ১১/২১৪।)

তিনি ইবনে আদী'র বরাতে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরেকটি হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رأينا بردا ويدا ، فقلنا يا رسول الله ما هذا البرد الذي رأينا واليد؟ قال : قد رأيتموه ؟ قالوا : نعم قال : ذلك عيسى ابن مريم سلم علي . (روح المعاني ٢٢٨/١١)

আমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বসেছিলাম এমন সময় আমরা একটি জুব্বা বা চাদর এবং একটি হাত দেখতে পেলাম। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম : আমাদের দেখা এই চাদর এবং হাত কিসের ইয়া রাসূলাল্লাহ? হুজুর বললেন: তোমরা কি দেখে ফেলেছ? সবাই বললেন: হ্যাঁ আমরা দেখেছি। হুজুর বললেন: ঈসা ইবনে মারয়াম আমাকে সালাম করতে এসেছিলেন। (রুহুল মাআনী ১১/২২৮।)

কেউ বলতে পারেন তখন তো নবীজী জিন্দা ছিলেন! আমি বলছি এখনো তো নবীজী জিন্দা আছেন।

মদীনাতুন্নবীর উদ্দেশ্যে সফর করা স্বয়ং নবীজীর কাম্য

ইমাম মুসলিম, ইমাম মালিক, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আহমাদ গং হযরত আবূ হুরাইরাহ রাদিঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر (مسلم ٢٤٣٧ ، الترمذي ٣٣٧٦ ، موطأ ١٣٧٥ ، أحمد ٨٠٢٣)

বাগানে যখন প্রথম ফল দেখা দিত লোকেরা তা আল্লাহর রাসূলের খেদমতে নিয়ে আসত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেগুলী নিয়ে দোয়া করতেন :" হে আল্লাহ আমাদের ফল ফসলে বরকত দাও, আমাদের মদীনায় বরকত দাও, আর বরকত দাও আমাদের সা' ও মুদ্দে (বাটখারায়), হে আল্লাহ ইবরাহীম আপনার বান্দা, আপনার বন্ধু এবং আপনার নবী, আর আমিও আপনার বান্দা ও নবী, তিনি দোয়া করেছিলেন মক্কার জন্য আর আমি দোয়া করছি মদীনার জন্য, সেই দোয়া যা তিনি করেছিলেন মক্কার জন্য এবং তার সাথে অনুরূপ আরেকবার। আবু হুরাইরাহ রাদ্বিঃ বলেন: অতঃপর আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত সর্বকনিষ্ঠ বাচ্চাকে ডেকে ফলগুলী দিয়ে দিতেন। (*মুসলিম ২৪৩৭। তিরমিযী ৩৩৭৬। মুয়াত্তা ১৩৭৫। আহমাদ ৮০২৩।)*

প্রামাণ্য
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফের জন্য হযরত ইবরাহীম আঃ এর দ্বিগুন দোয়া করেছেন। ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম মক্কার জন্য যেসব দোয়া করেছিলেন তন্মধ্যে একটি দোয়া হচ্ছে

" ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون " (سورة إبراهيم ٣٧)

হে আমাদের পালনকর্তা! আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন একটি উপত্যাকায় রেখে গেলাম, হে আমার পালনকর্তা যেন তারা নামাজ কায়েম রাখে। অতএব আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রিজিক্ব দান করুন, সম্ভবতঃ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। (সুরা ইবরাহীম ৩৭।)

সুতরাং ইবরাহীম আঃ মক্কা শরীফের জন্য দোয়া করেছেন যাতে মক্কাবাসী ইসমাঈল আঃ এর প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হয় এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সফর করে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মদীনা শরীফের জন্য সমান দোয়া করেন যেন মদীনাবাসী সরওয়ারে কায়েনাতের প্রতি মানুষের মন আকৃষ্ট হয় এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সফর করে।

হাফিজ ইবনে কাসীর রাহঃ বলেন:

فبفضل دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما زال الناس يقصدون مكة ويشدون رحالهم إليها من قديم الزمان إلى يومنا هذا

ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম এর দোয়ার বদৌলতে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে মক্কার উদ্দেশ্যে মানুষের সফর অব্যাহত রয়েছে। (তাফসীরে ইবনে কাসীর।)

অনুরুপভাবে আল্লাহর রাসূলের দোয়ার বদৌলতে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যুগ যুগ ধরে মদীনা মুনাওয়ারার উদ্দেশ্যে মানুষের সফর অব্যাহত রয়েছে এবং সুদুর ভবিষ্যত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, কোন ফতোয়া নবীপ্রেমিকদেরকে কস্মিনকালেও রুখতে পারবেনা ইনশাআল্লাহ।

জমহুরের দলীল ঃ ক্ববর শরীফের ওসিলা নিয়ে ইস্তেসক্বা

ইমাম দারিমী রাহঃ হযরত আবুল জাওজা আউস ইবনে আব্দুল্লাহ রাহঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق (الدارمي ٩٢ ، الوفا ١٥٣٤ الباب التاسع والثلاثون في الاستسقاء بقبره صلى الله عليه وسلم)

একবার মদীনায় খুবই অনাবৃষ্টি দেখা দিল। লোকজন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার কাছে ফরিয়াদী হল, হযরত আয়েশা রাদ্বিঃ বললেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এর কবরের উপর দিকে এমন একটি ছিদ্র করে দাও যাতে আকাশ আর কবরের মাঝে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে। তাই করা হল। অতঃপর এমন বৃষ্টি হল যে, প্রচুর ঘাস জন্মাল এবং উট সমুহ খুব মোটা তাজা হল যার কারণে এই বছরকে বলা হয় আমুল ফাতক্ব। (দারিমী ৯২। আলওয়াফা ঃ বাবুল ইসতিস্কা বিক্বাবরিহী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৫৩৪।)

এই হাদীস থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, বিপদাপদে হুজুরে পাকের কবরের ওসিলা নিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন। সুতরাং এ উম্মাতকে মদীনাওয়ালার দরবারে হাজিরী দেয়ার জন্য দূর দুরান্ত থেকে সফর করতেই হবে। নিম্নে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশ্ব বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের কিছু মতামত লিপিবদ্ধ করা হল।

আইম্মায়ে কেরামের অভিমত

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহঃ'র অভিমত

বুখারী শরীফের বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহঃ বলেন:

واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها ، فقال أبو محمد الجويني : يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا الحديث ، وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة ، والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم ، وأجابوا عن الحديث بأجوبة ، منها :

١- أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز

٢- ومنها أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به

٣- ومنها أن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة ، بدليل حديث رواه أحمد من طريق شهر بن حوشب قال : سمعت أبا سعيد وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي "

٤- ومنها أن المراد قصدها بالاعتكاف

الحاصل أنهم (الجمهور) ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية

قال بعض المحققين : قوله " إلا إلى ثلاثة مساجد" المستثنى منه محذوف ، فأما أن يقدر عاما فيصير : لا تشد الرحال إلى مكان في أي أمر كان إلا إلى الثلاثة ، أو أخص من ذلك ، لا سبيل إلى الأول لافضائه إلى سد باب السفر للتجارة وصلة الرحم وطلب العلم وغيرها فتعين الثاني ، والأولى أن يقدر ما هو أكثر مناسبة وهو : لا تشد الرحال إلى مسجد للصلاة فيه إلا إلى الثلاثة ، فيبطل بذلك قول من منع شد الرحال إلى زيارة القبر الشريف وغيره من قبور الصالحين . (بالاختصار - فتح الباري شرح صحيح البخاري ٣/٨٣-٨٥)

তিন মসজিদ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে সফর যেমন জীবিত অথবা মৃত নেককারদের জিয়ারত এবং নামাজ আদায় ও তাবাররুক হাসিলের উদ্দেশ্যে ফজিলতওয়ালা স্থানের উদ্দেশ্যে সফর জায়েজ কি না এনিয়ে মতবিরোধ হয়েছে। শাইখ আবু মুহাম্মাদ আলজুওয়াইনী বলেন: জাহিরে হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে তিন মসজিদ ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম। ক্বাযী হুসাইন, আয়ায, সহ কতিপয় আলেম এই মতকেই গ্রহণ করেছেন। ইমামুল হারামাইন গং শাফী মাজহাবের ইমামগণের কাছে শুদ্ধ মত হল এই ধরনের সফর হারাম নয়। তাঁরা লা তুশাদ্দুর রিহাল হাদীসের কতিপয় জবাব দিয়েছেন। তন্মধ্যে ঃ

১। হাদীসের মর্ম হল, পরিপূর্ণ ফজিলত একমাত্র তিন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের মধ্যেই নিহিত , অন্য মসজিদের বেলায় যা কেবল জায়েজ। (দলীল হল শাহর থেকে বর্ণিত হাদীস।)

২। নিষেধাজ্ঞাটি ঐ লোকটির বেলায় প্রযোজ্য যে তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে নামাজ পড়ার মান্নত করেছে। যা পূর্ণ করা ওয়াজিব নয়।

৩। এখানে কেবলমাত্র মসজিদের হুকুম এবং নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা নাজায়েজ। দলীল হল হযরত শাহর থেকে ইমাম আহমাদ রাহঃ বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন: আবু সাঈদ খুদরী রাদি:'র কাছে তুর (মসজিদে) নামাজ আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন মসজিদে হারাম, মসজিদে আক্বসা এবং আমার এই মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ নয়।'

৪। হাদীসের মর্ম হল ই'তিকাফের নিয়তে সফর করা।

মোদ্দা কথা হল জমহুর আইম্মায়ে কেরাম ইবনে তাইমিয়াকে দায়ী করেছেন সাইয়িদুনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর জিয়ারতের নিয়তে সফর করা হারাম বলার কারণে। এটা হচ্ছে ইবনে তাইমিয়া থেকে বর্ণিত অন্যতম একটি নিকৃষ্ট মাসায়েল।

কতিপয় মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম বলেছেন: আল্লাহর রাসূলের বাণী ' তবে তিন মসজিদের উদ্দেশ্যে' এখানে মুস্তাসনা মিনহু উহ্য। সুতরাং হয়তো এটাকে সাধারণ ধরে নেয়া হবে তখন অর্থ হবে 'তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থানের নিয়তে যে কোন উদ্দেশ্যে সফর করা নাজায়েজ। অথবা মুস্তাসনা মিনহু খাস ধরা হবে। প্রথম অর্থ নেয়ার কোন উপায় নেই কারণ তাহলে ব্যবসা বানিজ্য, আত্মীয়তা, তলবে ইলম ইত্যাদি কারণে সফরের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং দ্বিতীয়টি নির্ধারিত হয়ে গেল। এবং উত্তম পন্থা এটাই যে, এমন মুসতাসনা মিনহু ধরতে হবে যা (মুস্তাসনার সাথে) অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর তা হল : তিন মসজিদ ছাড়া অন্য

কোন মসজিদে নামাজ পড়ার নিয়তে সফর করা হবেনা। এতে করে যারা কবর শরীফ এবং নেককারদের কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর নিষেধ করে তাদের দাবী বাতিল বলে সাব্যস্ত হল। (ফাতহুল বারী ৩/৮৩-৮৫।)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম ক্বাসত্বাল্লানী রাহঃ'র অভিমত

বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম শিহাব উদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ বিন মুহাম্মাদ শাফী ক্বাসত্বাল্লানী রাহঃ বলেন :

" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " الاستثناء مفرغ والتقدير : لا تشد الرحال إلى موضع ، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها ، كزيارة صالح أو قريب أو صاحب ، أو طلب علم أو تجارة ، أو نزعة . لأن المستثنى منه في المفرغ يقدر بأعم العام . لكن المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص ، وهو المسجد كما تقدم تقديره .

.... واختلف في شد الرحال إلى غيرها ، كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا ، وإلى المواضع الفاضلة للصلاة فيها والتبرك بها .

فقال أبو محمد الجويني : يحرم عملا بظاهر هذا الحديث ، واختاره القاضي حسين ، وقال به القاضي عياض وطائفة .

والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية الجواز ، وخصوا النهي بمن نذر الصلاة في غير الثلاثة ، وأما قصد غيرها لغير ذلك ، كالزيارة فلا يدخل في النهي . (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ، الجزء الرابع ، شرح حديث رقم ١١٩٧)

হাদীস 'লা তুশাদ্দুর রিহালু ইল্লা ইলা ছালাছাতি মাসাজিদ'' সফর করা হবেনা তবে শুধুমাত্র তিন মসজিদের উদ্দেশ্যে'' এখানে ইস্তিসনা মুফাররাগ। যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, এই তিন মসজিদ ছাড়া কোন স্থানের উদ্দেশ্যেই সফর করা হবেনা, যেমন কোন বুজুর্গ, আত্মীয়, বন্ধু বান্ধবের জিয়ারত অথবা তলবে ইলম কিংবা ব্যবসা বানিজ্য, জেহাদ ইত্যাদীর জন্য। কারণ ইস্তিসনা যদি মুফাররাগ হয় তাহলে মুস্তাসনা মিনহু আম হয়। কিন্তু এখানে মুস্তাসনা মিনহু খাস, আর তা হচ্ছে মসজিদ, যেমন ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

তিন মসজিদ ছাড়া অন্য স্থানের উদ্দেশ্যে যেমন জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় নেককারদের জিয়ারত অথবা ফজিলত পূর্ণ স্থানে নামাজ ও ইবাদতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ কি না এব্যাপারে কিছুটা মতবিরোধ হয়েছে। আবু মুহাম্মাদ আল্‌জুওয়াইনী বলেন: জাহিরে হাদীসের উপর আমল করতে গিয়ে এই ধরনের সফর হারাম। ক্বাযী হুসাইন, ক্বাযী আয়ায সহ কতিপয় আলেম এই মতকেই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইমামুল হারামাইন সহ শাফী মাজহাবের অন্যান্য ইমামদের বিশুদ্ধ মতে ইহা জায়েজ। তাঁরা এই তিন মসজিদ ছাড়া অন্যত্র নামাজ মান্নত করাকে নিষেধ মনে করেছেন, জিয়ারত ইত্যাদী এই নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। (ইরশাদুস্ সারী শরহে সহীহ বুখারী ৪/ ১১৯৭।)

আলমাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়ায় তিনি বলেন:

اعلم أن زيارة قبره الشريف من أعظم القربات ، وأرجى الطاعات ، والسبيل إلى أعلى الدرجات ، ومن اعتقد غير هذا فقد انخلع من ربقة الإسلام ، وخالف الله ورسوله وجماعة العلماء الأعلام . وقد أطلق بعض المالكية ، وهو أبو عمران الفاسي ، كما ذكره في المدخل عن تهذيب الطالب لعبد الحق ، أنها واجبة ، قال : لعله أراد وجوب السنن المؤكدة.

وقال : وقد أجمع المسلمون على استحباب زيارة القبور ، كما حكاه النووي ، وأوجبها الظاهرية ، فزيارته صلى الله عليه وسلم مطلوبة بالعموم والخصوص لما سبق ، ولأن زيارة القبور تعظيم ، وتعظيمه صلى الله عليه وسلم واجب . (المواهب : ١٢/ فصل في زيارة قبره الشريف)

وقال : وللشيخ تقي الدين ابن تيمية هنا كلام شنيع عجيب ، يتضمن منع شد الرحال للزيارة النبوية المحمدية ، وأنه ليس من القرب ، بل بضد ذلك . (المواهب : ١٢/ فصل في زيارة قبره الشريف)

জেনে রাখুন কবর শরীফের জিয়ারত একটি উত্তম ইবাদত এবং মর্যাদা হাসিলের একটি মহান মাধ্যম। যে এর বিপরীত বিশ্বাস রাখে সে ইসলামের গন্ডী থেকে বেরিয়ে গেল এবং আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল ও প্রখ্যাত উলামায়ে কেরামদের বিরোধিতা করল। মালিকী মাজহাবের আবু ইমরান আলফাসী'র মতে আল্লাহর রাসূলের কবর শরীফ জিয়ারত ওয়াজিব।

তিনি (ইমাম ক্বাসত্বালানী) বলেন : কবর জিয়ারত মুস্তাহাব এর উপর মুসলমানদের ইজমা হয়েছে। ইমাম নববী এই ইজমার কথা বর্ণনা করেছেন। জাহিরিয়্যাহগণ ওয়াজিব বলেছেন। সুতরাং আল্লাহর রাসূলের জিয়ারত আম, খাস সর্বাবস্থায়ই কাম্য। এর আরেকটি কারণ হল কবর জিয়ারত হচ্ছে তাজীম, আর আল্লাহর রাসূলের তাজীম হচ্ছে ওয়াজিব। (সূরা ফাতহ : ৯ দ্রষ্টব্য)

তিনি আরো বলেন: এই ব্যাপারে শাইখ তক্বী উদ্দীন ইবনে তাইমিয়ার নেহাত আপত্তিকর আজব কিছু কথা আছে, যাতে রয়েছে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর নিষেধ এবং ইহা কোন ইবাদত নয় বরং তার বিপরীত এমন কিছু কথা। (আলমাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়্যাহ ঃ জিয়ারতে কবর শরীফ অধ্যায়।)

হাফিজ জাইনুদ্দীন এবং ইবনে রাজাব হাম্বালীর মুনাজারা

ইমাম ক্বাসত্বালানী রাহ : তাঁর আলমাওয়াহিবে বলেন:

وحكى الشيخ ولي الدين العراقي ، أن والده (الحافظ زين الدين عبد الرحيم) كان معادلا للشيخ زين الدين عبد الرحمن بن رجب الدمشقي (الحنبلي) في التوجه إلى بلد الخليل عليه السلام ، فلما دنا (ابن رجب) من البلد قال : نويت الصلاة في مسجد الخليل ، ليحترز عن شد الرحال لزيارته على طريقة شيخ الحنابلة ابن

تيمية ، (قال زين الدين عبد الرحيم والد الولي) فقلت: نويت زيارة قبر الخليل عليه السلام ، ثم قلتُ : أما أنت فقد خالفت النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه قال : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " وقد شددتَ الرحل إلى مسجد رابع ، وأما أنا فاتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه قال : زوروا القبور " أفقال : إلا قبور الأنبياء؟ فبهت . (المواهب : ١٢/ فصل في زيارة قبره الشريف)

শাইখ ওয়ালি উদ্দীন ইরাক্বী রাহঃ বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতা হাফিজ জাইনুদ্দীন আব্দুর রাহীম রাহঃ শাইখ জাইনুদ্দীন আব্দুর রাহমান ইবনে রাজাব দামেশকী, হাম্বালী রাহঃ এর সাথে হযরত ইবরাহীম আঃ এর শহরে যাচ্ছিলেন। হযরত ইবনে রজব যখন শহরের কাছাকাছি পৌছলেন তখন শাইখে হানাবিলা ইবনে তাইমিয়া'র অনুসৃত নীতি মুতাবেক ইবরাহীম আঃ এর জিয়ারতের নিয়তে সফর থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে বললেন: আমি মসজিদে খলীলে নামাজের নিয়ত করলাম। তখন জাইনুদ্দীন আব্দুর রহীম বললেন: আমি ইবরাহীম আঃ এর কবর জিয়ারতের নিয়ত করলাম। অতঃপর ইবনে রজব হাম্বালীকে বললাম: আপনি আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরোধিতা করেছেন, যেহেতু তিনি বলেছেন: সফর করা হবেনা তিন মসজিদ ব্যতীত' অথচ আপনি সফর করেছেন চতুর্থ একটি মসজিদের উদ্দেশ্যে। পক্ষান্তরে আমি আল্লাহর নবীর অনুসরণ করেছি, তিনি বলেছেন ' তোমরা কবর জিয়ারত করো।' আল্লাহর রাসূল কি এমন কথা বলেছেন যে, কবর জিয়ারত করো তবে আম্বিয়ায়ে কেরামের কবর ব্যতীত? তখন ইবনে রাজাব নিরুত্তর হয়ে গেলেন। (আলমাওয়াহিব)

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনীর অভিমত

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহ: " لا تشد الرحال "' লা তুশাদ্দুর রিহাল' হাদীসের তরজমাতুল বাব " باب فضل الصلاة في مسجد مكة و المدينة " মক্কা ও মদীনার মসজিদে নামাজ পড়ার ফজিলত অধ্যায় সম্পর্কে বলেনঃ

فإن قلتَ ليس في الحديث لفظ الصلاة ، قلتُ المراد من الرحلة إلى المساجد قصد الصلاة فيها (قلتُ : فعلم من ذلك – أي من ترجمة الباب - مراد الإمام البخاري رحمه الله)

যদি বলেন যে, হাদীস শরীফে সালাত বা নামাজ শব্দ নাই তবে আমি বলব যে, মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের অর্থই হচ্ছে সেখানে নামাজ পড়া। (সুতরাং তরজমাতুল বাব থেকে ইমাম বুখারী রাহঃ'র মতও জানা গেল।)

আল্লামা আইনী রাহঃ বলেন:

شد الرحل كناية عن السفر لأنه لازم للسفر ، والاستثناء مفرغ ، فتقدير الكلام " لا تشد الرحال إلى موضع أو مكان " فإن قيل : فعلى هذا يلزم أن لا يجوز السفر إلى مكان غير المستثنى ، حتى لا يجوز السفر لزيارة إبراهيم الخليل صلوات الله

تعالى وسلامه عليه ونحوه ، لأن المستثنى منه في المفرغ لا بد أن يقدر أعم العام ، وأجيب بأن المراد بأعم العام ما يناسب المستثنى نوعا ووصفا ، كما إذا قلت : ما رأيت إلا زيدا كان تقديره ما رأيت رجلا أو أحدا إلا زيدا ، لا ما رأيت شيئا أو حيوانا إلا زيدا ، فهنا تقديره " لا تشد إلى مسجد إلا إلى ثلاثة .

وقال : وقال القاضي عياض وأبو محمد الجويني من الشافعية أنه يحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة لمقتضى النهي ، وقال النووي وهو غلط ، والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين أنه لا يحرم ولا يكره .

وقال : قال شيخنا زين الدين (العراقي) من أحسن محامل هذا الحديث أن المراد منه حكم المساجد فقط ، وأنه لا يشد الرحل إلى مسجد من المساجد غير هذه الثلاثة ، فأما قصد غير المساجد من الرحلة في طلب العلم وفي التجارة والتنزه وزيارة الصالحين والمشاهد وزيارة الإخوان ونحو ذلك فليس داخلا في النهي ، وقد ورد ذلك مصرحا به في بعض طرق الحديث في مسند أحمد " لا ينبغي للمطي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا . (عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، الجزء السابع ، صفحة ٢٥١ – ٢٥٤)

সারসংক্ষেপ ঃ এখানে ইস্তেসনা মুফাররাগ এই ভিত্তিতে মুস্তাসনা অর্থাৎ তিন মসজিদ ছাড়া অন্য সকল সফর নাজায়েজ সাব্যস্ত হয়। এতে করে ইবরাহীম আঃ এর জিয়ারতও নাজায়েজ হয়ে যায়। কারণ মুস্তাসনা মিনহু মুফাররাগ হলে সেটা আম হয়। জবাব হল এক্ষেত্রে মুস্তাসনাটি মুস্তাসনা মিনহুর সমশ্রেণী এবং সমবৈশিষ্টের হয়ে থাকে। যেমন যদি বলেন: আমি দেখি নাই জায়েদ ব্যতীত, এর মর্ম হল ' আমি দেখি নাই কোন পুরুষ অথবা কোন ব্যক্তি জায়েদ ব্যতীত।' এমন নয় যে, 'আমি দেখি নাই কিছুই কিংবা কোন প্রাণী জায়েদ ব্যতীত।' সুতরাং এখানে লা তুশাদ্দুর রিহাল হাদীসের মর্ম হল ' তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা হবেনা'।

শাফী মাজহাবের ক্বাযী আয়াজ এবং আবু মুহাম্মাদ আলজুওয়াইনী বলেন, তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম। ইমাম নববী বলেন, এই মতটি ভুল বরং আমাদের শাফী মাজহাবের উলামায়ে কেরামের কাছে বিশুদ্ধমত হল এই সফর হারাম কিংবা মকরূহ নয়, ইমামুল হারামাইনও এই মতকে গ্রহণ করেছেন।

আমাদের শাইখ জাইনুদ্দীন রাহঃ বলেন: এই হাদীসের উত্তম সমাধান হল এখানে শুধুমাত্র মসজিদের হুকুম, এবং এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ নয়, মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন উদ্দেশ্যে সফর নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই মর্মে একটি হাদীসও রয়েছে '' মসজিদে হারাম, মসজিদে আক্সা এবং আমার এই মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ নয়।' (উমদাতুল ক্বারী শরহে সহীহ বুখারী ৭/২৫১-২৫৪।)

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম নববীর অভিমত

মুসলিম শরীফের বিশ্ববিখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম নববী রাহঃ বলেন:

اختلف العلماء في شد الرحال وإعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة ، كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك . فقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا هو حرام ، وهو الذي أشار إليه القاضي عياض إلى اختياره ، والصحيح عند أصحابنا وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره ، قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة (شرح مسلم : كتاب الحج ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره)

وقال : وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال إليها ، لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها ، وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا يحرم شد الرحال إلى غيرها وهو غلط . (شرح مسلم ، كتاب الحج : باب فضل المساجد الثلاثة ، نيل الأوطار ١٠٣/٥)

তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন স্থান যেমন নেককারদের কবর জিয়ারত এবং ফজিলতওয়ালা কোন স্থানের উদ্দেশ্যে সফর জায়েজ কি না এব্যাপারে উলামায়ে কেরাম মতবিরোধ করেছেন, আমাদের উলামায়ে কেরামদের মধ্যে শাইখ আবূ মুহাম্মাদ আলজুওয়াইনী বলেছেন ইহা হারাম, ক্বাযী আয়ায রাহঃও এই মত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আমাদের উলামায়ে কেরামদের কাছে বিশুদ্ধ মত হচ্ছে ইহা হারামও নয় এমনকি মকরূহও নয়। ইমামুল হারামাইন গং মুহাক্কিকগণও এই মতকেই গ্রহণ করেছেন। তারা বলেছেন: হাদীসের মর্ম হল পরিপূর্ণ ফজিলত কেবলমাত্র বিশেষভাবে এই তিন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরেই নিহিত রয়েছে। অন্যত্র বলেছেন: এই হাদীসে অত্র তিন মসজিদের ফজিলত এবং এর উদ্দেশ্যে সফর করার ফজিলতের বর্ণনা রয়েছে। কেননা জমহুর উলামায়ে কেরামের কাছে হাদীসের অর্থ হল এই তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের মধ্যে কোন ফজিলত নেই। আমাদের মাজহাবের আবু মুহাম্মাদ আলজুওয়াইনী বলেছেন তিন মসজিদ ব্যতীত সফর হারাম কিন্তু ইহা ঠিক নয়। (শরহে মুসলিম। নাইলুল আওত্বার ৫/ ১০৩।)

আলআজকার এ ইমাম নববী বলেনঃ

اعلم أنه ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان ذلك طريقه أو لم يكن ، فإن زيارته صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات ، فإذا توجه للزيارة أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في طريقه ، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم ، وسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته صلى الله عليه وسلم وأن يسعده بها في الدارين ، وليقل : اللهم افتح علي أبواب رحمتك وارزقني في زيارة قبر نبيك صلى الله عليه وسلم ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول . (الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار: فصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله

عليه وسلم وأذكارها ، صفحة ٢٦٣ ، وللإمام كلام عن آداب الزيارة يذكر في بابه ، وذكر الحكاية المشهورة عن العتبي تذكر في بابها أيضا)

জেনে রাখুন প্রত্যেক হাজী সাহেবের জন্য উচিৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারতে যাওয়া, এটা তাঁর পথে হোক বা নাই হোক। কেননা আল্লাহর রাসূলের জিয়ারত একটি শ্রেষ্ঠতম ইবাদত। জিয়ারতের নিয়তে রওয়ানা দেয়ার পর রাস্তায় বেশী বেশী দরূদ শরীফ পড়বেন। মদীনার গাছপালা, হারাম শরীফ ইত্যাদী নজরে আসার সাথে সাথে দরূদ পড়া আরো বাড়িয়ে দিবেন এবং দোয়া করবেন যেন আল্লাহ এই জিয়ারতের মাধ্যমে তাকে লাভমান করেন এবং এর ওসিলায় উভয়জাহানে কামিয়াবী দান করেন। দোয়া করবেন: ' হে আল্লাহ আপনার রহমতের সকল দ্বার খুলে দিন এবং আপনার নবীর কবর জিয়ারতে আমাকে ঐ সকল নেয়ামত দান করুন যা আপনি দান করেছেন আপনার আউলিয়ায়ে কেরাম ও অনুগত বান্দাগণকে, আমাকে ক্ষমা করুন, রহম করুন হে সর্বোত্তম দাতা। (আলআজকার ২৬৩।)

শরহুল মুহাজ্জাবে ইমাম নববী বলেন:

اعلم أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأنجح المساعي ، فإذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة استحب لهم استحبابا متاكدا أن يتوجهوا إلى المدينة لزيارته صلى الله عليه وسلم وينوى الزائر مع الزيارة التقرب (بزيارة مسجده) وشد الرحل إليه والصلاة فيه . (المجموع شرح المهذب ٢٠١/٨ ، الفتح الرباني ٢٢/١٣)

জেনে রাখুন আল্লাহর রাসূলের জিয়ারত একটি শ্রেষ্ঠতম ইবাদত। হজ্জ এবং উমরাহকারীগণের জন্য মক্কা থেকে ফেরার পর আল্লাহর রাসূলের জিয়ারতের নিয়তে মদীনা শরীফ রওয়ানা দেয়া মুস্তাহাবে মুআক্কাদাহ। জিয়ারত কারী জিয়ারতের নিয়তের সাথে মসজিদে ইবাদত ও সালাত আদায়ের নিয়তও করবে। (আলমাজমূ শরহুল মুহাজ্জাব ৮/২০১। আলফাতহুর রাব্বানী ১৩/২২।)

মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল উমরাহ নামক কিতাবে ইমাম নববী বলেন:

إذا انصرف الحجاج والمعتمرون من مكة فليتوجهوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة تربته صلى الله عليه وسلم ، فإنها من أهم القربات وأنجح المساعي ، وقد روى البزار والدار قطني باسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من زار قبري وجبت له شفاعتي " (و) يستحب للزائر مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه (مناسك الحج والعمرة : الباب السادس في زيارة قبر سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وعظم وما يتعلق بذلك ، صفحة ٤٤٧)

হজ্জ এবং উমরাহকারীগণের জন্য মক্কা শরীফ থেকে ফেরার পর আল্লাহর রাসূলের জিয়ারতের নিয়তে মদীনা শরীফ যাওয়া উচিৎ।কেননা আল্লাহর রাসূলের জিয়ারত একটি শ্রেষ্ঠতম ইবাদত। ইমাম বাজ্জার ও দারুকুতনী তাঁদের সনদে হযরত ইবনে উমর রাদিঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ' যে আমার কবর

জিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব।' জিয়ারত কারী জিয়ারতের নিয়তের সাথে মসজিদে ইবাদত ও সালাত আদায়ের নিয়তও করবে। (মানাসিকুল হাজ্জ ৪৪৭।)

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম মুহাম্মাদ বিন খলীফা আল্ওয়াশ্তানী আল্উবাই'র অভিমত

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম মুহাম্মাদ বিন খলীফা আল্ওয়াশ্তানী আল্উবাই বলেন :

واختلف في إعمال المطي لزيارة الصالحين والمواضع الفضيلة ، فقال أبو محمد الجويني : هو حرام . وقال إمام الحرمين والمحققون : ليس بحرام ولا مكروه (إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم : الجزء الرابع ، كتاب الحج ، صفحة ٤٣٣)

وقال نقلا عن العياض : شد الرحال كناية عن السفر البعيد . وقد فسر هذا المعنى بقوله في الآخر " إنما يسافر لثلاثة مساجد " . فالمعنى لا يسافر لمسجد بعيد للصلاة فيه إلا لأحد الثلاثة . واختصت الثلاثة بذلك لفضلها على غيرها .

وقال : ولا يقال إن النهي عن شد الرحال عام مخصوص ، لجواز شدها لطلب العلم والجهاد ، ولزيارة الصالحين ، على قول من يقول بجواز شدها لزيارتهم ، لأن هذه المذكورات لا يتناولها اللفظ حتى يخصص بإخراجها ، لأنه إنما يتناول شدها للصلاة . (إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم : الجزء الرابع ، كتاب الحج ، صفحة ٥١٢)

সারসংক্ষেপ : নেককারদের জিয়ারত এবং ফজিলতওয়ালা কোন স্থানের নিয়তে সফর জায়েজ কি না এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। আবূ মুহাম্মাদ আলজুওয়াইনী বলেন, ইহা হারাম। ইমামুল হারামাইন এবং মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামগণ বলেন: হারামও নয় এমনকি মাকরূহও নয়। (ইকমালু ইকামলিল্ মুআল্লিম শরহে সহীহ মুসলিম ৪/৪৩৩।)

তাছাড়া হাদীসের মর্ম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ক্বাযী আয়াদ্বের অভিমত ব্যক্ত করে তিনি বলেন: এখানে হাদীসের মর্ম হল এই তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের নিয়তে সফর করা হবেনা, কারণ হল অন্য সকল মসজিদের উপর এই তিন মসজিদের ফজিলত। (ইকমালু ইকামলিল্ মুআল্লিম শরহে সহীহ মুসলিম ৪/৫১২।)

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম আস্সানূসী আল-হাসানী রাহঃর অভিমত

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম আস্সানূসী আল-হাসানী রাহঃ বলেন :

قوله " لا تشد الرحال " كناية عن السفر البعيد ، أي لا يباح ذلك لفعل قربة بذلك المكان نذرا أو تطوعا . وقيل : إنما النهي في النذر . والمشهور عدم إلحاق قباء بالمساجد الثلاثة ، وألحقه بها ابن مسلمة . وهذه القربة إنما هي الصلاة بها وزيارتها . أما السفر لها لطلب العلم والرباط ونحو ذلك ، فخارج عن ذلك . (

مكمل إكمال الإكمال شرح صحيح مسلم : الجزء الرابع ، كتاب الحج ، صفحة ٤٣٢)

লা তুশাদ্দুর রিহাল' হচ্ছে দূরবর্তী সফরের কেনায়া। অর্থাৎ মান্নত করে অথবা মান্নত ছাড়াএই জায়গায় ইবাদতের নিয়তে সফর করা জায়েজ নয়। অন্য অভিমত হল, নিষেধাজ্ঞা কেবলমাত্র মান্নতের বেলায় প্রযোজ্য। প্রসিদ্ধ মতে মসজিদে কুবা তিন মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়, ইবনে মাসলামা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই ইবাদত হল কেবলমাত্র সেখানে নামাজ আদায় এবং সে স্থানের জিয়ারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তলবে ইলম জিহাদ ইত্যাদি এর মধ্যে শামিল নয়। (মুকাম্মালু ইকমালিল্ ইকমাল ৪/ ৪৩২।)

শাইখ শব্বির আহমাদ উসমানী রাহ'র অভিমত

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকার ছাহেবে ফতহুল মুলহিম শাইখ শব্বির আহমাদ দেওবন্দী উসমানী রাহঃ ইমাম নববী রাহ:'র অভিমতকে গ্রহন করেছেন :

وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة وفضيلة شد الرحال إليها ، لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها ، وقال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا يحرم شد الرحال إلى غيرها وهو غلط . (فتح الملهم شرح صحيح مسلم : الجزء الثالث ، كتاب الحج ، باب فضل المساجد الثلاثة ، صفحة ٤٢٤)

এই হাদীসে অত্র তিন মসজিদের ফজিলত এবং এর উদ্দেশ্যে সফর করার ফজিলতের বর্ণনা রয়েছে। কেননা জমহুর উলামায়ে কেরামের কাছে হাদীসের অর্থ হল এই তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফরের মধ্যে কোন ফজিলত নেই। আমাদের মাজহাবের আবু মুহাম্মাদ আলজুওয়াইনী বলেছেন তিন মসজিদ ব্যতীত সফর হারাম কিন্তু ইহা ঠিক নয়। (ফাতহুল মুলহিম ৩/ ৪২৪।)

মাওলানা সাহারানফুরী র অভিমত

আবুদাউদ শরীফের ব্যাখ্যাকার মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানফুরী বলেন:

وأما الاختلاف الواقع في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسفر له وشد الرحال إليه ، فقال بعضهم : لا يجوز ذلك لهذا الحديث ، والصواب عند الحنفية وغيرهم من الشافعية (وكذلك عند الحنابلة كما في الرحلة الحجازية القديمة ، وذكر له الدلائل والنصوص لمذهبهم – تعليق شيخ الحديث زكريا رحمه الله) والمالكية أنه يستحب ذلك ، فإن النهي عن شد الرحال بالنسبة إلى المساجد لا إلى جميع البقاع ، ولو سلم : فاستثناء ثلاثة مساجد لأجل الفضل الذي فيها ، ففضل قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي أن يشد الرحال إليه ، بل أولى أن يمشى

اليه على الأحداق ، قال في اللباب المناسك وشرحه : اعلم أن زيارة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين من غير عبرة بما ذكره بعض المخالفين من أعظم القربات وأفضل الطاعات وأنجح المساعى لنيل الدرجات ، قريبة من درجة الواجبات ، بل قيل إنما من الواجبات لمن له سعة ، وتركها غفلة عظيمة وجفوة كبيرة ، وفيه إشارة إلى حديث استدل به على وجوب الزيارة ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم "من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني" رواه ابن عدي بسند حسن ، وجزم بعض المالكية بأن المشي إلى المدينة أفضل من الكعبة وبيت المقدس . (بذل المجهود في حل أبي داود : الجزء التاسع ، كتاب الحج ، باب في إتيان المدينة ، صفحة ٣٨١ _ ٣٨٢)

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর জিয়ারত এবং এই নিয়তে সফর বিষয়ে সৃষ্ঠ মতবিরোধের সারকথা হচ্ছে, কেউ কেউ বলেন, ইহা জায়েজ নয় এই হাদীসের ভিত্তিতে। কিন্তু হানাফী মাজহাব, শাফী মাজহাব (বজলুল মাজহুদ কিতাবের টীকায় শাইখুল হাদীস জাকারিয়া রাহঃ আররিহ্লাতুল হিজাজিয়্যাহ কিতাবের বরাত দিয়ে বলেন: অনুরূপভাবে হাম্বালী মাজহাবেরও) এবং মালিকী মাজহাবের বিশুদ্ধ মত হল ইহা মুস্তাহাব। কেননা সফর নাজায়েজের নিষেধাজ্ঞা কেবলমাত্র মসজিদের ব্যাপারে প্রযোজ্য সমস্ত দুনিয়ার ব্যাপারে নয়। যদি (তাদের দাবী) মেনে নেয়া যায় তাহলে তিন মসজিদের ইস্তেসনার কারণ হল তার ফজিলত, সুতরাং নবীজীর কবরের ফজিলতের দাবী হল সে উদ্দেশ্যে সফর করা। বরং ইহা অগ্রগণ্য।

মানাসিকুল্ হাজ্জ এবং তার ব্যাখ্যায় বলেন : জেনে রাখুন কিছু বিরোধী লোক ছাড়া মুসলমানদের ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত যে, সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারত একটি উত্তম ইবাদত এবং মর্যাদা লাভের একটি উৎকৃষ্ঠ মাধ্যম, যা ওয়াজিবের কাছাকাছি, বরং সামর্থবানদের জন্য ওয়াজিব এমন অভিমতও আছে, এবং এই জিয়ারত বর্জন করা বিরাট গুনাহ ও জুলুম এর উপর দলীল দিতে গিয়েই ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহর রাসূলের এই হাদীসের প্রতি : ' যে হজ্জ করল অথচ আমার জিয়ারত করলনা সে আমাকে জুলুম করল / কষ্ট দিল।' হাসান একটি সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইবনে উদাই। মালিকী মাজহাবের কেউ কেউ বলেন মদীনা সফর কা' বা ও বাইতুল মাক্বদিস সফর থেকে উত্তম। (বজলুল মাজহুদ ৯/৩৮১-৮২।)

ইমাম তাক্বী উদ্দীন সুব্কী ও ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ'র অভিমত

নাসাঈ শরীফের ব্যাখ্যায় ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ ইমাম তাক্বী উদ্দীন সুব্কী রাহঃ'র অভিমতকে গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন:

قال الشيخ تقي الدين السبكى ليس في الأرض بقعة لها فضل لذاتها حتى تشد الرحال إليها لذلك الفضل غير البلاد الثلاثة ، وأما غيرها من البلاد فلا تشد إليها

لذاتها ، بل لزيارة أو جهاد أو علم نحو ذلك . (شرح سنن النسائي: كتاب المساجد ٢/٣٦٨)

শাইখ তাক্বী উদ্দীন সুবকী বলেন, পৃথিবীর মধ্যে তিন শহর ছাড়া এমন কোন স্থান নেই যার নিজস্ব কোন ফজিলত রয়েছে, এবং এই ফজিলতের কারণে ঐ স্থানের উদ্দেশ্যে সফর করা যায়। সুতরাং এই তিন শহর ছাড়া বিশেষ কোন স্থানের উদ্দেশ্যে সফর ঠিক নয়, বরং জিয়ারত, জিহাদ, তলবে ইলম ইত্যাদী উদ্দেশ্যে সফর করা যেতে পারে। (শরহে নাসাঈ ২/৩৬৮।)

নাসাঈ শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম সিন্দী রাহঃ'র অভিমত

নাসাঈ শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম সিন্দী রাহঃ বলেন:

قوله " لا تشد الرحال الخ " نفي بمعنى النهي أو نـهي ، وشد الرحـال كناية عن السفر ، والمعنى لا ينبغي شد الرحـال والسفر من بين المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد ، وأما السفر للعلم وزيارة العلمـاء والصلحاء وللتجارة ونحو ذلك فغير داخل في حيز المنع . (شرح سنن النسائي: كتاب المساجد ٢/٣٦٨)

আল্লাহর নবীর বাণী ' লা তুশাদ্দুর রিহাল' নহীর অর্থে নফী অথবা নহী। এবং শাদ্দুর রিহাল সফরের কেনায়া। হাদীসের মর্ম হল তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের নিয়তে সফর করা ঠিক নয়। কিন্তু তলবে ইলম, উলামা ও গুনীজনের জিয়ারত এবং ব্যবসা প্রভৃতি নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়। (শরহে নাসাঈ ২/৩৬৮।)

ইমাম আল্লামা নুরুদ্দীন আলী বিন আহমাদ আস্‌সামহুদীর অভিমত

আল্লামা নুরুদ্দীন আলী বিন আহমাদ আস্‌সামহুদী রাহঃ আল্লাহর রাসূলের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর জায়েজ বরং জরুরী এর উপর কুরআন, হাদীস, ইজমা ও ক্বিয়াস থেকে দলীল পেশ করতে গিয়ে বলেন:

কুরআন শরীফ

أما الكتاب فقوله تعالى : " ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك " الآية دالة على الحث بالمجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، والاستغفار عنده ، واستغفاره لهم ، وهذه رتبة لا تنقطع بموته صلى الله عليه وسلم ، وقد حصل استغفاره لجميع المؤمنين ، لقوله تعالى " استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات " فإذا وجد مجيئهم فاستغفارهم تكملت الأمور الثلاثة الموجبة لتوبة الله ورحمته . (وفاء الوفا ٤/١٣٦٠)

কুরআন শরীফ থেকে দলীল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: ' ' ওরা যখন তাদের নফসের উপর জুলুম করেছিল তখন যদি আপনার দরবারে আসত, অতঃপর (আপনার ওসিলা নিয়ে) আল্লাহর

কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য সুপারিশ করতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।' আয়াতটিতে আল্লাহর রাসূলের দরবারে এসে তাঁর ওসিলা নিয়ে ইস্তেগফার করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। ইহা এমন একটি মর্যাদা যা হুজুরের মউতের কারণে ছিন্ন হবার নয়। যেহেতু সমস্ত ঈমানদারদের জন্য হুজুরের ইস্তেগফার পাওয়া গিয়েছে আল্লাহর এই বাণীতে : 'ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার আপন লোকদের এবং সাধারণ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের ত্রুটির জন্য।' সুতরাং উম্মাতের হুজুরের দরবারে আসা এবং তাঁর ওসিলা নিয়ে ইস্তেগফার করা যদি পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহর তাওবা কবুল ও তাঁর রহমত লাভের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ তিনটি সম্পন্ন হয়ে গেল। (ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৬০।)

হাদীস শরীফ :

وأما السنة : فما سبق من الأحاديث في زيارة قبره صلى الله عليه وسلم بخصوصه ، وقد جاء في السنة الصحيحة المتفق عليها الأمر بزيارة القبور ، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم سيد القبور وداخل في عموم ذلك .

ইতিপূর্বে বিশেষভাবে আল্লাহর রাসূলের কবর জিয়ারত বিষয়ে বর্ণিত হাদীস গুলী এর প্রমাণ। তাছাড়া সর্বসম্মত সহীহ হাদীস সমূহে কবর জিয়ারতের হুকুম বর্ণিত হয়েছে, আর নবী পাকের কবর হচ্ছে সাইয়িদুল কবর বা কবরের সর্দার এবং সাধারণ হুকুমের মধ্যেও শামিল।

ইজমা :

وأما الإجماع : فقال عياض رحمه الله : زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة بين المسلمين مجمع عليها ، وفضيلة مرغب فيها. (قلتُ : وممن ادعى الإجماع الإمام تقي الدين السبكي وغيره)

কাজী আয়ায রাহঃ বলেন মুসলমানদের ইজমার ভিত্তিতে আল্লাহর রাসূলের কবর জিয়ারত একটি সুন্নাত আমল এবং ইহা এমন একটি ফজিলত যার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। (আরো যারা ইজমার দাবী করেছেন তাঁদের মধ্যে ইমাম তক্বী উদ্দীন সুবকী অন্যতম।

ক্বিয়াস :

وأما القياس : فعلى ما ثبت من زيارته صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع وشهداء أحد. (وفاء الوفا ١٣٦٢/٤)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহলে জান্নাতুল বাক্বী এবং শুহাদায়ে ওহুদের জিয়ারত করেছেন (এর উপর ক্বিয়াস করে বলা যায় সমগ্র উম্মাতের উচিৎ আল্লাহর রাসূলের জিয়ারতে যাওয়া। (ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৬২।)

আলমুহাজ্জাব গ্রন্থকার ইমাম সিরাজীর অভিমত

শাইখ ইমাম আবূ ইসহাক্ব ইবরাহীম বিন আলী বিন ইউসুফ ফিরোজাবাদী সিরাজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

ويستحب زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من زار قبري وجبت له شفاعتي " ويستحب أن يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم . (المجموع شرح المهذب ٨/١٩٩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারত করা মুস্তাহাব। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন: যে আমার কবর জিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব।' মসজিদে নববীতে নামাজ পড়াও মুস্তাহাব। (আলমাজমূউ শরহুল মুহাজ্জাব ৮/ ১৯৯।)

ফাইজুল ক্বাদীর গ্রন্থকার আল্লামা মানাওয়ী 'র অভিমত

ফাইজুল ক্বাদীর শরহে জামে সগীর গ্রন্থকার আল্লামা মানাওয়ী বলেন:

ذهب جمع من الصوفية إلى أن الهجرة إليه (أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) ميتا كمن هاجر إليه حيا ، وأخذ منه (أي من حديث من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي) السبكي أنه تسن زيارته حتى للنساء وإن كانت زيارة القبور لهن مكروهة ، وأطال في إبطال ما زعمه ابن تيمية من حرمة السفر لزيارته حتى على الرجال . (فيض القدير : الجزء السادس ، صفحة ١٤٣)

সুফিয়ায়ে কেরামের বহু সংখ্যক আল্লাহর রাসূলের উদ্দেশ্যে তাঁর ওফাতের পরে যাওয়া জীবদ্দশায় যাওয়ার মতই মনে করেন। ইমাম সুবকী হুজুরের ' যে হজ্জ করল অতঃপর আমার ওফাতের পর আমার কবর জিয়ারত করল সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার জিয়ারত করল' হাদীসের ভিত্তিতে বলেন আল্লাহর রাসূলের জিয়ারত সুন্নাত এমনকি মহিলাদের জন্যও, যদিও মহিলাদের জন্য অন্য কবর জিয়ারত মাকরূহ। তিনি (সুবকী) পুরুষদের জন্যও আল্লাহর রাসূলের জিয়ারতের নিয়তে সফর করা হারাম ইবনে তাইমিয়ার এই দাবীকে খন্ডন করার জন্য দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। (ফাইজুল ক্বাদীর ৬/ ১৪৩।)

শাইখুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়া রাহঃ'র অভিমত

নবীজীর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর জায়েজ এ কথার উপর দলীল পেশ করতে গিয়ে শাইখুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়া রাহঃ' বলেন:

" واستدلوا على أنها مندوبة بقوله تعالى " ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول " الآية والنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره بعد موته كما في حديث " الأنبياء أحياء في قبورهم " وقد صححه البيهقي وألف في ذلك جزءاً ، قال أبو منصور البغدادي : قال المتكلمون المحققون إن نبينا

صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته اهـ وإذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته فالمجيئ إليه بعد وفاته كالمجيئ إليه قبله ، وقال تعالى " ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله " الآية فكما الهجرة إليه صلى الله عليه وسلم في حياته الوصول إلى حضرته كذلك الوصول بعد موته ، واستدلوا أيضا بالأحاديث الواردة في مشروعية زيارة القبور على العموم محلها كتب الجنائز ، وكذلك بالأحاديث الواردة في زيارة قبره الشريف خاصة . (أوجز المسالك شرح مؤطأ إمام مالك : الجزء الأول ، شد الرحال وزيارة القبر ، صفحة ٣٦٤)

জমহুর উলামায়ে কেরামের কাছে এই সফর মানদুব এর দলীল হল আল্লাহর বাণী: 'ওরা যখন তাদের নফসের উপর জুলুম করেছিল তখন যদি আপনার দরবারে আসত, অতঃপর (আপনার ওসিলা নিয়ে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইত এবং রাসুলও তাদের জন্য সুপারিশ করতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।' নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কবরে জিন্দা আছেন, যেমন হাদীস শরীফে এসেছে 'নবীগণ তাঁদের কবরে জিন্দা' ইমাম বাইহাক্বী এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন এবং এই বিষয়ে একটি রিসালা ও লিখেছেন। আবু মানসুর আলবাগদাদী বলেন, ''মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম বলেছেন আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওফাতের পরও জিন্দা আছেন।' সুতরাং যদি প্রমাণিত হয় যে তিনি ওফাতের পরও জিন্দা তাহলে ওফাতের পরে হুজুরের খেদমতে আসা ওফাতের আগে আসার মতই। আল্লাহ বলেছেন ' যে কেউ আপন ঘর থেকে বের হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি হিজরত করার উদ্দেশ্যে . . . . । (' সুরা নিসা ঃ ১০০।) সুতরাং ওফাতের আগে আসা আর ওফাতের পরে আসা সবই সমান। অনুরূপভাবে জমহুর উলামায়ে কেরামের দলীল হল সাধারণভাবে কবর জিয়ারতের সকল হাদীস এবং বিশেষভাবে কবর শরীফের জিয়ারতের হাদীস সমুহ। (আওযাজুল মাসালিক ১/৩৬৪।)

' কিছু সংখ্যক ওলামা এই হাদীস (হাদীস লা তুশাদ্দুর রিহাল) দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, রাওদ্বা পাকের নিয়তে সফর করাও নিষেধ, যেতে হবে মসজিদের নিয়তে। অবশ্য সেখানে পৌঁছলে রাওদ্বা পাকের জিয়ারত করতে কোন অসুবিধা নেই। তবে সম্মিলিত ওলামায়ে কেরামের অভিমত হল যে, শুধু নিয়ত করে কোন মসজিদের সফর করতে হলে এই তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য মসজিদের নিয়ত করে যাওয়া নাজায়েজ। হ্যাঁ ইহার অর্থ এই নয় যে, তিন মসজিদ ছাড়া অন্য যে কোন সফর নাজায়েজ। বরং হাদীসে বর্ণিত আছে আমি তোমাদিগকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন আবার অনুমতি দিচ্ছি জিয়ারত করতে পার। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আম্বিয়া ও আউলিয়ায়ে কেরামের মাজারে জিয়ারতের জন্য যাওয়া সম্পূর্ণ জায়েজ। (ফাজাইলে হজ্জ ১২১।)

তিনি আরো বলেন:

ছাহাবায়ে কেরামের জামানা হতে আজ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মুসলমান যদি রাওদ্বা পাকের জিয়ারতের জন্য না গিয়ে মসজিদে নববীর নিয়তে যেত তবে বাইতুল মুকাদ্দাসের জিয়ারতের নিয়তেও কমপক্ষে তার দশভাগের এক ভাগও যেত। (ফাজাইলে হজ্জ ১২৫।)

ইমাম মুল্লা আলী ক্বারী রাহঃ'র অভিমত

মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরকাত শরীফে জগদ্বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকীহ, হানাফী হযরত মুল্লা আলী ক্বারী রাহঃ লিখেছেন

قال في شرح حديث "من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة" : استحب للزائر (أي لزائر القبر المكرم) أن ينوي زيارة المسجد الشريف النبوي ومقبرة البقيع وقبور الشهداء وسائر المشاهد . (المرقاة ٢٨/٦)

যে কেবলমাত্র আমার উদ্দেশ্যেই আমার জিয়ারত করল সে কিয়ামতের দিন আমার পাশে থাকবে এই হাদীসের ব্যাখ্যায় হানাফী মাজহাবের প্রখ্যাত ইমাম ইমাম মুল্লা আলী ক্বারী রাহঃ বলেন: জিয়ারতকারীর (অর্থাৎ কবর শরীফের জিয়ারতকারী) জন্য মুস্তাহাব হল মসজিদে নববী, বাক্বী' কবরস্থান, শুহাদায়ে কেরামের কবর এবং সকল মাশাহিদ জিয়ারতের নিয়ত করা। (মিরক্বাত ৬/২৮।) .

ইমাম রাহমাতুল্লাহ সিন্দী রাহঃ রচিত লুবাবুল্ মানাসিক এর ব্যাখ্যা আল্মাসলাকুল্ মুতাক্বাসসিত্ব এ বলেন :

اعلم أن زيارة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بلجماع المسلمين من غير عبرة بما ذكره بعض المخالفين من أعظم القربات وأفضل الطاعات وأنجح المساعى لنيل الدرجات قريبة من درجة الواجبات ، بل قيل إنها من الواجبات كما بينته في الدرة المضية في الزيارة المصطفوية لمن له سعة أي وسعة واستطاعة وتركها غفلة عظيمة وجفوة كبيرة (إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي قاري : باب زيارة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ٣٣٤)

জেনে রাখুন কয়েকজন বিরুদ্ধবাদী ব্যতীত সারা বিশ্ব মুসলিমের সর্বসম্মত অভিমত (ইজমা) হল যে, সামর্থবানদের জন্য হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারত একটি গুরুত্বপূর্ণ পূণ্য কাজ এবং এবাদত, তদুপরি উহা কামিয়াবীর সর্বোচ্চ শিখরে পৌছুবার একটি ওসিলা। ওয়াজিবের কাছাকাছি বরং কেউ কেউ ওয়াজিব বলেছেন, যেমন আমি 'আদ্দুররাতুল্ মুদ্বিয়্যাহ ফিজ্ জিয়ারাতিল্ মুসত্বাফয়িয়্যাহ'তে এব্যাপারে স্পষ্ট আলোচনা করেছি। (শক্তি ও সামর্থ থাকা স্বত্তেও হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর) জিয়ারতে না আসা একটি বিরাট গাফলতি এবং নফসের উপর জুলুম ছাড়া কিছু নয়। (ইরশাদুস্সারী ৩৩৪।)

শরহে শিফা শরীফে ইমাম মুল্লা আলী ক্বারী রাহঃ বলেন:

وقد فرط ابن تيمية من الحنابلة حيث حرم السفر لزيارة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما أفرط غيره حيث قال كون الزيارة قربة معلوم من الدين بالضرورة ، وجاحده محكوم عليه بالكفر ، ولعل الثاني أقرب إلى الصواب ، لأن تحريم ما أجمع العلماء فيه بالاستحباب يكون كفرا لأنه فوق تحريم المباح المتفق عليه . (شرح الشفا ١٥١/٢)

হাম্বালী মাজহাবের ইবনে তাইমিয়া নেহাত বাড়াবাড়ি করেছেন যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারতের নিয়তে সফর করাকে তিনি হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

অপর পক্ষ ও বাড়াবাড়ি করেছেন যে, জিয়ারতকে জরুরীয়াতে দ্বীন হিসাবে গণ্য করেছেন এবং অস্বীকারকারীকে কুফর এর হুকুম দিয়েছেন। তবে সম্ভবতঃ দ্বিতীয় পক্ষ সত্যের অধিক কাছাকাছি, কেননা কোন মুস্তাহাবের উপর উলামায়ে কেরামের ইজমাকে হারাম সাব্যস্ত করা কুফরী, যেহেতু ইহা ঐক্যমতে সাব্যস্ত মুবাহ কোন কাজকে হারাম বলার চেয়ে মারাত্মক। (শরহে শিফা ২/ ১৫১।)

আল্লামা জাইনুদ্দীন আলমারাগী রাহঃর অভিমত

ইমাম ক্বাসত্বালানী র্যাহঃ বলেন, আল্লামা জাইনুদ্দীন (আবু বকর) ইবনে হুসাইন আলমারাগী (মিশরী, মাদানী, খতীবে শাফী) বলেন:

وينبغي لكل مسلم اعتقاد كون زيارته صلى الله عليه وسلم قربة للأحاديث الواردة في ذلك ، ولقوله تعالى : "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما " النساء ٦٤ ، لأن تعظيمه صلى الله عليه وسلم لا ينقطع بموته ، ولا يقال إن استغفار الرسول لهم إنما هو في حال حياته وليست الزيارة كذلك ، لما أجاب به بعض أئمة المحققين : أن الآية دلت على تعليق وجدان الله توابا رحيما بثلاثة أمور : المجيئ ، واستغفارهم ، واستغفار الرسول لهم ، وقد حصل استغفار الرسول لجميع المؤمنين لأنه صلى الله عليه وسلم قد استغفر للجميع ، قال الله تعالى "واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات " محمد ١٩ ، فإذا وجد مجيئهم واستغفارهم تكملت الأمور الثلاثة الموجبة لتوبة الله ورحمته . (المواهب : ١٢/ فصل في زيارة قبره الشريف)

ইবনে হাবীব মালিকী রাহঃ'র অভিমত

মালিকী মাজহাবের হযরত ইবনে হাবীব রাহঃ বলেন:

ولا تدع زيارة قبره صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده ، فإن فيه من الرغبة ما لا غنى بك ، ولا بأحد منه . (المواهب : ١٢/ فصل في زيارة قبره الشريف)

আল্লাহর রাসূলের কবর জিয়ারত এবং তাঁর মসজিদে নামাজ পড়া বাদ দিবেনা। কারণ এতে এমন ফজিলত রয়েছে যার অবশ্য প্রয়োজন তোমার। (আলমাওয়াহিব)

ইমাম গাজ্জালী'র অভিমত

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ইমাম গাজ্জালী রাহঃ বলেন:

وقد ذهب بعض العلماء إلى الاستدلال بهذا الحديث (حديث " لا تشد الرحال") في المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلماء والصلحاء ، وما تبين لي أن

الأمر كذلك ، بل الزيارة مأمور بها ، قال صلى الله عليه وسلم : "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا" والحديث إنما ورد في المساجد وليس في معناها المشاهد ، لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة . (إحياء علوم الدين : الجزء الأول - كتاب أسرار الحج - باب فضيلة المدينة الشريفة - صفحة ٢٩١)

লা তুশাদ্দুর রিহাল' হাদীস দ্বারা কিছু সংখ্যক আলিম গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমুহ এবং উলামা ও গুণীজনদের কবর জিয়ারতের নিয়তে সফর করা নিষেধ করেছেন। আমার কাছে এমন কিছু মনে হয়নি। কেননা জিয়ারতের ব্যাপারে আদেশ করা হয়েছে। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ' আমি (ইতিপূর্বে) তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, তোমরা কবর জিয়ারত করো। (শাদ্দে রিহালের) হাদীসটি মূলতঃ মসজিদের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে এর অর্থের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমুহ (মাশাহিদ) নেই। কেননা তিন মসজিদ ছাড়া আর সকল মসজিদ সমান। (ইহয়াউ উলুমিদ্দীন ১/২৯১।)

ক্বাদ্বী আয়াদ্ব রাহঃ'র অভিমত

ক্বাদ্বী আয়াদ্ব রাহঃ বলেন:

زيارة قبره صلى الله عليه وسلم سنة من سنن المسلمين ، مجمع عليها ، وفضيلة مرغب فيها . (الشفا - فصل في حكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم - صفحة٢/ ٨٣ ، شرح الشفا ٢/ ١٤٨ ، الزرقاني على المواهب : الجزء الثاني عشر ، فصل في زيارة قبره الشريف ومسجده المنيف ، صفحة ١٧٨-١٧٩)

ক্বাদ্বী আয়াদ্ব রাহঃ বলেন আল্লাহর রাসূলের কবর জিয়ারত করা মুসলমানদের সুন্নাত আমল সমুহের একটি সুন্নাত আমল, যার উপর ইজমা হয়েছে এবং ইহা এমন একটি ফজিলত যার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। (আশশিফা ২/৮৩। শরহুশ শিফা ২/ ১৪৮। জারক্বানী ১২/ ১৭৮-১৭৯।)

আবূ ইমরান ইবনে আব্দুল বার রাহঃ'র অভিমত

আবূ ইমরান ইবনে আব্দুলবার রাহঃ বলেন:

الزيارة مباحة بين الناس وواجب شد المطي الى قبره صلى الله عليه وسلم . (الشفا ٢/ ٨٤)

সাধারণ মানুষের জিয়ারত মুবাহ কিন্তু আল্লাহর রাসূলের কবর জিয়ারতের নিয়তে সফর করা ওয়াজিব। (আশশিফা ২/৮৪।)

আব্দুর রাহমান আলজাযাইরী রাহঃ'র অভিমত

কিতাবুল ফিক্বহি আলাল্ মাজাহিবিল আরবাআহ ' গ্রন্থকার শাইখ আব্দুর রাহমান আলজাযাইরী রাহঃ বলেন:

لا ريب أن زيارة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام من أعظم القرب وأجلها شأنا ، فإن بقعة ضمت خير الرسل وأكرمهم عند الله لها شأن خاص ، ومزية يعجز القلم عن وصفها .

وقال : وكيف يسكن قلب المؤمن المسلم الذي يستطيع أن يحج البيت ، ويستطيع أن يزور المصطفى صلى الله عليه وسلم و لا يبادر إلى هذا العمل؟ كيف يرضى المؤمن القادر أن يكون بمكة قريبا من المدينة مهبط الوحي ولا تهتز نفسه شوقا إلى زيارتها وزيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ (كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : الجزء الأول ، كتاب الحج ، باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، صفحة ٦٣٨/٦٣٩)

কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহর রাসূলের কবর জিয়ারত একটি মহান ইবাদত। কেননা যে স্থানটি সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের সাথে লেগে আছে তার বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, এমন মর্যাদা রয়েছে যা বর্ণনা করতে কলম অক্ষম।

একজন ঈমানদার মুসলমানের অন্তর কেমন করে শান্তি পাবে যে হজ্জ করতে পারে এবং আল্লাহর রাসূলের জিয়ারতে যাওয়ার ক্ষমতাও তার আছে এরপর সে এই কাজের জন্য অগ্রগামী হবেনা? কেমন করে ঐ মুসলমানের অন্তর খুশী হতে পারে যার ওহী নাজিল হওয়ার স্থান মদীনার নিকটে মক্কায় হাজির হওয়ার শক্তি আছে কিন্তু তার অন্তর মদীনা এবং রাসূলের জিয়ারতের জন্য আবেগে উৎফুল্ল হবেনা। (কিতাবুল ফিক্বহি আলাল্ মাজাহিবিল আরবাআহ ১/৬৩৮-৬৩৯।)

শাইখ ইবনে আলান রাহঃ'র অভিমত

ইমাম নববী রাহঃ'র আলআজকার এর ব্যাখ্যাকার, আলফুতুহাতুর রাব্বানিয়্যাহ গ্রন্থকার শাইখ ইবনে আলান বলেন :

(ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سواء كان ذلك طريقه أو لم يكن ، فإن زيارته صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات) وكيف لا وقد وعد الزائر بوجوب شفاعته صلى الله عليه وسلم ، وهي لا تجب إلا لأهل الإيمان ، ففي ذلك التبشير بالموت على الإيمان مع ما ينضم إلى ذلك من سماعه صلى الله عليه وسلم الزائر من غير واسطة . (حاشية على الأذكار ٢٦٣)

প্রত্যেক হজ্জকারীর উচিৎ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারতে গমন করা। ইহা সফরের পথে হোক বা না হোক। কেননা আল্লাহর রাসূলের জিয়ারত শ্রেষ্ঠতম একটি ইবাদত, কামিয়াবীর একটি মহান উপায় এবং প্রধানতম একটি কামনা। কেনইবা হবেনা, যেখানে জিয়ারতকারীকে আল্লাহর রাসূলের শাফায়াত ওয়াজিবের ওয়াদা দেয়া

হয়েছে। এই শাফায়াত আহলে ঈমান ছাড়া কারো জন্য ওয়াজিব হয়না। সুতরাং এতে রয়েছে ঈমানের সাথে মৃত্যু বরন করার সুসংবাদ, সাথে রয়েছে কোন মাধ্যম ছাড়া সরাসরি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক সালাম শ্রবণ করার মহান সৌভাগ্য। (হাশিয়া আলআজকার ২৬৩।)

শাইখ আহমাদ ইবনে আব্দুর রাহমান রাহঃ'র অভিমত

আলফাতহুর রাব্বানী গ্রন্থকার শাইখ আহমাদ ইবনে আব্দুর রাহমান রাহঃ আল্লাহর রাসূলের কবর জিয়ারত সম্পর্কে কতিপয় হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন:

فالذي أميل إليه وينشرح له صدري ما ذهب إليه الجمهور من أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم مشروعة ومستحبة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور قولا وفعلا ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويحث على زيارتها . (الفتح الرباني ٢١/١٣)

যে মতের প্রতি আমার মন ধাবিত তাহচ্ছে জমহুরের অভিমত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর জিয়ারত জায়েজ এবং মুস্তাহাব। দলীল হল জিয়ারত ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল থেকে বর্ণিত ক্বাওলী এবং ফে'লী হাদীস সমুহ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর জিয়ারত করেছেন এবং জিয়ারতের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। (আলফাতহুর রাব্বানী ১৩/২১)

শাইখ ইবনে আরাবীর অভিমত

আলফুতূহাতুল মাক্কিয়্যাহ গ্রন্থকার শাইখ আবূআব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আরাবী বলেন:

فأما زيارة النبي صلى الله عليه وسلم فلكونه لا يكمل الإيمان إلا بالإيمان به ، فلا بد من قصده للمؤمن . (الفتوحات المكية ٧٠٢/٢)

আল্লাহর নবীর জিয়ারতের ব্যাপারটি হচ্ছে যেহেতু তাঁর উপর ঈমান না আনলে ঈমান পুরা হয় না, সুতরাং ঈমানদারের জন্য তাঁর উদ্দেশ্যে সফর করা ছাড়া উপায় নেই। (আলফুতূহাতুল মাক্কিয়াহ ২/৭০২।)

ইমাম আল্লামা দামাদ আফিন্দী রাহঃ'র অভিমত

মাজমাউল আনহুর গ্রন্থকার আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে শাইখ মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান দামাদ আফিন্দী রাহঃ বলেন:

من أحسن المندوبات بل يقرب من درجة الواجبات زيارة قبر نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم (مجمع الأنهر ٣١٢/١)

উত্তম একটি মানদূব বরং ওয়াজিবের কাছাকাছি একটি আমল হচ্ছে নাবিয়্যিনা ওয়া সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর জিয়ারত। (মাজমাউল আনহুর ১/৩১২।)

ইবনে জামাআহ রাহঃ বলেন

হিদায়াতুস্ সালিক গ্রন্থকার আল্লামা ইজ্জুদ্দীন ইবনে জামাআহ রাহঃ জনৈক বেদুইন কর্তৃক হুজুরের কবর জিয়ারত এবং তাঁর ওসিলা নিয়ে দোয়া প্রসংগে বলেন:

وشتان بين هذا الأعرابي وبين من أضله الله فحرم السفر إلى زيارته صلى الله عليه وسلم (هداية السالك ١٣٨٤/٣)

এই বেদুইন আর ঐ লোক যাকে আল্লাহ গোমরাহ করেছেন তাই সে আল্লাহর রাসুলের জিয়ারতের নিয়তে সফরকে হারাম ঘোষণা করেছে এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কতইনা ব্যবধান!! (হিদায়াতুস সালিক ৩/ ১৩৮৪।)

অন্য জায়গায় তিনি বলেছেন হাজী এবং উমরাহকারীদের জন্য আল্লাহর রাসুলের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ সফর করা মুস্তাহাবে মুআক্কাদাহ। (৩/ ১৩৬৯।)

মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন বিন সালেহ মক্কী রাহঃ'র অভিমত

আলজাওহারাতুল মাদ্বিয়্যাহ গ্রন্থকার মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন বিন সালেহ ফাতেমী হুসাইনী শাফী (ইমাম ও খতীব মক্কা মুকাররামাহ) রাহঃ বলেন:

واقصد إذا حججت للزيارة لقبر طه فلك البشارة
إن زيارة النبي لازبة صلوا عليه فالصلاة واجبة
ويستحق الزائر الشفاعة فيما رونه ثقة الجماعة

হজ্জ করেছ এবার চল জিয়ারতে
কবরে ত্বাহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এতে রয়েছে সুসংবাদ।
জিয়ারতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জরুরী অবশ্যই,
পড় দরূদ তাঁর প্রতি, কেননা দরূদ পড়া হচ্ছে ওয়াজিব।
জিয়ারতকারী হয় শাফায়াতের ভাগীদার,
যেমন বিশ্বস্ত জামাত করেছেন রেওয়ায়েত।
(আন্নাযিয়্যারাতুল ওয়াদ্বিয়্যাহ শরহে আল জাওহারাতুল মাদ্বিয়্যাহ / ফাতাওয়া রেদ্বওয়ীয়্যাহ ১০/৭৯৮।)

মাওলানা ইউসুফ বিন্নূরী সাহেবের অভিমত

তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যায় মাওলানা ইউসুফ বিন্নূরী সাহেব বলেন:

ذهب جمهرة الأمة إلى أن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات ، والسفر إليها جائز بل مندوب ، وفي الوفا ٤١٥/٢ : والحنفية قالوا: إن زيارة قبر

النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل المندوبات و المستحبات بل تقرب من درجة الواجبات ، وكذلك نص عليه المالكية و الحنابلة ، قال تقي الدين الحصني في " دفع شبه من تشبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد" : كان ابن تيمية ممن يعتقد ويفتي بأن شد الرحال إلى قبور الأنبياء حرام لا تقصر فيه الصلاة ، ويصرح بقبر الخليل وقبر النبي صلى الله عليهما وسلم .

ومن ذا الذي يتحمل متاعب الرحلة ومكابدة السفر نحو سبع مائة ميل إيابا وذهابا إلى تحصيل أجر ألف صلاة في حين أن يتمكن بدله أجر مائة ألف صلاة في المسجد الحرام من غير أية مكابدة وعناء كلا ، ثم كلا !

لست أنكر فضل المسجد النبوي و الترغيب في شد الرحال إليه وإنما أقول مع وجود هذه الفضيلة لا تساوي فضيلته فضيلة المسجد الحرام عند الجمهور فلو كان شد الرحيل لتحصيل الأجر فحسب لما كان يزعج العزائم بمثله إذا كان يحصل للمرأ في المسجد الحرام أضعاف أضعاف ما يحصل في مسجده صلى الله عليه وسلم ، فانظر هل تشد الرحال إلى المسجد الأقصى مثل ما تشد لمسجده صلى الله عليه وسلم أو قريبا مع تساويهما في الفضل في روايات ، فذلك أدل دليل على أن الذي يحث العزائم هو زيارة قبره صلى الله عليه وسلم . (بالاختصار - معارف السنن ٣/٣٢٩-٣٣٥)

উম্মাহর জমহুর উলামায়ে কেরামের মতে আল্লাহর রাসুলের কবর জিয়ারত শ্রেষ্টতম একটি ইবাদত। এই উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ বরং মান্দুব। আলওয়াফা ২/৪১৫ তে আছে: হানাফীগণ বলেন: নিঃসন্দেহে নবী পাকের কবর জিয়ারত শ্রেষ্টতম একটি মানদুব এবং মুস্তাহাব ইবাদত, বরং এর মর্যাদা ওয়াজিবের কাছাকাছি। মালিকী এবং হাম্বালীগণও অনুরূপ মত পোষণ করেন। তক্বী উদ্দীন আলহিসনী دفع شبه من تشبه وتمرد ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام أحمد" গ্রন্থে বলেন: ইবনে তাইমিয়া ওদের অন্যতম যারা বিশ্বাস করেন এবং ফতোয়া দেন যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম, এতে নামাজ কসর পড়া যাবেনা, সুস্পষ্টভাবে তারা কবরে খলীল (ইবরাহীম আঃ) এবং কবরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথা বলেন।

এমন কে আছে যে মাত্র এক হাজার নামাজের সওয়াব পাওয়ার জন্য আসা যাওয়া প্রায় ৭০০ মাইল সফরের সীমাহীন কষ্ট ভোগ করবে যেখানে সে মসজিদে হারামে কোন ধরনের কষ্ট ভোগ ছাড়া এক লক্ষ নামাজের সওয়াব পাচ্ছে? কখনো না, কখনো না।

আমি মসজিদে নববীর ফজিলত এবং এর উদ্দেশ্যে সফরের তারগীব অস্বীকার করছিনা, কিন্তু জমহুর উলামায়ে কেরামের কাছে মসজিদে নববীর ফজিলত মসজিদে হারামের ফজিলতের সমান নয়। সুতরাং সফরটা যদি কেবলমাত্র সওয়াব হাসিলের নিয়তেই হয় তাহলে মসজিদে হারামে মসজিদে নববীর বহুগুন ফজিলত রেখে কেউ মসজিদে নববীতে যাওয়ার কথা ভাবতনা। তাই দেখুন মসজিদে আক্বসার উদ্দেশ্যে কি সমপরিমাণ বা তার কাছাকাছি সফর করা হয় যে পরিমাণ সফর করা হয় মসজিদে নববীর উদ্দেশ্যে, অথচ এমন কিছু বর্ণনাও আছে যাতে উভয় মসজিদের সমান ফজিলতের বর্ণনা রয়েছে? সুতরাং সবচেয়ে বড় দলীল এটাই

যে, যে কারণে সফরের অনুপ্রেরণা হয় তাহচ্ছে আল্লাহর রাসুলের কবর জিয়ারত। (সংক্ষেপে - মাআরিফুস্ সুনান ৩/৩২৯-৩৩৫।)

মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহঃ'র অভিমত

মাওলানা সাইয়িদ হুসাইন আহমাদ মাদানী সাহেব অত্যন্ত জোরালোভাবে জমহুরের মতকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেন:
ইবনে তাইমিয়া রাহঃ এই বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেন এবং জিয়ারতে রাওদ্বায়ে রাসুল এর উপর একটি পুস্তিকা লিখেন। ইবনে সুবকী রাহঃ ইবনে তাইমিয়ার রদ্দ করেন। অতঃপর ইবনে তাইমিয়ার শাগির্দগণ ইবনে সুবকীর রদ্দে কিতাবাদী লিখেন। হিন্দুস্তানের গায়ের মুকাল্লিদ বা লা মাজহাবীগণ ইবনে তাইমিয়া রাহঃ'র বক্তব্যকে গ্রহণ করেন। ওরা মদীনা মুনাওয়ারায় যান কিন্তু রাওদ্বা পাকের জিয়ারতে যাননা। জিয়ারত করলেও এই উদ্দেশ্যে শদ্দে রিহাল করেন না। তাই মৌলভী বশীর আহমাদ সাহওয়ানী হজ্জ করতে গেলে জিয়ারতের জন্য মদীনা মুনাওয়ারায় যান নাই। একথা জানাজানি হয়ে গেলে তিনি ইবনে তাইমিয়ার প্রমাণাদি সংগ্রহ করে একটি পুস্তিকা লিখেন।
মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব যিনি প্রথম প্রথম নিজেকে মুরাজ্জিহ ফিল্ মাজহাব মনে করতেন, তিনি এই বিষয়ে একটি পুস্তিকা লিখেন এবং ঐসব রেওয়ায়েতকে প্রমাণিত করেন। কিন্তু নাওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেবের সাথে যখন তাঁর মুনাজারাহ্ হয় তখন ফিতনার ভয়ে তিনি পাক্কা হানাফী হয়ে যান।
'লা তুশাদ্দুর রিহাল' হাদীসে শুধুমাত্র মসজিদের হুকুম বর্ণিত হয়েছে, যা হযরত শাহর থেকে ইমাম আহমাদ রাহঃ বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে। গায়ের মুকাল্লিদ বা লা মাজহাবীগণ বলে যে, হাদীসের রাবী শাহর দুর্বল। ওদের উত্তরে বলা যায় যে, হযরত শাহর হচ্ছেন (মুসলিম শরীফে) ইমাম মুসলিম রাহমাতুল্লাহি আলাইহির একজন রাবী।
জমহুরের মাসলাক হল রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারত করা এবং এই উদ্দেশ্যে সফর করা শ্রেষ্ঠতম একটি মুস্তাহাব কাজ। বরং কেউ কেউ ওয়াজিব পর্যন্ত বলেছেন। (সংক্ষেপে-তাক্বরীরে তিরমিজী ৪৭৪/৪৭৫।)

মাওলানা তাক্বী উসমানী সাহেবের অভিমত

দরসে তিরমিজীতে মাওলানা তাক্বী উসমানী সাহেব জমহুরের মাজহাবকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ হাদীস (সনদ হিসেবে) যদিও দুর্বল কিন্তু উম্মাতের আমলে মুতাওয়াতির ঐ বক্তব্যকে শক্তিশালী করছে, 'আওর তাআমুলে মুতাওয়াতির মুস্তাক্বিল দলীল হায়' এবং তাআমুলে মুতাওয়াতির একটি স্বতন্ত্র দলীল। (দরসে তিরমিজী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১১১-১১৫।)

জমহুরের দলীল ঃ রাওদ্বায়ে রাসূল কাবা এবং আরশে আজীম থেকে শ্রেষ্ঠ

তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা হবেনা, এটা কেবলমাত্র দুনিয়ার অন্য সকল মসজিদের উপর অত্র তিন মসজিদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য, যেমন ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম নববী সহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যান্য উলামায়ে কেরাম। সুতরাং কবর শরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা ওয়াজিব, মুস্তাহাব কিংবা জায়েজ এ কথার উপর জমহুরের একটি দলীল হল কবর শরীফ তিন মসজিদ এমনকি আরশে আজীম থেকেও শ্রেষ্ঠ। সুতরাং তিন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ যদি একারণেই হয় যে এই তিন মসজিদ দুনিয়ার অন্য সকল মসজিদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তাহলে একই কারণে কবর শরীফের জিয়ারতের উদ্দেশ্যেও সফর করা জায়েজ।

রাওদ্বায়ে রাসূল কাবা, আরশ এবং কুরসী থেকে শ্রেষ্ঠ ছাহেবে দুররুল মুখতার এর অভিমত

হানাফী মাজহাবের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইমাম ছাহেবে দুররুল মুখতার বলেন :

لا حرم للمدينة عندنا ، ومكة أفضل منها على الراجح ، إلا ما ضم أعضائه عليه الصلاة والسلام ، فإنه أفضل مطلقا حتى من الكعبة والعرش والكرسي . (رد المحتار على الدر المختار ، الجزء الرابع ، كتاب الحج ، صفحة ٥٢ / ٥٣)

আমাদের কাছে মদীনা শরীফের কোন হারাম নেই, প্রবল মতানুসারে মক্কা শরীফ মদীনা শরীফ থেকে শ্রেষ্ঠ, তবে যে অংশটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারকের সাথে লেগে আছে, কারণ তা সাধারণভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ এমনকি কাবা, আরশ এবং কুরসী থেকেও। (রাদ্দুল মুহতার আলাদ্দুররিল মুখতার ৪/৫২-৫৩। আলমুহান্নাদ / আক্বীদায়ে দেওবন্দ ৩৫।)

রাওদ্বায়ে রাসূল আরশ থেকে শ্রেষ্ঠ ঃ আল্লামা আলুসীর অভিমত

বিশ্ববিখ্যাত মুফাসসিরে কুরআন আল্লামা আলুসী রাহঃ বলেন :

البقعة التي ضمته صلى الله عليه وسلم فإنها أفضل البقاع الأرضية والسماوية حتى قيل وبه أقول إنها أفضل من العرش . (روح المعاني : الجزء الثالث عشر ، صفحة ١١١ ، تفسير ضياء القرآن : الجزء الرابع ، صفحة ٤٣٤)

মাটির যে অংশটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারকের সাথে লেগে আছে তা আসমান জমিনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, এমনকি বলা হয় এবং আমিও তাই বলি

যে, রাওদ্বা শরীফ আরশ থেকেও শ্রেষ্ঠ। (রূহুল মাআ'নী ৩/১১১। তাফসীরে দিয়াউল কুরআন ৪/৪৩৪।)

রাওদ্বায়ে রাসূল মক্কা, ক'াবা এমনকি আরশ থেকেও শ্রেষ্ঠ ঃ মুল্লা আলী ক্বারী রাহঃ এর অভিমত

হানফী মাজহাবের প্রখ্যাত ইমাম, ইমাম মুল্লা আলী ক্বারী রাহঃ বলেন :

البقعة التي ضمت أعضائه عليه الصلاة والسلام فإنها أفضل من مكة بل من الكعبة بل من العرش إجماعا . (المرقاة شرح امشكاة ٦ / ١٠) (وانظر المواهب والزرقاني على المواهب ٢٣٤/١٢)

মাটির যে অংশটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারকের সাথে লেগে আছে ইজমার ভিত্তিতে তা মক্কা, কাবা এমনকি আরশ থেকেও শ্রেষ্ঠ। (মিরকাত শরহে মিশকাত ৬/১০। আরো দেখুন মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়্যাহ এবং জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ১২/২৩৪।)

আল্লামা দামাদ আফিন্দী রাহঃ'র অভিমত

মাজমাউল আনহুর গ্রন্থকার আল্লামা আব্দুল্লাহ ইবনে শাইখ মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান দামাদ আফিন্দী রাহঃ বলেন :

وقع الإجماع على أن موضع قبره صلى الله عليه وسلم شرف بقاع الأرض

ইজমা হয়েছে যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের জায়গা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম জায়গা। (মাজমাউল আনহুর ১/৩১২।)

শাইখ জাফর আহমাদ উসমানী রাহঃ বলেন:

শাইখ জাফর আহমাদ উসমানী রাহঃ হানাফী মাজহাবের বিশ্ব বিখ্যাত কিতাব ইলাউস সুনানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণা দি পেশ করার পর বলেন:

ورحم الله طائفة قد أغمضت عيونها عن كل ذلك ، وأنكرت مشروعية زيارة قبر هذا النبي الكريم ، وحرمت عن مثل هذا الفضل العظيم ، وزعمت أن لا ينوى الزائر إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقط ، ولم تدر أن فضيلة المسجد إنما هي لأجل بركة النبي صلى الله عليه وسلم ، فجواز نية المسجد يستدعى جواز نية زيارته صلى الله عليه وسلم بالأولى . فالله يهديهم ويصلح بالهم ، ويرزقنا وجميع المسلمين والمسلمات فضيلة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة قبره ، ويجمع بيننا وبينه كما أمنا به ولم نره . (إعلاء السنن ١٠/ ٥٠٤)

আল্লাহ তা'লা ওদেরকে রহম করুন যারা ঐ সমস্ত দলীল প্রমাণের ব্যাপারে তাদের চোখকে বন্ধ করে রেখেছে এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারতের বৈধতা অস্বীকার করেছে, এহেন মহান ফজিলতকে হারাম সাব্যস্ত করেছে এবং চায় যে জিয়ারতকারী কেবলমাত্র মসজিদে নববীর নিয়ত করবে। কিন্তু ওরা জানেনা যে একমাত্র নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বরকতেই মসজিদের ফজিলত হয়েছে। সুতরাং মসজিদের নিয়ত যদি জায়েজ হয় তাহলে নবীর জিয়ারতের নিয়ত আরো ভালভাবে জায়েজ। আল্লাহ তাদেরকে হেদায়েত করুন এবং তাদের অবস্থাকে সংশোধন করে দিন। আর সকল মুসলমান নর নারীকে নবীর কবর জিয়ারতের মাধ্যমে তাঁর সুহবতের ফজিলত দান করুন। আমরা যেভাবে নবীকে না দেখেই ঈমান এনেছি আল্লাহ আমাদেরকে একত্রিত করে দিন। (ইলাউস্ সুনান ১০/৫০৪।)

জমহুরের দলীল ঃ ইজমা

ইমাম শাওকানী রাহঃ বলেন:

واحتج أيضا من قال بالمشروعية بأنه لم يزل دأب المسلمين القاصدين للحج في جميع الأزمان على تباين الديار ، واختلاف المذاهب الوصول إلى المدينة المشرفة لقصد زيارته ، ويعدون ذلك من أفضل الأعمال ، ولم ينقل أن أحدا أنكر ذلك عليهم فكان إجماعا . (نيل الأوطار ٥/١٠٤) قلتُ : وممن ادعى الإجماع الإمام التقي السبكي وأيده ابن حجر العسقلاني .

যাঁরা এই ধরনের সফর জায়েজ বলে মত ব্যক্ত করেছেন তাঁদের আরেকটি দলীল হল যে, সর্বযুগে সকল দেশের, সকল মাজহাবের হুজ্জাজে কেরাম আল্লাহর রাসুলের জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে আসছেন, তাঁর এটাকে একটি উত্তম আমল হিসেবেও মনে করেন, এবং এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় নাই যে কেউ তাঁদের বিরোধিতা করেছেন, সুতরাং এটা ইজমা। (নাইলুল আওত্বার ৫/ ১০৪।)

ইমাম তক্বী উদ্দীন সুবকী রাহঃও ইজমার দাবী করেছেন এবং ইমাম ইবনে হাজর আসক্বালানী রাহঃ তাঁকে সমর্থন করেছেন।

মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী সাহেব বলেন:

فإذن ابن تيمية أول من خرق هذا الإجماع ، وممن نقل الإجماع فيه القاضي عياض من المالكية والنووي من الشافعية وابن الهمام من الحنفية

সুতরাং ইবনে তাইমিয়া হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি (উম্মাতের) এই ইজমাকে লংঘন করলেন। এ ব্যাপারে আরো যাঁরা ইজমার কথা বর্ণনা করেছেন তাঁদের মধ্যে মালিকী মাজহাবের ক্বাযী আয়াজ, শাফী মাজহাবের ইমাম নববী এবং হানাফী মাজহাবের ইবনুল হুমাম অন্যতম। (মাআরিফুস সুনান ৩/৩৩০।)

জমহুরের দলীল ঃ ক্বিয়াস

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহলে বাক্বী এবং শুহাদায়ে উহুদের জিয়ারত করেছেন। এর উপর ক্বিয়াস করে আল্লামা নুরুদ্দীন আলী বিন আহমদ আসসামহুদী রাহঃ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আল্লাহর রাসূলের জিয়ারত এবং সে উদ্দেশ্যে সফর করাও জায়েজ। (ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৬২।)

জমহুরের দলীল ঃ তাআমুলে সলফ

মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী সাহেব বলেন :

وأما حجة الجمهور في جواز السفر هو تعامل السلف المتوارث فيهم على السفر إلى زيارة روضته المقدسة صلى الله عليه وسلم

সফর জায়েজের ব্যাপারে জমহুরের দলীল হল নবী পাকের রাওদ্বায়ে মুক্বাদ্দাসের জিয়ারতের নিয়তে যুগযুগ ধরে তাআমুলে সলফ বা পূর্বসুরীদের আমল। (মাআরিফুস সুনান ৩/৩৩৫।)

হযরত মাওলানা তাক্বী উসমানী সাহেব বলেন :

সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ হাদীস (সনদ হিসেবে) যদিও দুর্বল কিন্তু উম্মাতের আমলে মুতাওয়াতির ঐ বক্তব্যকে শক্তিশালী করছে, 'আওর তাআমুলে মুতাওয়াতির মুস্তাক্বিল দলীল হ্যায়' এবং তাআমুলে মুতাওয়াতির একটি স্বতন্ত্র দলীল। (দরসে তিরমিজী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১১১-১১৫।)

ফতোয়ায়ে আলমগীরী

হানাফী মাজহাবের বিশ্ববিখ্যাত ফতোয়ার কিতাব ফতোয়ায়ে আলমগীরীতে বলা হয়েছে :

قال مشائخنا رحمهم الله تعالى إنها أفضل المندوبات ، وفي مناسك الفارسي وشرح المختار إنها قريبة من الوجوب لمن له سعة ، والحج إن كان فرضا فالأحسن أن يبدأ به ثم يثني بالزيارة ، وإن كان نفلا كان بالخيار ، فإذا نوى زيارة القبر فلينو معه زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال ، وفي الحديث " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى" (الفتاوى الهندية : الجزء الأول : كتاب الحج : خاتمة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مطلب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم صفحة ٢٦٥)

আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেন আল্লাহর রাসুলের কবর জিয়ারত শ্রেষ্টতম মানদুব আমল। মানাসিকুল ফারিসী এবং শরহুল মুখতারে আছে সামর্থবানদের জন্য হুজুরের জিয়ারত করা ওয়াজিবের কাছাকছি। হজ্জ যদি ফরজ হয় তাহলে উত্তম হল প্রথমে হাজ্জ তারপরে

জিয়ারত করবে, হাজ্জ নফল হলে হাজী সাহেবের এখতিয়ার। কবর শরীফের জিয়ারতের নিয়তের সাথে মসজিদে নববীর জিয়ারতের নিয়তও করবে, কেননা মসজিদে নববী তিন মসজিদের অন্যতম একটি মসজিদ যার
নিয়তে সফর করা হয়। হাদীস শরীফে এসেছে ' সফর করা হবেনা তবে তিন মসজিদ ব্যতীত : মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আক্বসা। (আল্‌ফাতাওয়াল হিন্দিয়াহ ১/২৬৫।)

ইমাম আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম

হানাফী মাজহাবের বিশিষ্ট ইমাম, ইমাম আল্লামা কামালুদ্দীন ইবনুল হুমাম রাহঃ বলেন:

قال مشائخنا رحمهم الله تعالى (زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم) من أفضل المندوبات ، وفي مناسك الفارسي وشرح المختار أنها قريبة من الوجوب لمن له سعة ، روى الدار قطني والبزار عنه عليه السلام " من زار قبري وجبت له شفاعتي " واخرج الدار قطني عنه عليه السلام " من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة" وأخرج الدارقطني أيضا " من حج وزار قبري بعد موتي كان كمن زارني في حياتي" هذا ، والحج إن كان فرضا فالأحسن أن يبدأ به ، ثم يثني بالزيارة ، وإن كان تطوعا كان بالخيار ، فإذا نوى زيارة القبر فلينو معه زيارة المسجد ، أي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال في الحديث " لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى " وإذا توجه إلى الزيارة يكثر من الصلاة والسلام عليه وسلم مدة الطريق ، والأولى فيما يقع عند العبد الضعيف تجريد النية لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إذا حصل له إذا قدم زيارة المسجد أو يستفتح فضل الله تعالى في مرة أخرى ينويهما فيها ، لأن في ذلك زيادة تعظيمه صلى الله عليه وسلم وإجلاله ، ويوافقه ظاهر ما ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم " لا تعمله حاجة إلا زيارتي " (فتح القدير : الجزء الثالث : كتاب الحج : المقصد الثالث في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، صفحة ٩٤)

আমাদের মাশায়েখগণ আল্লাহর নবীর কবর জিয়ারত সম্পর্কে বলেন ইহা শ্রেষ্ঠতম একটি মানদূব ইবাদত। মানাসিকুল ফারিসী এবং শরহুল মুখতারে আছে সামর্থবানদের জন্য হুজুরের জিয়ারত করা ওয়াজিবের কাছাকাছি। দারুকুত্বনী এবং বাজ্জার হুজুরের হাদীস বর্ণনা করেছেন ' যে আমার কবর জিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব।' দারুকুত্বনী আরো বর্ণনা করেন ' যে কেবলমাত্র আমারই জিয়ারতের নিয়তে আমার কাছে আসল আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করা।' তিনি আরো বর্ণনা করেন ' যে হজ্জ করল এবং আমার মউতের পর আমার কবর জিয়ারত করল সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করল।' হজ্জ যদি ফরজ হয় তাহলে উত্তম হল প্রথমে হাজ্জ তারপরে জিয়ারত করবে, হাজ্জ নফল হলে হাজী সাহেবের এখতিয়ার। কবর

শরীফের জিয়ারতের নিয়তের সাথে মসজিদে নববীর জিয়ারতের নিয়তও করবে, কেননা মসজিদে নববী তিন মসজিদের অন্যতম একটি মসজিদ যার নিয়তে সফর করা হয়। হাদীস শরীফে এসেছে ' সফর করা হবেনা তবে তিন মসজিদ ব্যতীত : মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আক্বসা। জিয়ারতের নিয়তে রওয়ানা দেয়ার পর পুরা রাস্তা বেশী বেশী সালাত ও সালাম পড়বে। আমি নগণ্যের কাছে এটাই উত্তম যে, কেবলমাত্র আল্লাহর নবীর কবর জিয়ারতের নিয়তই করবে। অতঃপর যখন পৌঁছে যাবে তখন আগে মসজিদের জিয়ারত করে নিবে নতুবা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে যাতে আরেকবার উভয় নিয়তে জিয়ারত নসীব হয়। কেননা এতে নবীর প্রতি অধিক তাজীমের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাছাড়া হুজুরের হাদীসও এটাই সমর্থন করে ' যে কেবলমাত্র আমার জিয়ারতে আসে।' (ফাতহুল ক্বাদীর ৩/৯৪।)

ইমাম ইবনে নজীম হানাফী রাহঃ'র অভিমত

ইমাম জাইনুল আবিদীন ইবনে ইবরাহীম ইবনে নজীম হানাফী রাহঃ বলেন :

يبدأ بالحج الفرض قبل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ويخير إن كان تطوعا

হজ্জ ফরজ হলে জিয়ারতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগে হজ্জ করবে আর হজ্জ নফল হলে হাজীর এখতিয়ার। (আলআশবাহ ওয়ান্ নাজাইর ১৭৬।)

আল্লামা শামীর অভিমত

আল্লামা শামী রাহঃ বলেন:

زيارة قبره مندوبة أي بإجماع المسلمين كما في اللباب (٤/٥٣) قال ابن الهمام : والأولى فيما يقع عند العبد الضعيف تجريد النية لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم إذا حصل له إذا قدم زيارة المسجد أو يستفتح فضل الله تعالى في مرة أخرى ينويهما فيها ، لأن في ذلك زيادة تعظيمه صلى الله عليه وسلم وإجلاله ، ويوافقه ظاهر ما ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم "من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون له شفيعا يوم القيامة" (أخرجه الطبراني في الكبير ١٢/٢٩١)
وفي الحديث المتفق عليه " لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى " والمعنى كما أفاده في الإحياء أنه لا تشد الرحال لمسجد من المساجد إلا لهذه الثلاثة لما فيها من المضاعفة بخلاف بقية المساجد فإنها متساوية في ذلك (رد المحتار على الدر المختار ٤/٥٤-٥٥)

মুসলমানদের ইজমা'র ভিত্তিতে আল্লাহর রাসূলের কবর জিয়ারত মানদূব, যেমন আল্লুবাব গ্রন্থে আছে। (৪/৫৩।) ইবনুল হুমাম বলেন : আমি নগণ্যের কাছে এটাই উত্তম যে, কেবলমাত্র আল্লাহর নবীর কবর জিয়ারতের নিয়তই করবে। অতঃপর যখন পৌঁছে যাবে তখন আগে মসজিদের জিয়ারত করে নিবে নতুবা আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে যাতে আরেকবার উভয় নিয়তে জিয়ারত নসীব হয়। কেননা এতে নবীর প্রতি অধিক তাজীমের

বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাছাড়া হুজুরের হাদীসও এটাই সমর্থন করে' যে কেবলমাত্র আমারই জিয়ারতের নিয়তে আমার কাছে আসল আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করা। (ত্বাবারানী ফিল কাবীর ১২/২৯১।)
মুত্তাফাক্ব আলাইহি হাদীস '' সফর করা হবেনা তবে তিন মসজিদ ব্যতীত : মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদে আক্বসা।'' ইহয়াউ উলুমিদ্দীন এ ইমাম গাজ্জালী রাহঃ'র বক্তব্যানুযায়ী যার মর্ম হল, তিন মসজিদ ছাড়া অন্য কোন 'মসজিদের' নিয়তে সফর করা হবেনা। কেননা এই তিন মসজিদে যে মহান ফজিলত রয়েছে অন্য কোন মসজিদে তা নেই, কারণ বাকী সব মসজিদ ফজিলতের দিক থেকে সমান। (রাদ্দুল মুহতার আলাদ্দুররিল মুখতার ৪/৫৪-৫৫।)

শাইখ খলীল মুহি উদ্দীন রাহঃ'র বলেন

শাইখে আজহারে লুবনান শাইখ মুহি উদ্দীন আলমীস রাহঃ বলেন :

قال الفاضل اللكهنوي في شرح الموطـا : إن العلمـاء اتفقوا على أن زيـارة قبره صلى الله عليه وسلم من أعظـم القربـات وأفضـل المشـروعات ، ومـن نـازع في مشروعيته فقد ضل وأضل ، فقيل إنه سنة ، وقيل إنـه واجب ، وقيل قريب من الواجبات بحديث "من حج ولم يزرني فقد جفـاني" وبالأحـاديث الأخر المرويـة في الطبراني والدار قطني وابن عدي وغيرهم ، وقد أخطأ ابن تيمية حيث ظن أن الأحاديث الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة بل موضوعـة . (تعليق على شرح مسند أبي حنيفة للقاري)

মুয়াত্ত্বা শরীফের ব্যাখ্যায় ফাজিলে লক্ষ্ণভী বলেছেন : উলামায়ে কেরাম একমত যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর জিয়ারত শ্রেষ্ঠতম একটি ইবাদত এবং জায়েজ আমল। যে এই জিয়ারত জায়েজ হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ করে সে নিজেও গোমরাহ এবং অপরকেও গোমরাহ করে। এই জিয়ারত কেউ বলেছেন সুন্নাত, আবার কেউ বলেছেন ওয়াজিব, অন্য কেউ বলেছেন ওয়াজিবের কাছাকাছি। দলীল হল আল্লাহর রাসূলের হাদীস ' যে হজ্জ করল অথচ আমার জিয়ারত করলনা সে আমাকে কষ্ট দিল।' ত্বাবারানী, দারুকুত্বনী এবং ইবনে আদী বর্ণিত অন্যান্য হাদীসও এর দলীল। ইবনে তাইমিয়া মারাত্মক ভুল করেছেন এই মনে করে যে, এই অধ্যায়ে বর্ণিত সকল হাদীস দুর্বল বরং বানোয়াট। (টীকা : শরহে মুসনাদ ইমাম আবু হানিফা / মুল্লা আলী ক্বারী ২০১।

দাঁমাদ আফিন্দী রাহঃ'র অভিমত

فإذا نواها فلينو معها زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

যখন রাওদ্বা শরীফের জিয়ারতের নিয়ত করবে তখন সাথে মসজিদে নববীর জিয়ারতের নিয়তও করে নিবে। (মাজমাউল আনহুর ১/৩১৩।)

আল্লামা ইবনে কুদামাহ হাম্বালী রাহঃ'র অভিমত

ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما روى الدارقطني عن ابن عمر "من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي " وفي رواية "من زار قبري وجبت له شفاعتي " وقال أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ما من أحد يسلم علي عند قبري إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام (المغني ٥/٤٦٥)

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর জিয়ারত মুস্তাহাব। ইমাম দারুকুত্নী রাহঃ হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহর রাসূল বলেছেন : যে হজ্জ করল অতঃপর আমার ওফাতের পর আমার কবর জিয়ারত করল সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে দেখা করল। অন্য বর্ণনায় আছে : যে আমার কবর জিয়ারত করল তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে গেল। ইমাম আহমাদ রাহঃ হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন : যে কেউ আমার কবরের পাশে এসে আমাকে সালাম দেয় আল্লাহ আমার রূহকে ফিরিয়ে দেন যাতে আমি তার সালামের জবাব দেই। (আলমুগনী ৫/৪৬৫।)

ইমাম সাখাওয়ী রাহঃ'র অভিমত

ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম শাইখ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রাহমান সাখাওয়ী রাহঃ বলেন :

وقد اتفق الأئمة من بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا على أن ذلك من أفضل القربات (القول البديع ١٦٠)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওফাত শরীফের পর থেকে নিয়ে আমাদের এই জামানা পর্যন্ত সমস্ত আইম্মায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, জিয়ারতে কুবরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি শ্রেষ্টতম নেক আমল। (আলক্বাউলুল বাদী' ১৬০।)

আরো কতিপয় উলামায়ে কেরামের অভিমত

ইমাম সুবকী রাহঃ তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত শিফাউস্ সিক্বাম ফী জিয়ারাতি খাইরিল আনাম গ্রন্থে জিয়ারতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শ্রেষ্টতম একটি নেক আমল, মুস্তাহাব, সুন্নাত, ওয়াজিবের কাছাকাছি, ওয়াজিব উলামায়ে কেরামের এই ধরনের অনেক অভিমত উল্লেখ করেছেন। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হল:

কাযী আবু তাইয়িব : হজ্জ কিংবা উমরাহর পর আল্লাহর নবীর কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব।

মাহামিলী তাঁর তাজরীদ নামক গ্রন্থে : হাজীদের জন্য মক্কা শরীফের কাজ শেষ করার পর আল্লাহর রাসূলের কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব।

আবু আব্দিল্লাহ হুসাইন ইবনে হাসান হিলমী : বর্তমানে জিয়ারত হচ্ছে হুজুরের অন্যতম তা'জীম।
মাওরিদী: জিয়ারতে কবরে রাসুল একটি অন্যতম মানদুব আমল। (আলআহকামুস্ সুলত্বানিয়্যাহ ১৩৮/৩৯।)
ক্বাযী হুসাইন : হজ্জের পরে আল্লাহর রাসূলের কবর শরীফ জিয়ারত করবে।
রুয়ানী : হজ্জের পর জিয়ারতে কবরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুস্তাহাব।
আল্লামা কিরমানী, আল্লামা আবুল্লাইছ সমরকন্দী : ওয়াজিবের কাছাকাছি।
নাজমুদ্দীন ইবনে হামদান হাম্বালী ঃ হাজীদের জন্য আল্লাহর রাসূলের কবর জিয়ারত করা সুন্নাত।
আবু ইমরান মালিকী ঃ আল্লাহর রাসূলের কবর জিয়ারত করা ওয়াজিব।
আবু মুহাম্মাদ আব্দুল করীম মালিকী ঃ সামর্থবানদের জন্য এই কাজ ত্যাগ করা উচিৎ নয়।

ফতোয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ

ফতোয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ৬ষ্ঠ খন্ড, প্রশ্ন নং ১১৭ ঃ হজ্জ করার পর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারতের হুকুম কি? ওয়াজিব নাকি মুস্তাহাব? জনৈক মৌলভী সাহেব বলেন যে, আলমগীরী এবং শামী কিতাবে রাওদ্বা শরীফের জিয়ারত মুস্তাহাব লেখা হয়েছে, ইহা কি ঠিক?
উত্তরঃ ঐসব কিতাবে যা আছে তা শুদ্ধ। জিয়ারতে মদীনা তাইয়্যিবা একটি মুস্তাহাব কাজ এবং ইহাই শুদ্ধ। কিছু কিছু উলামা ওয়াজিবও বলে থাকেন। যেমন দুররে মুখতারে আছে 'আল্লাহর রাসূলের কবর জিয়ারত মানদুব বরং বলা হয়েছে সামর্থবানদের জন্য ওয়াজিব। শামীতে আছে : মুসলমানদের ইজমা' র ভিত্তিতে আল্লাহর রাসূলের কবর জিয়ারত মানদুব, যেমন আল্লুবাব গ্রন্থে আছে। (ফতোয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ ৬ষ্ঠ খন্ড, প্রশ্ন নং ১১৭, পৃষ্ঠা ৫৭৯-৫৮১।)

আক্বীদায়ে উলামায়ে দেওবন্দ

বজলুল মাজহুদ গ্রন্থকার হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানফুরী রাহঃ বিরচিত উলামায়ে দেওবন্দের আক্বীদার কিতাব 'আলমুহান্নাদ আলাল্ মুফান্নাদ'' এ শদ্দে রিহাল, মাহফিলে মীলাদ, হায়াতুন্নবী, তাক্বলীদ প্রভৃতি ২৬টি প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। ১৩২৫ হিজরীতে হারামাইন শরীফাইনের সম্মানিত উলামায়ে কেরাম উলামায়ে দেওবন্দকে এইসব প্রশ্ন করেছিলেন। এখানে সংক্ষেপে কেবলমাত্র শদ্দে রিহাল' সম্পর্কে উলামায়ে দেওবন্দের আক্বীদা তুলে ধরা হল।
প্রশ্ন ঃ ১/২ ঃ

(١) ما قولكم في شد الرحال إلى زيارة سيد الكائنات عليه أفضل الصلوات والتحيات وعلى آله وصحبه (٢) أي الأمرين أحب إليكم وأفضل لدى أكابركم للزائر هل ينوي وقت الارتحال للزيارة زيارته عليه السلام أو ينوى المسجد أيضا ، وقد قال الوهابية إن المسافر إلى المدينة لا ينوي إلا المسجد النبوي (المهند ٢٨/٢٩)

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারতের নিয়তে সফর বিষয়ে আপনাদের অভিমত কি? (২) সফরের সময় আল্লাহর রাসূলের জিয়ারতের নিয়ত এবং মসজিদের জিয়ারতের নিয়ত এই দুটির মধ্যে কোনটি আপনাদের কাছে প্রিয় এবং আপনাদের বুজুর্গদের মতে শ্রেষ্ঠ? ওয়াহাবীগণ বলে যে, মদীনার মুসাফির কেবলমাত্র মসজিদে নববীর নিয়ত করবে। (আলমুহান্নাদ ২৮/২৯)

উত্তর: ১/২ঃ

عندنا وعند مشائخنا زيارة قبر سيد المرسلين (روحي فداه) من أعظم القربات ، وأهم المثوبات ، وأنجح لنيل الدرجات ، بل قريبة من الواجبات ، وإن كان حصوله بشد الرحال وبذل المهج والأموال ، وينوي وقت الارتحال زيارته عليه ألف ألف تحية وسلام ، وينوي معها زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وغيره من البقاع والمشاهد الشريفة ، بل الأولى ما قاله الهمام ابن الهمام أن يجرد النية لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام .. .. ولما ما قالت الوهابية من أن المسافر إلى المدينة المنورة على ساكنها ألف ألف تحية لا ينوي إلا المسجد الشريف استدلالا بقوله عليه الصلاة والسلام " لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد " فمردود ، لأن الحديث لا يدل على المنع أصلا ، بل لو تأمله ذو فهم ثاقب لعلم أنه بدلالة النص يدل على الجواز ، فإن العلة التي استثنى بها المساجد الثلاثة من عموم المساجد أو البقاع هو فضلها المختص بها ، وهو مع الزيادة موجود في البقعة الشريفة ، فإن البقعة الشريفة والرحبة المنيفة التي ضم أعضائه صلى الله عليه وسلم أفضل مطلقا حتى من الكعبة ومن العرش والكرسي ، كما صرح به فقهائنا رضي الله عنهم ، ولما استثنى المساجد لذلك الفضل الخاص فأولى ثم أولى أن يستثنى البقعة المباركة لذلك الفضل العام (المهند على المفند ٣٤/٣٥)

আমাদের কাছে এবং আমাদের মাশায়েখদের কাছে সাইয়্যিদুল মুরসালীন এর কবর জিয়ারত একটি মহান ইবাদত, প্রধান একটি সওয়াবের কাজ এবং কামিয়াবী হাসিলের একটি সফল ওসিলা, বরং ওয়াজিবের কাছাকাছি, যদি ইহা হাসিল করতে শদ্দে রিহাল এবং জান ও মাল কুরবানও করতে হয়। সফরের সময় আল্লাহর রাসূলের জিয়ারতের নিয়ত করবে এবং সাথে সাথে মসজিদে নববী ও অন্যান্য মাশাহিদে শরীফারও নিয়ত করবে। বরং আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহঃ এর মতই সর্বোত্তম যে, জিয়ারতকারী শুধুমাত্র আল্লাহর রাসূলের কবর জিয়ারতের নিয়ত করবে। .. .. আল্লাহর রাসূলের হাদীস ' তিন মসজিদ ছাড়া সফর করা হবেনা' এর দলীলে ওয়াহাবীদের বক্তব্য ' মদীনা মুনাওয়ারার মুসাফির কেবলমাত্র

মসজিদের নিয়ত করবে - একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা হাদীসটি আসলে কোনভাবেই নিষেধাজ্ঞা প্রমাণ করেনা। বরং সমঝদার কেউ যদি চিন্তা করেন তিনি দেখবেন এই হাদীসই দলালতে নসের দ্বারা সফর জায়েজ প্রমাণ করে। কেননা যে কারণে দুনিয়ার অন্য সকল মসজিদ ও স্থান থেকে এই তিন মসজিদকে আলাদা করা হয়েছে তা হচ্ছে এর বিশেষ ফজিলত। অথচ রাওদ্বা শরীফের ফজিলত এর চেয়ে অনেক বেশী। কেননা রাওদ্বা শরীফ তথা যে অংশটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দেহ মুবারকের সাথে লেগে আছে, তা সাধারণভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ এমনকি কাবা, আরশ এবং কুরসী থেকেও। এভাবেই আমাদের ফক্বীহগণ মত ব্যক্ত করেছেন। তিন মসজিদের বিশেষ ফজিলতের কারণে যদি সে নিয়তে সফর করা যায় তবে রাওদ্বা শরীফের সাধারণ ফজিলতের জন্য আরো অনেক ভালভাবেই সফর করা যায়। (আলমুহান্নাদ ৩৪/৩৫।)

মাওলানা জামী রাহঃ এবং জিয়ারতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আশিকে রাসূল আল্লামা আব্দুর রাহমান জামী রাহঃ এর হুব্বে রাসূল এবং জিয়ারতে রাসূলের চমকপ্রদ ঘটনাটি শুনেননি এমন মুসলমান হয়তো খুব কমই আছেন। শাইখুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া রাহঃ তাঁর ফাজাইলে আমাল এর ফাজাইলে দুরূদ অংশের শেষভাগে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন:

আল্লামা জামী রাহঃ আল্লাহর রাসূলের শানে একটি কাছীদা লেখেন। উনার মনে এই আশা ছিল যে, হজ্জ শেষে তিনি যখন জিয়ারতে রাওদ্বায়ে রাসূলের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনাওয়ারায় পৌছবেন তখন তিনি কাছীদাটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠ করে শুনাবেন। হজ্জ সমাপন করে তিনি যখন মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিবেন তখন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা শরীফের আমীরকে স্বপ্নে নির্দেশ দিলেন জামীকে মদীনায় আসতে বারণ করো। আমীর তাঁকে নিষেধ করে দিলেন। আল্লামা জামী পেরেশান হয়ে গেলেন, নবীপ্রেম প্রবল থেকে প্রবলতর ভাবে তাঁর মনকে নাড়া দিতে লাগল, তিনি আমীরের নিষেধ উপেক্ষা করে গোপনে মদীনা রওয়ানা হয়ে গেলেন। আমীরে মক্কা দ্বিতীয়বার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলেন, হুজুর আমীরকে বললেন জামী গোপনে রওয়ানা হয়ে গেছে তুমি তাকে মদীনা পৌছতে দিওনা। আমীরে মক্কা লোক পাঠিয়ে আল্লামা জামীকে ধরে নিয়ে গেলেন এবং জেলখানায় বন্দী করে রাখলেন। এর পর তৃতীয়বার আমীরে মক্কা আল্লাহর রাসূলকে স্বপ্নে দেখলেন, আল্লাহর রাসূল বললেন: হে আমীরে মক্কা! জামী কোন অপরাধী নয়, সে একটি কাছীদা লিখেছে, তার ইচ্ছা সে ঐ কাছীদাটি আমার কবরের পাশে এসে পাঠ করে আমাকে শুনাবে। সে যদি ইহা করে তবে মুছাফাহার জন্য কবর থেকে আমার হাত বাহির হবে, যাতে ফিতনা হতে পারে। এই স্বপ্ন দেখার আমীরে মক্কা আল্লামা জামী রাহঃকে মুক্তি দিলেন এবং তাঁকে অনেক ইজ্জত সম্মান প্রদর্শন করলেন। (ফাজাইলে আমাল ঃ ফাজাইলে দরূদ অংশ ১১৮।)

উম্মাতের জিয়ারতে সাইয়িদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহঃ বর্ণনা করেন যে, ইবনে সাবিত নামে মক্কা শরীফে জনৈক লোক ছিলেন। তিনি কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দেয়ার জন্য একাধারে ৬০ বছর মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ সফর করেন। কোন কারণ বশতঃ কোন এক বছর তিনি আল্লাহর রাসূলের জিয়ারতে যেতে পারেননি, তিনি একদা হুজরায় তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন এমন সময় তিনি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীদার লাভ করেন। নবীজী বললেন:

يا ابن ثابت ! لم تزرنا فزرناك

হে ইবনে সাবিত! তুমি আমার জিয়ারতে আস নাই তাই আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। ('তানভীরুল হালাক ফী ইমকানি রুয়াতিন্ নাবিয়্যি ওয়াল্ মালাক' ২৭/২৮।)

রাহমাতুল্লিল আলামীনের মেহমানদারী

(১) আল্লামা ইবনুল জাওজী এবং আল্লামা সামহুদী রাহ: হযরত আবু বকর ইবনুল মিনক্কারী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا على حالة ، فأثر فينا الجوع ، فواصلنا ذلك اليوم ، فلما كان وقت العشاء حضرت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت : يا رسول الله الجوع الجوع!! وانصرفت فقال لي أبو الشيخ : اجلس فإما أن يكون الرزق أو الموت

فقال أبو بكر : فنمت أنا ، وأبو الشيخ ، والطبراني جالس ينظر في شيء ، فحضر بالباب علوي فدق الباب ، فإذا معه غلامان مع كل واحد منهما زنبيل كبير فيه شيء كثير ، فجلسنا وأكلنا ، وظننا أن الباقي يأخذه الغلام ، فولى وترك عندنا الباقي ، فلما فرغنا من الطعام قال العلوي : يا قوم ، أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم فأمرني بحمل شيء إليكم ! (الوفا ١٥٣٦، وفاء الوفا ١٣٨٠/٤)

আমি, ত্বাবারানী (বাংলা ভাষাবাসী অনেক লেখকই তিবরানী লিখে থাকেন, আমি বিভিন্ন সময় ত্বাবারনী লিখেছি, উপরের এবারতের হরকত দেয়া, দেখা যাচ্ছে ত্বাবারানী।)এবং আবুশ্ শাইখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হারাম শরীফে বড়ই ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছিলাম। আমরা ঐ দিনটা কাটালাম, এশার সময় আমি আল্লাহর রাসূলের কবরের কাছে হাজির হয়ে বললাম : ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা বড়ই ক্ষুধার্ত, আমরা বড়ই ক্ষুধার্ত! এই বলে আমরা ফিরে এলাম।

আবুশ শাইখ বললেন: বসে পড়, হয়তো খাবার আসবে নতুবা মৃত্যু আসবে।

আবু বকর বলেন: আমি এবং আবুশ শাইখ ঘুমিয়ে পড়লাম। ত্বাবারানী চিন্তামগ্ন হয়ে বসে রইলেন। হঠাৎ একজন আলাভী এসে দরজায় নাড়া দিল, দরজা খুলে আমরা দেখলাম তার

সাথে দুইজন বালক, তাদের হাতে দুইটি বড় বড় থলি, তাতে রয়েছে অনেক জিনিষ। আমরা বসে খাওয়া দাওয়া করলাম। আমরা ভেবেছিলাম বালকটি অবশিষ্টাংশ নিয়ে যাবে, কিন্তু সে আমাদের কাছে সব রেখে চলে গেল। খাবার শেষ হলে পরে আলাভী বললেন: তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের কাছে অভিযোগ করেছ? আমি আল্লাহর রাসূলকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে তোমাদের কাছে কিছু পৌছাবার জন্য আদেশ করলেন। (আলওয়াফা ১৫৩৬।)

(২) শাইখ আবুল খায়ের রাহঃ বলেন ঃ

دخلت مدينة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأنا بفاقة ، فأقمت خمسة أيام ما ذقت ذواقا ، فتقدمت إلى القبر وسلمت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر ، وقلت : أنا ضيفك الليلة يا رسول الله ! وتنحيت ونمت خلف القبر ، فرأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله وعلي بن أبي طالب بين يديه ، فحركني علي وقال : قم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقمت إليه وقبلت بين عينيه ، فدفع إلي رغيفا ، فأكلت نصفه ، وانتبهت فإذا في يدي نصف رغيف (وفاء الوفا ٤/١٣٨١، القول البديع ١٥٥)

আমি একবার মদীনা মুনাওয়ারায় হাজির হয়ে পাচ দিন পর্যন্ত উপোস থাকতে হয়। অবশেষে আমি হুজুরের এবং শাইখাইনের কবরে গিয়ে সালাম দিয়ে আরজ করলাম ইয়া রাসুলাল্লাহ! আজ রাতে আমি আপনার মেহমান। এই বলে আমি কবর শরীফের পিছনে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখি হুজুরে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ এনেছেন, ডানে হযরত আবু বকর, বামে হযরত উমর এবং সামনে হযরত আলী রাদিঃ। হযরত আলী রাদিঃ আমাকে বললেন: উঠ, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ এনেছেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং হুজুরের দুই চোখের মধ্যখানে চুমু দিলাম। হুজুর আমাকে একটি রুটী দিলেন, আমি উহার অর্ধেক খেয়ে ফেললাম। তারপর যখন সজাগ হলাম তখন বাকী অর্ধেক আমার হাতে ছিল। (ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/১৩৮১। আলক্বাউলুল্ বাদী' ১৫৫। ফাজাইলে হজ্জ ১৫৫।)

(৩) হযরত ইবনুল জাল্লাদ বলেন:

دخلت مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وبي فاقة ، فتقدمت إلى القبر وقلت : ضيفك ، فغفوت فرأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأعطاني رغيفا ، فأكلت نصفه ، وانتبهت وبيدي النصف الأخر (وفاء الوفا ٤/١٣٨١)

আমি একবার ক্ষুধার্ত অবস্থায় মদীনা শরীফে হাজির হয়েছিলাম। আমি কবর শরীফের কাছে গিয়ে বললাম : ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মেহমান। অতঃপর আমি সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলাম, তিনি আমাকে একটি রুটি দিলেন, আমি অর্ধেক খেয়ে ফেললাম, তারপর যখন সজাগ হলাম তখন বাকী অর্ধেক আমার হাতে ছিল। (ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৮১।)

(৪) শরীফ আবু মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম বিন আব্দুর রাহমান আলহুসাইনী আলফাসী রাহঃ বলেন :

أقمت بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام لم أستطعم فيها ، فأتيت عند منبره صلى الله عليه وسلم فركعت ركعتين وقلت : يا جدي جعت وأتمنى عليك ثردة ، ثم غلبتني عيني فنمت ، فبينا أنا نائم وإذا برجل يوقظني ، فانتبهت فرأيت معه قدحا من خشب وفيه ثريد وسمن ولحم وأفاويه ، فقال لي : كل ، فقلت له : من أين هذا؟ فقال : إن صغاري لهم ثلاثة أيام يتمنون هذا الطعام ، فلما كان اليوم فتح الله لي بشيء عملت به هذا ، ثم نمت فرأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في النوم وهو يقول : إن أحد إخوانك تمنى على هذا الطعام فأطعمه (وفاء الوفا ١٣٨٢/٤)

আমি একবার মদীনা শরীফে তিন দিন পর্যন্ত ভুখা ছিলাম, আমি নবীজীর মিম্বর শরীফের নিকটে গিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়ে বললাম: দাদাজান আমি ভুখা আছি এবং ছরীদ খেতে আমার মন চায়। অতঃপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ক্ষনিক পরে এক ব্যক্তি আমাকে জাগিয়ে তুললেন, তার সাথে একটি পেয়ালায় ছরীদ, ঘি, গোশত প্রভৃতি ছিল। তিনি আমাকে খেতে বললেন। আমি বললাম ইহা কোথা হতে আসল? তিনি উত্তর দিলেন আমার সন্তানগণ তিনদিন পর্যন্ত ইহা খেতে চায়, আল্লাহ আমাকে ব্যবস্থা করে দিলেন। খাবার পাক করে আমি ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপ্নে দেখি নবীজী আমাকে বলছেন: তোমার এক ভাই এই খাবার খেতে চায়, তুমি তার মেহমানদারী করো। (ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৮২।)

সাইয়্যিদ আহমাদ রেফায়ী রাহঃ কর্তৃক আল্লাহর রাসূলের হস্ত মুবারক চুম্বন

সাইয়্যিদ আহমাদ রেফায়ী রাহঃ জিয়ারতে গেলে কবর শরীফ হতে হাত মুবারক বাড়িয়ে দেয়া হয়, সাইয়্যিদ সাহেব তখন হাত মুবারকে চুমু খান। ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ তাঁর 'তানভীরুল হালাক ফী ইমকানি রুয়াতিন নাবিয়্যি ওয়াল মালাক' কিতাবে এবং শাইখুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া রাহঃ তাঁর ফাজাইলে আমাল এর ফাজাইলে দুরূদ অংশের শেষভাগে এবং ফাজাইলে হাজ্জ এর ১৫৮পৃষ্ঠায় ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন:

সাইয়্যিদ আহমাদ রেফায়ী রাহঃ একজন মশহুর ছুফী বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। ৫৫৫ হিজরীতে তিনি যখন আল্লাহর রাসূলের জিয়ারতের জন্য হাজির হন এবং কবরে আতহার এর নিকটে দাঁড়িয়ে দুটি শের (কাছীদা) পড়েন তখন কবর শরীফ হতে হাত মুবারক বাড়িয়ে দেয়া হয়, সাইয়্যিদ সাহেব তখন হাত মুবারকে চুমু দেন। (ফাজাইলে আমাল ঃ ফাজাইলে দরুদ অংশ ১১৮।)

শের দুটি হল:

في حالة البعد روحي كنت أرسلها   تقبل الأرض عني وهي نائبتي
وهذه دولة الأشباح قد حضرت   فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي

দূরে থাকাকালীন আমি আমার রুহকে হুজুরের খেদমতে পাঠিয়ে দিতাম, সে আমার নায়েব হয়ে আস্তানা শরীফে চুমু দিত। আজ আমি স্বশরীরে দরবারে হাজির হয়েছি, হুজুর আজ

আপনার হস্ত মুবারক বাড়িয়ে দিন যেন আমার ঠোট উহাকে চুম্বন করে তৃপ্তি হাসিল করতে পারে।'

বয়াত পড়ার সংগে সংগে কবর শরীফ হতে হাত মুবারক বাহির হয়ে আসে এবং হযরত রেফায়ী রাহঃ উহাকে চুম্বন করে ধন্য হন। বলা হয় যে, সেই সময় মসজিদে নববীতে নব্বই হাজার লোকের সমাগম ছিল সকলেই বিদ্যুতের মত হাত মুবারক দেখতে পায়। তাঁদের মধ্যে মাহবুবে ছুবহানী হযরত আব্দুল ক্বাদীর জিলানী রাহঃও ছিলেন। ('তানভীরুল হালাক্ ফী ইমকানি রুয়াতিন্ নাবিয়্যি ওয়াল্ মালাক' ২২। ফাজাইলে হজ্জ ১৫৮।)

আল্লাহর রাসূলের জিয়ারতে হযরত উয়াইছ ক্বারনী রাহঃ

শাইখুল হাদীস জাকারিয়া সাহেব লিখেন: বিখ্যাত তাবিঈ উয়াইছ ক্বারনী মায়ের খেদমতের কারণে জামানা পাওয়া স্বত্বেও হুজুরের খেদমতে হাজির হতে পারেননি। তিনি যখন হজ্জ করে আল্লাহর রাসূলের জিয়ারতে আসেন এবং মসজিদে নববীতে প্রবেশ করেন, কেহ একজন ইশারায় তাঁকে আল্লাহর রাসূলের রাওদ্বায়ে আত্বহার দেখিয়ে দিলেন। কবর শরীফে নজর পড়ার সাথে সাথে তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন। হুশ হলে পরে বলেন: যেখানে আমার প্রিয় নবী শুয়ে আছেন আমি কি করে সেখানে শান্তি পাবো, তোমরা আমাকে নিয়ে চল। (ফাজাইলে হজ্জ ১৫৩।)

রাওদ্বায়ে আত্বহারে সাইয়্যিদ আব্বাস আলী রাহঃ

বাংলা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারত উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম আলেমে দ্বীন আমার নানা ইমামে আহলে সুন্নাত, রাহনুমায়ে শরীয়ত, মুজাহিদে মিল্লাত, আশিকে রাসূল আল্লামা সাইয়্যিদ আব্বাস আলী ইসলামাবাদী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ১৩০৫ বাংলা সনে হজ্জ করতে যান। হজ্জ সমাপন করে তিনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফ রওয়ানা হন। তিনি নিজেই বলছেন :

৭৫ টাকা উট ভাড়া করে মদীনার পথে রওয়ানা হলাম। সৌভাগ্যক্রমে মদীনা যাত্রার পথে হযরত মাওলানা ও মুর্শিদানা মুহাম্মাদ আব্দুল হক সাহেব মোহাজেরে মক্কীর সাহচর্য নসীব হয়। হযরত মুর্শিদ কেবলা আমাকে বললেন, বেটা মদীনা শরীফ যাওয়ার পথে তুমি এই দরূদ পড়তে থাক ইনশাআল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ তাওয়াজ্জুহ তোমার উপর পড়বে। তাঁর হুকুম মত আমি সেই দরূদটি পড়তে লাগলাম। দরূদটি হচ্ছে এই :

اللهم صل على روح سيدنا في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা রূহি সাইয়িদিনা ফিল্ আরওয়াহ্, ওয়া আলা জাসাদিহী ফিল্ আজসাদ, ওয়া আলা ক্বাবরিহী ফিল্ কুবূর, ওয়া আলা আ-লিহী ওয়া সাহবিহী ওয়া সাল্লাম।'

প্রায় বার দিন পর্যন্ত মদীনার রাস্তায় চললাম। দ্বাদশ দিনে মদীনা শরীফ দাখিল হলাম এবং রাওদ্বায়ে আত্বহার জিয়ারত করে নিজের অতৃপ্ত আত্মাকে তৃপ্ত করলাম। আল্লাহর শুকুর এমন এক নেয়ামত হাসিল হল যা বর্ণনা করা দুসাধ্য। তবে আল্লাহতালার হুকুম 'আমার নেয়ামতের নাশুকরি করোনা।' নতুবা হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহান দরবারে আমি এক কুকুরের মর্যাদাও রাখিনা তবুও সেই শাহী দরবারে আমার মত অধমের স্থান পাওয়া আল্লাহর অপার রহমত স্বরূপ। রাস্তায় যখন দরূদ শরীফ পড়তাম তখন মনে মনে বলতাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আপনার শাহী দরবারে আমি অধমের জন্য এক দুই রাতের আশ্রয় মিলে যায় তবে এটা অসীম অনুগ্রহ হবে। বাদশাহের দরবারে যেভাবে হাড্ডি খাওয়ার জন্য কুকুরও আশ্রয় পায় ঠিক সেরূপ যদি এই গোনাহগার বান্দাহও মাযারের পাশে দু এক রাত্রির মেহমান হয়ে যায় তবে এটা রাহমাতুল্লিল্ আলামীনের শানেরই পরিচায়ক হবে। এই আহাজারি মদীনা যাত্রার সারা পথ জুড়ে করে যাই। যখন মদীনা শরীফ গিয়ে পৌছলাম তখন দেখি সেখানকার রীতি এই যে, রাত্রে এশার নামাজ পর হুজরা শরীফের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সকলেই নিজ নিজ আবাসে ফিরে যান। যদি কেউ হুজরা শরীফ থেকে বেরিয়ে যেতে অনিচ্ছুক হতেন তবে দারওয়ান তাঁকে বলপূর্বক বের করে দিতেন।

একদিন আমি প্রতিদিনের অভ্যাসমত এশার নামাজের পর আমার কামরায় চলে গেলাম। কিন্তু আমার ঘরে পৌছতে না পৌছতেই হঠাৎ একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম, কেউ যেন বলছেন 'তুমি এখনই রাওদ্বায়ে আত্বহারে চলে যাও, নতুবা তোমার ভাল হবেনা' এই আওয়াজ বারবার আমার কানে এসে পৌছতে লাগল। আমি বিমূঢ়ের মত ভাবতে লাগলাম, ইয়া আল্লাহ এ আমার কি হল। আমার প্রাণ চাঞ্চল্য বেড়ে গেল। এখন না শুতে ভাল লাগে না অন্য কিছুতে মন বসে। বাধ্য হয়ে নিজ কামরা থেকে বেরিয়ে পড়লাম এবং মসজিদে নববীর দিকে চলতে লাগলাম। সেখানে গিয়ে দেখি রাওদ্বায়ে আত্বহারের দরজা খোলা এবং এক বৃদ্ধ বুজুর্গ লোক নিজের মুরিদানসহ মাজার শরীফের জালি ধরে বসে আছেন। সেই বুজুর্গের সংগে চৌদ্দ জন লোক ছিলেন। আমিও উনার বাম দিকে গিয়ে বসলাম। তাঁর সংগীদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন 'আপনি এখানে কেমনে আসলেন?' আমি জবাব দিলাম ভাই আজ রাত এখানে থাকার জন্য এসেছি, যাতে রাওদ্বায়ে আত্বহার থেকে ফয়জ ও বরকত হাসিল করতে পারি। উক্ত ব্যক্তি বললেন 'আপনি এখানে কোন অবস্থাতেই থাকতে পারবেন না, কেননা এখানে পাহারাদার নিযুক্ত আছেন, তিনি সময় সময় এসে আমাদের খবর নিয়ে যাবেন। আজ আপনার মৃত্যুই বোধ হয় আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে। যদি প্রাণে বাঁচতে চান তাহলে এখনই এখান থেকে চলে যান। শীঘ্রই পাহারাদার আমাদিগকে গুণে দেখতে আসবেন। চৌদ্দজন থেকে বেশী দেখলেই প্রাণে মেরে ফেলা হবে।' আমি জবাবে বললাম 'তাহলে আপনারা কেমনে থকছেন?' তিনি জবাব দিলেন 'আমরা শরীফ (মক্কা শরীফের শাসনকর্তা) সাহেবের কাছ থেকে একরাত্রি থাকার জন্য দরখাস্ত করে অনুমতি নিয়ে এসেছি, কিন্তু আপনার তো কোন অনুমতি নেই তাই আপনার পক্ষে এখানে থাকা সমীচীন নয়।' আমি বললাম ভাই যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে মার না খাব কিংবা যতক্ষণ পর্যন্ত আমার শরীর থেকে রক্ত না পড়বে অথবা আমার শরীরের কোন হাড় না টুটিবে ততক্ষণ পর্যন্ত এ জায়গা

থেকে বের হয়ে যাবনা। হাশরের দিন যদি আল্লাহ তালা আমাকে দোযখে যাওয়ার আদেশ দেন তবে বারগাহে এলাহীতে এই বলে ফরিয়াদ জানাব -হে আহকামুল হাকিমীন! তোমার হাবীবের মাজারে জখম হয়ে আমার হাড় টুটে গিয়েছিল, হে ন্যায়পরায়ণ খোদা আমার সেই ভাঙ্গা হাড্ডির উপর রহম কর। আমরা এই আলোচনায় রত ছিলাম হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি একহাতে একটি লণ্ঠন এবং অন্য হাতে একটি ছড়ি নিয়ে আমার সামনে এসে হাজির। আমার তখনকার মানসিক অবস্থা অবর্ণনীয়। লোকটিকে দেখেই আমি শিউরে উঠি এবং আমার সমস্ত শরীর এই ভয়ে কাঁপতে থাকে যে, খোদা না করুন যদি এখন শাহী দরবার থেকে জোর করে বের করে দেয়া হয়! তখনই হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে আরজ করলাম হে আল্লাহর রাসূল! হে আল্লাহর হাবীব! আপনি কতইনা অতিথি পরায়ণ, গরীবের প্রতি আপনার কতইনা করুণা! আমি অনেক দূর দেশ থেকে সফর করে আপনার দরবারে আজ মেহমান হয়ে এসেছি, আপনি তো আপনার জীবনে কত কাফেরকেও দরবারে স্থান দিয়েছেন, আপনার মত মেহমানদার এই দুনিয়ায় কোথাও নেই, আপনি নিজের পবিত্র হাত দিয়ে কাফের মেহমানের ময়লাযুক্ত কাপড় পর্যন্ত ধুয়ে দিয়েছেন, আপনার পূত চরিত্র মহিমা বর্ণনা করে কার সাধ্য? হে আল্লাহর নবী আমি আপনার শাহী দরবারে আজ ভিখারী, আপনি কোন দিন কোন ভিখারীকে নিরাশ করে দেননি, কারো প্রয়োজন মিটাতে আপনি জীবনেও কোনদিন 'না' বলেননি, কবি ফরজদক আপনারই প্রশংসায় সত্য বলেছেন 'তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোনদিন তাশাহুদ বা কালেমার 'লা' ব্যতীত কখনো 'লা' (না) এই শব্দ ব্যবহার করেননি, যদি তাশাহুদ না থাকত তাহলে তিনি সর্বদা 'লা' (না) এর পরিবর্তে 'নাম' (হ্যাঁ) বলতেন' হে আল্লাহর হাবীব যদি বাদশাহী দরবারের কোন কুকুরকে ধরে টেনে বের করে দেয়া হয় তাহলে বাদশাহ কি লজ্জা বোধ করেননা? আমি মনে

মনে এই আকুতি জানাচ্ছিলাম, এমন সময় পাহারাদার আমার ডান দিকে থেকে গুণতে শুরু করলেন। আমি সকলের বামে বসা ছিলাম। তাঁরা ছিলেন চৌদ্দজন। পাহারাদার নিজ ছড়ি দিয়ে প্রত্যেকের মাথা স্পর্শ করে মুখে ওয়াহেদ, ইসনান অর্থাৎ এক, দুই এই ভাবে গুণতে লাগলেন। যখন তের বললেন তখন আমার শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেল। মনে মনে বললাম এবার তোমার আসল চেহারা ধরা পড়বে এবং তোমাকে চোরের মত ধরে কাজীর দরবারে নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানী এবং আকায়ে নামদার, শাফীয়ে মাহশার, আহমাদে মুখতার, হাবীবে পরওয়ার দিগার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের করুণার কথা কি বলব! পাহারাদার আমার কাছে পৌঁছে মাঝে একজনকে ছেড়ে আমার মাথায় ছড়ি ঠেকিয়ে বললেন 'আরবা আশরা' চৌদ্দ! অথচ আমি ছিলাম পনের নম্বর ব্যক্তি! পাহারাদার গুণতি শেষ করে চলে গেলেন। আমার শরীরে আবার যেন প্রাণ ফিরে আসল। আল্লাহর শুকুর আদায় করলাম এবং দিলে শান্তি পেলাম। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতে আরো এক ভীষণ চেহারার লোক প্রথম গণনার সত্যতা প্রমাণের জন্য এসে হাজির। আগের পাহারাদারের মত প্রত্যেকের মাথায় একটি লাটি স্পর্শ করে গুণতে লাগলেন। আমি মনে মনে বললাম দেখা যাক এবার গায়েব থেকে কোন দৃশ্যের অবতারণা হয়। তবে দিল নিশ্চিত ছিল। দ্বিতীয় পাহারাদারও আগের মত আমার ডান পাশের চৌদ্দ নম্বর ব্যক্তিকে ভুলে ছেড়ে দিলেন এবং

আমার মাথায় স্পর্শ করে বলে উঠলেন চৌদ্দ। গননা শেষ করে এই ব্যক্তিও চলে গেলেন। আরেকটু পরে দেখি আরবী কাবা পরা এক বিশালকায় ব্যক্তি একজন সঙ্গীসহ দরওয়াজা দিয়ে এসে হাজির। এই ব্যক্তি প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গুণতে লাগলেন। আমি কিন্তু নির্বিকার দিল মোটেও ঘাবড়ায়নি। আমার ডান পাশের লোকের কাছে এসে তাঁকে ছেড়ে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন চৌদ্দ এবং ঘোষণা করলেন : হে হাজীগণ ফজর পর্যন্ত আর কোন চিন্তা নেই, খুশী থাক। এই বলে তিনি দরওয়াজায় তালা বন্ধ করে চলে গেলেন। আমার মত গোনাহগার পাপী বান্দাহকে দরবারে শাহীতে থাকার অনুমতি মিলে যাওয়ায় আমি আল্লাহ তালার শুকরিয়া আদায় করলাম। সারা রাত রাওজা শরীফের জালিতে হাত রেখে আমি বসে রইলাম এবং আহাজারি করলাম। আমার চর্মচক্ষে কিছু দেখি নাই তবে রাওজা শরীফের চাদরের ভিতরে কারো চলাফেরার আওয়াজ বুঝতে পারি। সারারাত এভাবে কাটল। (হায়াতে আব্বাসী পৃষ্ঠা ৮১-৮৫।)

আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার রাওদ্বায়ে আত্বহার

ইমাম নুরুদ্দীন সামহূদী রাহঃ তাঁর ওয়াফাউল ওয়াফা কিতাবের ২য় খন্ডের ৬৪৮ পৃষ্ঠায়, শাইখ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহঃ তাঁর যাল্বুল ক্বুলূব ইলা দিয়ারিল মাহবুব নামক কিতাবে এবং শাইখুল হাদীস মাওলানা জাকারিয়া রাহঃ তাঁর ফাজাইলে হাজ্জ এর ১৬৮ পৃষ্ঠায় হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র লাশ মুবারক চুরির মশহুর সেই আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কথা তুলে ধরেছেন। ঘটনাটি হচ্ছে:

সুলতান নুরুদ্দীন রাহঃ বহুত বড় ন্যায় বিচারক ও মুত্তাক্বী বাদশাহ ছিলেন। রাত্রির অধিকাংশ সময় তাহাজ্জুদ ও অজিফায় কাটিয়ে দিতেন। ৫৫৭ হিজরীতে একদিন রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়ার পর স্বপ্নে দেখেন যে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুজন নীল চক্ষু বিশিষ্ট লোকের প্রতি ইশারা করে বলছেন,

أنجدني أنقذني من هذين

এদের দুষ্টামী হতে আমাকে হেফাজত কর।

সুলতান ঘাবড়ে গিয়ে ঘুম থেকে উঠে আবার নামাজ পড়ে শুয়ে পড়লেন। এবারও প্রথমবারের মত স্বপ্ন দেখলেন। অজু করে নফল কিছু নামাজ পড়ে তিনি যখন সামান্য তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন তৃতীয়বার আবার তিনি ঐ একই স্বপ্ন দেখলেন। সুলতান সাথে সাথে তাঁর নেক বখত উজীর জামালুদ্দীন রাহঃ'র সাথে পরামর্শ করে মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। দ্রুতগামী উট সফরে মিশর হতে মদীনা পৌঁছতে তাঁদের ১৬ দিন লেগে গেল। মদীনা শরীফে পৌঁছেই উজীর ঘোষণা করে দিলেন যে,

إن السلطان قصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم

সুলতান নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জিয়ারতে এসেছেন, তিনি ধনী দরিদ্র তথা মদীনাবাসী সকলকে দান খয়রাত করবেন। দলে দলে লোক এসে সুলতানের সাথে দেখা করতে লাগল। কিন্তু ঐ দুই ব্যক্তির কোন সন্ধান পাওয়া গেলনা।

সুলতান জানতে চাইলেন আর কেউ বাকী আছে কি না? তাকে জানানো হল যে, দুজন মাগরেবী বুজুর্গ রয়েছে যাঁরা কারো দান গ্রহণ করেন না বরং তাঁরা মদীনাবাসীর উপর অকাতরে দান করে থাকেন। তাঁরা প্রতিদিন জান্নাতুল বাকীতে যান এবং প্রতি শনিবার মসজিদে কোবায় গমন করেন। সুলতান তাদেরকে হাজির করলেন এবং দেখা মাত্রই চিনতে পারলেন যে, এই সেই দুই ব্যক্তি। সুলতান তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তারা বলল, আমরা মাগরেবের বাসিন্দা, হজ্জ করতে এসেছিলাম, বাকী জীবন হুজুরের প্রতিবেশী হয়ে থাকতে মনস্থ করেছি। সুলতান তাদের বাসায় তল্লাশী চালিয়েও কোন সুরাহা করতে পারলেন না। সেখানে অনেক মালপত্র ও কিতাবাদী পেলেন। মদীনাবাসী লোকেরা ঐ দুই ব্যক্তির ব্যাপারে সুলতানের কাছে সুপারিশ করতে লাগলেন যে, এরা নেহাত বুজুর্গ লোক, দিনে রোজা রাখে, রাতে নামাজ পড়ে, দীন দুঃখীকে সাহায্য করে।

সুলতান পেরেশান হয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলেন, হঠাৎ তাদের চাটাইয়ের উপর বিছানো জায়নামাজ সরিয়ে দেখতে পেলেন যে, নীচে একটি পাথর বিছানো। পাথর সরিয়ে দেখা গেল সেখানে একটি সুড়ঙ্গ পথ, যা রাওদ্বা শরীফের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। সুলতান রাগে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন এবং মূল ঘটনা খুলে বলার জন্য তাদেরকে বাধ্য করলেন।

তারা অবশেষে স্বীকার করল যে, আমরা দুজন খৃষ্টান। খৃষ্টান বাদশাহ অনেক ধন রত্ন দিয়ে আমাদেরকে নবীজীর লাশ (মুবারক) চুরি করে নিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়েছে। আমরা রাত্রি বেলা কাজ করি এবং চামড়ার মশকে ভরে ঐ মাটি জান্নাতুল বাকীতে ফেলে আসি।

সুলতান আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করলেন এবং এই দুই নরাধমকে হত্যা করলেন। এবং ভবিষ্যতে কেউ যাতে এধরনের কাজের হিম্মত না করে সেজন্য কবর শরীফের চতুর্দিকে গভীর পরিখা খনন করে তাতে সীসা গলিয়ে দেয়াল তুলে দিলেন। (ওয়াফাউল ওয়াফা ২/৬৪৮-৬৫০। হৃদয় তীর্থ মদীনার পথে (যাজবুল কুলুব ইলা দিয়ারিল মাহবুব) ৮৮/৮৯। ফাজাইলে হাজ্জ ১৬৮-১৭০।)

আদাবে জিয়ারত

মসজিদে নববীতে সব সময় নীচু আওয়াজে কথা বলতে হয়। কারণ দরবারে রিসালতে উচ্চস্বরে কথা বলা নেহাত বেয়াদবী। আল্লামা ক্বাসত্বালানী রাহঃ বলেন:

روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تسمع صوت الوتد يوتد والمسمار يضرب في بعض الدور المطيفة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم فترسل إليهم : لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি যখন কোন ব্যক্তি কর্তৃক মসজিদে নববীতে তারকাটা ইত্যাদী মারবার আওয়াজ শুনতেন তখন লোক পাঠিয়ে তাদেরকে বাধা দিতেন যে: তোমরা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কষ্ট দিওনা। (জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ১২/১৯৩। ফাজাইলে হজ্জ ১৩৮।)

হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঘরের দরজা বানাবার সময় মিস্ত্রিকে বলতেন তোমরা বাড়িতে গিয়ে তৈরী করে নিয়ে এসো, তাহলে উহার আওয়াজ হুজুর পর্যন্ত পৌঁছবেনা। (জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ১২/১৯৩। ফাজাইলে হজ্জ ১৩৮।)

আদাবে জিয়ারত ঃ মাজহাবে ইবনে উমর রাদিঃ এবং ইমাম আবুহানিফা রাহঃর অভিমত

ইমামে আজম হযরত ইমাম আবূ হানিফা রাহঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

من السنة أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . (وفاء الوفا ٤/١٣٥٨ ، إعلاء السنن ١٠/ ٥٠٩ ، ٥١٠ ، مسند الإمام أعظم ٢٥١ ، شرح مسند أبي حنيفة للقاري ٢٠١)

সুন্নাত হচ্ছে নবীজীর কবরে ক্বিবলার দিক থেকে আসবে এবং কিবলাকে পিছনে রেখে কবর শরীফকে সামনে রেখে বলবে : আস্সালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। (মুসনাদ ইমাম আজম ২৫১। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৫৮। ইলাউস্ সুনান ১০/৫০৯, ৫১০। আলমুহান্নাদ ৪০।)

হযরত ইমাম আবু হানিফা রাহঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

جاء أيوب السختياني فدنا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاستدبر القبلة وأقبل بوجهه إلى القبر فبكى بكاء غير متباك (شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٦١)

আবূ আইয়ূব সুখতিয়ানী রাহঃ এসে কবর শরীফের নিকটবর্তী হলেন, তিনি ক্বিবলাহকে পিছনে রেখে ক্ববর শরীফ মুখী হয়ে দাঁড়ালেন অকৃত্রিম কাঁদা কাঁদলেন। (শিফাউস্ সিক্বাম ৬১।)

আদাবে জিয়ারত সম্পর্কে ইমাম নববীর অভিমত

আদাবে জিয়ারত সম্পর্কে ইমাম নববী বলেন :

(على الزائر أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ السلام عمن أوصاه) ثم يتأخر قدر ذراع إلى جهة يمينه فيسلم على أبي بكر ، ثم يتأخر ذراعا آخر للسلام على عمر رضي الله عنهما ، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسل به في حق نفسه ، ويتشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى ، ويدعوا لنفسه ولوالديه وأصحابه وأحبابه ومن أحسن إليه وسائر المسلمين ... (الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار : فصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكارها ، صفحة ٢٦٣ – ٢٦٤ ، المجموع شرح المهذب ٨/٢٠٢)

জিয়ারতকারীর উচিৎ আল্লাহর নবীকে সালাম জানানো এবং কেউ যদি ওসিয়ত করে থাকে তবে তার সালাম পৌছানো অতঃপর ডান দিকে একহাত পরিমান সরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিঃকে সালাম দিবে, আরেক হাত সরে এসে সালাম দিবে হযরত উমর রাদিঃকে, অতঃপর প্রথম অবস্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা মুবারকের সামনে ফিরে আসবে এবং নিজের ব্যাপারে তাঁর ওসিলা নিবে ও তাঁর পালনকর্তার কাছে তাঁর সুপারিশ কামনা করবে এবং নিজের জন্য, মাতাপিতার জন্য, সাথী-বন্ধুদের জন্য, ইহসানকারীদের জন্য, সর্বোপরি সকল মুসলমানের জন্য দোয়া করবে। (আলআজকার ঃ জিয়ারতে কবরে রাসূল ২৬৩/৬৪। আলমাজমূ' শারহুল মুহাজ্জাব ৮/২০২।)

আদাবে জিয়ারত সম্পর্কে ইমাম মালিক রাহঃ'র অভিমত

কাজী আয়াদ্ব রাহঃ হযরত ইবনে হুমাইদ থেকে আদাবে জিয়ারত সম্পর্কে ইমাম মালিক রাহঃ'র অভিমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন:

ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال مالك : يا أمير المؤمنين ! لا ترفع صوتك في هذا المسجد ، فإن الله تعال أدب قوما فقال " لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي " ومدح قوما فقال " إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله " وذم قوما فقال " إن الذين ينادونك من وراء الحجرات " وإن حرمته ميتا كحرمته حيا ، فاستكان لها أبو جعفر فقال : يا أبا عبد الله ! أستقبل وأدعو ، أم استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لم تصرف وجهك عنه؟ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة ، بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله . قال الله تعالى : " ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك " فانظر هذا الكلام من مالك ، وما اشتمل عليه من أمر الزيارة ، والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم واستقباله عند الدعاء ، وحسن الأدب التام معه . (الشفا ٤١/٢ ، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٥٨ ، الزرقاني على المواهب ٢١٢/١٢ ، وفاء الوفا ١٣٧٦/٤ ، الأنوار المحمدية ٥٩٨ ، إعلاء السنن ٥١١/١٠ ، هداية السالك ١٣٨٠/٣)

মসজিদে নববীতে আমিরুল মুমিনীন আবু জা'ফর (মানসূর, হজ্জ সমাপনান্তে জিয়ারতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্যে আগত আব্বাসী খলিফা) ইমাম মালিক রাহঃ'র সাথে মুনাজারা করেন, ইমাম মালিক রাহঃ বলেন: হে আমিরুল মুমিনীন! এই মসজিদে আওয়াজ বুলন্দ করবেন না, কেননা আল্লাহ তালা এক সম্প্রদায়কে আদব শিক্ষা দিয়েছেন : ' নবীর আওয়াজের উপর তোমাদের আওয়াজকে বুলন্দ করোনা'', আরেক সম্প্রদায়ের প্রশংসা করেছেন: 'যারা আল্লাহর রাসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু রাখে।'' এবং আরেক সম্প্রদায়কে তিরস্কার করেছেন : 'যারা প্রাচীরের আড়াল থেকে আপনাকে উচ্চ স্বরে ডাকে তাদের অধিকাংশই অবুঝ।' নিঃসন্দেহে ওফাতের পর তাঁর সম্মান জীবিতাবস্থায় তাঁর সম্মানের মতই। আমিরুল মুমিনীন আবুজাফর তখন শান্ত হলেন, তিনি ইমাম মালিক রাহঃ কে বললেন: হে আবু আব্দিল্লাহ! আমি কি কিবলামুখী হয়ে দোয়া করব নাকি আল্লাহর

রাসূলের মুখী হয়ে? তিনি উত্তর দিলেন: আপনি কেন আপনার চেহারা আল্লাহর রাসূল থেকে ফিরিয়ে নিবেন? অথচ তিনি হচ্ছেন আপনার ওসিলা এবং কিয়ামত দিবসে আল্লাহর কাছে আপনার পিতা আদম আলাইহিস্ সালাম এর ওসিলা? বরং তাঁর মুখী হয়ে দোয়া করুন এবং তাঁর শাফায়াত কামনা করুন, আল্লাহ্ শাফায়াত কবুল করবেন, আল্লাহ বলেছেন: ওরা যখন তাদের নফসের উপর জুলুম করেছিল তখন যদি আপনার দরবারে আসত, অতঃপর (আপনার ওসিলা নিয়ে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য সুপারিশ করতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।' ক্বাযী আয়াদ্ব রাহঃ বলেন: ইমাম মালিক রাহঃ'র বক্তব্যটি দেখুন, এতে রয়েছে জিয়ারত, আল্লাহর নবীর ওসিলা নেয়া, (কিবলাকে পিছনে রেখে) নবীজীর মুখী হয়ে দোয়া করা, এবং তাঁর সাথে উত্তম আদব রক্ষার ব্যাপার সমুহ। (আশশিফা ২/৪১। শিফাউস সিক্বাম ৫৮। জারক্বানী আলাল্ মাওয়াহিব ১২/২১২। আলআনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়্যাহ ৫৭৮। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/১৩৭৬। ইলাউস্ সুনান ১০/৫১১। জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ১২/১৯৪।)

ইবনে ওয়াহব থেকে বর্ণিত, ইমাম মালিক রাহঃ বলেছেন:

إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف ووجهه إلى القبر ، لا إلى القبلة

যখন আল্লাহর নবীকে সালাম জানাবে এবং দোয়া করবে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন চেহারাটি কবর শরীফ মুখী হয়, কিবলামুখী নয়। (আশশিফা ২/৮৫। জারক্বানী ১২/১৯৫। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/১৩৭৭।)

জিয়ারতকালে কিবলাকে পিছনে রেখে হুজুরের সামনে দাঁড়াতে হয়

ইতিপূর্বে আদাবে জিয়ারত সম্পর্কে হযরত ইবনে উমর, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালিক, ইমাম নববী প্রমুখের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে। ক্বাযী আবুল ফাদ্বল আয়াদ্ব রাহঃ তাঁর আশশিফা কিতাবে হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিঃ সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে,

أتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع يديه حتى ظننت أنه افتتح الصلاة فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف (الشفا ٨٥/٢ ، الزرقاني على المواهب ١٩٤/١٢)

তিনি আল্লাহর নবীর কবরের সামনে এসে দাঁড়ালেন, দুই হাত উপরে উঠালেন, (বর্ণনাকারী বলেন:) এমনকি আমার মনে হয়েছিল যে, তিনি নামাজ শুরু করছেন, তিনি আল্লাহর রাসূলকে সালাম জানালেন, তারপর চলে গেলেন। (আশশিফা ২/৮৫। জারক্বানী ১২/১৯৪।)

বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার ইমাম আল্লামা ক্বাসত্বাল্লানী রাহ বলেন:

ويستدبر القبلة ويقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم

কিব্লাহকে পিছনে রেখে আল্লাহর রাসূলের চেহারা মুবারকের সোজাসুজী দাঁড়াবে। (জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ১২/১৯৩।)

আল্লামা সামহুদী বলেন, হযরত আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হুসাইন সামিরী হাম্বালী তাঁর 'আলমুস্তাওইব' গ্রন্থে জিয়ারতে ক্বররে নবী অধ্যায়ে বলেছেন:

ويجعل القبر تلقاء وجهه ، والقبلة خلف ظهره ، والمنبر عن يساره

কবর শরীফকে সামনে রেখে, ক্বিবলাহকে পিছনে রেখে এবং মিম্বার শরীফকে বাম পাশে রেখে দাঁড়াবে। (ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৭৬।)

ইমাম নববী রাহঃ ইমাম মালিক রাহঃ থেকে বলেন:

فيستدبر القبلة ويستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه ويدعو

কিব্বলাকে পিছনে রেখে নবীজীকে সামনে রেখে দাঁড়াবে, তাঁর উপর দুরূদ পড়বে এবং দোয়া করবে। (ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৭৭।)

আল্লামা সামহুদী রাহঃ বলেন আসহাবে শাফী গং থেকে বর্ণিত :

يقف وظهره إلى القبلة ووجهه إلى الحظيرة ، وهو قول ابن حنبل

এমনভাবে দাঁড়াবে ক্বিবলাহ পিছনে এবং রাওয়া সামনে থাকবে। ইহা ইবনে হাম্বাল রাহঃ'র অভিমত। (ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৭৮।)

ইমাম গাজ্জালী রাহঃ বলেন :

والمستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا بوجهه الميت

কবর জিয়ারতের মুস্তাহাব নিয়ম হল ক্বিবলাহকে পিছনে রেখে এবং মাইয়িতকে সামনে রেখে দাঁড়াবে। (ইহয়াউ উলুমিদ্দীন ৪/৫২২।)

ইবনে কুদামাহ হাম্বালীর অভিমত

تأتي القبر فتولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه

কবর শরীফে এসে কিবলাকে পিছনে রেখে আল্লাহর রাসূলের বুক বরাবর দাঁড়াবে। (আলমুগনী ৫/ ৪৬৬।)

ইমাম মুল্লা আলী ক্বারী রাহঃ বলেন:

واضعا يمينه على شماله مستقبلا للوجه الكريم مستدبرا القبلة

ডান হাত কে বাম হাতের উপরে রেখে চেহারা মুবারককে সামনে রেখে কিবলাকে পিছনে রেখে জিয়ারতে দাঁড়াবে। (ইরশাদুস্ সারী ৩৩৪।)

আলমগীরীতে আছে :

ويقف كما يقف في الصلاة ويمثل صورته الكريمة البهية كأنه نائم في لحده عالم به يسمع كلامه (الفتاوى الهندية ١/٢٦٥)

নামাজের মত দাঁড়াবে এবং আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহান সুরত কল্পনা করবে যেন তিনি কবর শরীফে ঘুমিয়ে আছেন, তিনি সালাম দাতাকে জানেন, তার কথা শুনছেন। (আলমগীরী ১/২৬৫।)

কাদ্বী খানের অভিমত

উস্তাজ ফখরুল মিল্লাহ ওয়াদ্দীন ক্বাযীখান মাহমুদ আওজযুন্দী রাহঃ বলেন:

وإذا أتى المدينة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها بالسكينة والوقار والهيبة والإجلال لأنها محل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهبط الوحي ونزول الملائكة ، روى أنه ينزل في كل يوم سبعون ألف ملك يحفون بالقبر إلى قيام الساعة (الفتاوى الخانية : كتاب الحج فصل في الأدعية والأذكار)

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবর জিয়ারতের নিয়তে যখন মদীনায় আসবে শান্ত, সম্মান, ভয় ও ভক্তি সহকারে আসে কেননা ইহা আল্লাহর রাসুলের দরবার, ওহী নাজিল এবং ফেরেশতা অবতরনের স্থান। বর্ণিত আছে যে, প্রতিদিন ৭০ হাজার ফেরেশতা অবতরন করেন, তারা কবর শরীফ পরিবেষ্টন করে রাখেন, এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলবে। (ফতোয়ায়ে খানিয়া ১ম খন্ড, কিতাবুল হাজ্জ।)

শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহঃ

শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহঃও তাঁর কামালাতে আজিজী নামক গ্রন্থে জিয়ারতের আদাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, প্রয়োজনে কিবলাকে পিছনে রেখে কবরওয়ালার বুক বরাবর দাঁড়িয়ে জিয়ারত করবে। (কামালাতে আজিজী, পৃষ্ঠা ৫৭।)

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের সকল অবস্থা জানেন

ইমাম গাজ্জালী রাহঃ বলেন:

واعلم أنه صلى الله عليه وسلم عالم بحضورك وقيامك وزيارتك وأنه يبلغه سلامك وصلاتك (بل يسمعه ويرد السلام عليك) فمثل صورته الكريمة في خيالك واخطر عظيم رتبته في قلبك . (إحياء علوم الدين ١/٣٢٠)

জেনে রাখুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার উপস্থিতি, আপনার কিয়াম (দাঁড়ানো) এবং আপনার জিয়ারত সম্পর্কে অবগত আছেন। আরো জেনে রাখুন তাঁর কাছে আপনার সালাম ও দুরূদ পৌঁছে (বরং তিনি শুনেন এবং সালামের জবাব দেন) সুতরাং আপনার মনে তাঁর মহান সুরত ও মর্যাদার কল্পনা অংকন করুন। (ইহয়াউ উলুমিদ্দীন ১/৩২০।)

ইমাম ক্বাসতাল্লানি, ইমাম ইবনুল হাজ্জ, ইমাম জারকানী, ইমাম নাবহানি প্রং আইম্মায়ে কেরাম বলেন:

ويلازم الأدب والخشوع والتواضع غاض البصر في مقام الهيبة ، كما كان يفعل بين يديه في حياته ، ويستحضر علمه بوقوفه بين يديه وسماعه لسلامه ، كما هو الحال في حال حياته إذ لا فرق بين موته وحياته في مشاهدته لأمته ، ومعرفته أحوالهم ونياتهم وعزائمهم وخواطرهم ، وذلك عنده جلي لا خفاء به (الزرقاني على المواهب : المقصد العاشر : الفصل الثاني في زيارة قبره الشريف ومسجده

المنيف ١٢/١٩٥ ، الأنوار المحمدية للإمام النبهاني ٥٩٩ ، المدخل لابن الحاج : فصل في زيارة القبور ١/٢٥٢ ، بهار شريعت ١/٥٩٥ ، فتاوى رضوية ١٠/٧٦٤)

জিয়ারতকারী চোখ বন্ধ করে আদব, বিনয় ও চরম নম্রতা এবং অন্তরে ভয় ভীতি নিয়ে হুজুরের সামনে দাঁড়াবে যেভাবে জিয়ারতকারী হুজুরের সামনে তাঁর জীবদ্দশায় দাঁড়াতেন। মনে এই কথা হাজির করবে যে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সামনে দাঁড়ানো সম্পর্কে অবগত আছেন এবং সালাম দাতার সালাম শুনছেন। যেমন ছিল তাঁর জীবদ্দশায়। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হায়াত এবং ওফাত শরীফের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই যে, তিনি তাঁর উম্মতকে দেখছেন এবং তাদের অবস্থা, সংকল্প ও মনের ইচ্ছাসমূহ সবকিছু জানেন। এই সব হুজুরের কাছে এমনই রওশন যাতে গোপনীয় কিছুই নেই। (জারকানী ১২/ ১৯৫। আলআনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়াহ ৫৯৯। আলমাদখাল ১/২৫২। ফাতাওয়া রেজভীয়াহ ১০/৭৬৪। বাহারে শরীয়ত, ১ম ভলিয়ম, পৃষ্ঠা ৫৯৫ / ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৯।)

ইমাম মুল্লা আলী ক্বারী রাহঃ পং বলেন :

انه عليه الصلاة والسلام عالم بحضورك وقيامك وسلامك بل بجميع افعالك واحوالك وارتحالك ومقامك وكانه حاضر جالس بازائك (ارشاد الساري إلى مناسك القاري ٣٣٨)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনার উপস্থিতি, আপনার কিয়াম (দাঁড়ানো) এবং আপনার সালাম সম্পর্কে অবগত আছেন। বরং আপনার সমস্ত কাজ, অবস্থা, সফর ও (স্বদেশে) অবস্থান সম্পর্কেও অবগত আছেন। যেন তিনি আপনার সামনে হাজির, বসা। (ইরশাদুসসারী ইলা মানাসিকিল ক্বারী ৩৩৮।)

শাইখুল ইসলাম ইমাম সুবকী রাহঃ বলেন :

يسمع من يسلم عليه عند قبره ويرد عليه عالما بحضوره عنده (شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٤٣)

যে কবর শরীফের কাছে গিয়ে সালাম দেয় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সালাম নিজে শুনেন এবং সালামের জবাব দেন, দরবারে উম্মতের উপস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকেন। (শিফাউস সিক্বাম ৪৩।)

নিম্নে এই প্রসংগে কিছু দলীল পেশ করা হল ঃ

হাদীস ঃ

ইমাম ক্বাসত্বালানী রাহঃ বলেন, ইমাম ত্বাবারানী রাহঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

إن الله قد رفع لي الدنيا فانا انظر إليها وإلى ما هو كائن فيها إلى يوم القيامة كأنما انظر إلى كفي هذه (الزرقاني على المواهب : المقصد الثامن : القسم الثاني فيما

أخبر به سوى ما في القرآن ١٢٣/١٠ ، الأنوار المحمدية ٤٨١، كنز العمال ٣١٨١٠/١١ ٣١٩٧١)

নিশ্চয় আল্লাহ তা'লা আমার সামনে সমস্ত দুনিয়া তুলে ধরেছেন তাই আমি সমস্ত জগত দেখছি এবং দেখব কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে যত কিছু হবে, যেমন আমি আমার এই হাতের তালু দেখছি। (জারকানী ১০/১২৩। আলআনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়াহ ৪৮১। কানযুল উম্মাল ১১/৩১৮১০, ৩১৯৭১)

এই হাদীস শরীফটির সমর্থনে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। যেমন হুজুরের সামনে বাইতুল মাক্বদিস তুলে ধরার ঘটনা যাতে তিনি বাইতুল মাক্বদিসের হুবহু বর্ণনা লোকদের সামনে পেশ করতে পারেন। আল্লাহ তাঁর হাবীবকে 'শাহিদ' (সাক্ষী) বানিয়ে পাঠিয়েছেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বলেছেন আমি তোমাদের সাক্ষী। আল্লামা জারক্বানী রাহঃ হুজুরের এই বাণীর ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে :

(وأنا عليكم شهيد) أشهد بأعمالكم ، فكأنه باق معهم لم يتقدمهم ، بل يبقى بعدهم حتى يشهد بأعمال آخرهم فهو قائم بأمرهم في الدارين في حال حياته وموته .
الزرقاني ٣٧٣/٧، ٧٥/١٢)

(আমি তোমাদের সাক্ষী) তোমাদের আমলের সাক্ষী দেব / তোমাদের আমল প্রত্যক্ষ করব, যেন তিনি তাদের সাথেই রয়েছেন, তাদেরকে রেখে যান নাই বরং তাদের পরও তিনি অবস্থান করবেন যাতে তাদের সর্বশেষ ব্যক্তির আমল তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারেন / আমলের সাক্ষী দিতে পারেন। সুতরাং তিনি তাদের (উম্মতের) তত্ত্বাবধায়ক, দুনিয়া ও আখেরাতে, তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর ওফাত শরীফের পর। (জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ৭/৩৭৩, ১২/৭৫।)

আল্লামা জারক্বানী রাহঃ আরো বলেন :

হাদীস ঃ

روى البزار بسند جيد عن ابن مسعود رفعه : حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم ، فما كان من حسن حمدت الله عليه وما كان من سيء استغفرت الله لكم (الزرقاني ٧٥/١٢)

ইমাম বাজ্জার উত্তম সনদে হযরত ইবনে মাসউদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি মারফূ' হাদীস বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন: আমার জীবন তোমাদের জন্য উত্তম, আমার ওফাত (শরীফ)ও তোমাদের জন্য উত্তম, আমার সামনে তোমাদের আমল সমূহ পেশ করা হয়, ভাল আমল দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করি আর মন্দ আমল দেখলে আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। (জারক্বানী ১২/৭৫।)

হাদীস ঃ

ইমাম সাখাওয়ী রাহঃ মুসনাদুল হারিস থেকে (এবং ইমাম সুবকী রাহঃ ইবনে আব্দুল্লাহ মুজনী থেকে) বর্ণনা করেন, হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন :

حياتي خير لكم تحدثونني ونحدث لكم ، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم تعرض علي أعمالكم ، فإن رأيت خيرا حمدت الله وإن رأيت غير ذلك استغفرت الله لكم (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ١٥٥ ، شفاء السقام ٣٨)

আমার হায়াত তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক, তোমরা আমার সাথে আলোচনা কর এবং আমিও তোমাদের সাথে আলোচনা করি। আমি যদি ইন্তেকাল করি তবে আমার ওফাতও তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক, আমার সামনে তোমাদের আমল সমূহ পেশ করা হয়। আমি মঙ্গল দেখলে আল্লাহর প্রশংসা করি, অন্য কিছু দেখলে তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। (আলক্বাউলুল বাদী ১৫৫। শিফাউস সিক্বাম ৩৮।)

হাদীস ঃ

ইমাম আবুদাউদ, মুসলিম, তিরমিজী, ইবনে মাজাহ ও আহমাদ রাহঃ গং হযরত ছাওবান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন :

إن الله زوى لي الأرض أو قال إن ربي زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها (أبو داود ٣٧١٠ ، مسلم ٥١٤٤ ، الترمذي ٢١٠٢ ، ابن ماجه ٣٩٤٢ ، أحمد ٢١٤١٥)

আল্লাহ তা'লা আমার জন্য সমস্ত দুনিয়াকে সংকুচিত করে দিয়েছেন তাই আমি এর পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছি। আমার উম্মতের রাজত্ব ততটুকু পৌঁছবে যতটুকু আমার জন্য সংকুচিত করে দেয়া হয়েছে। (আবুদাউদ ৩৭১০। মুসলিম ৫১৪৪। তিরমিযী ২১০২। ইবনে মাজাহ ৩৯৪২। আহমাদ ২১৪১৫।)

হাদীস ঃ

আল্লামা জারক্বানী রাহঃ বলেন :

روى الطبراني والضياء المقدسي عن حذيفة بن أسيد بن خالد الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عرضت علي أمتي البارحة لدي هذه الحجرة أولها وآخرها ، فقيل يا رسول الله عرض عليك من خلق ، فكيف من لم يخلق؟ فقال : صوروا لي في الطين حتى إني لأعرف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه " (الزرقاني ٧/٧٩)

ইমাম ত্বাবারানী এবং যিয়াউল মুক্বাদ্দাসী রাহঃ হযরত হুজাইফাহ ইবনে-উসাইদ ইবনে খালিদ গিফারী রাদ্বিঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন : গতকল্য এই হুজরাতে আমার সামনে পেশ করা হয়েছে আমার উম্মতের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনার সামনে পেশ করা হয়েছে যাদেরকে (এ পর্যন্ত) সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু যাদেরকে (এখনো) সৃষ্টি করা হয়নি তাদের অবস্থা? হুজুর বললেন : আমার জন্য তাদেরকে মাটিতে আকার দেয়া হয়েছে। এমনকি আমি তাদের / তোমাদের কোন লোক সম্পর্কে তার সাথীর চেয়ে অধিক জ্ঞাত। (জারক্বানী ৭/৭৯।)

আল্লামা ক্বাসত্বালানী রাহঃ বলেন :

روى ابن المبارك عن سعيد بن المسيب : ليس من يوم إلا ويعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم ، فلذلك يشهد عليهم (الزرقاني على المواهب : المقصد العاشر : فصل في زيارة قبره الشريف ١٢/١٩٦ ، الأنوار المحمدية ٥٩٩)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহঃ হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রাদ্বিঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে তাঁর উম্মাতের আমল সমুহ পেশ করা হয়। তিনি তাদের আলামত ও আমল দেখে তাদেরকে পরিচয় করেন। আর এ কারণেই তিনি উম্মাতের প্রত্যক্ষ সাক্ষী। (জারক্বানী ১২/ ১৯৬। আলআনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়াহ ৫৯৯।)

ইতিপুর্বে একটি হাদীস শরীফ আমরা পেয়েছি যে, আল্লাহর রাসূলের সামনে সমস্ত দুনিয়াকে তুলে ধরে রাখা হয়েছে, আল্লাহর রাসূল কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে সংঘটিত সকল কিছু দেখতে থাকবেন যেন তিনি তাঁর হাত মুবারকের তালু দেখছেন। বাইতুল মাক্বদিস তুলে ধরার ঘটনা তো আমরা সবাই জানি। এ তো গেল সমস্ত দুনিয়ার কথা। এবার দেখুন সমস্ত আকাশ ও জমিনের কথা :

হাদীসঃ সবকিছু আমার সামনে প্রকাশ হয়ে গেল এবং আমি জেনে গেলাম

ইমাম তিরমিজী এবং ইমাম আহমাদ রাহঃ হযরত মুআজ বিন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন

احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة أني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي فاستثقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيم يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري رب قالها ثلاثا قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيم يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال ما هن قلت مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإسباغ الوضوء في المكروهات قال ثم فيم قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال سل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها - قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح سألت محمد بن إسمعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح و قال هذا أصح من حديث

لوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (الترمذي ٣١٥٩ ، أحمد ٣١٠٩٣ ، تفسير ابن كثير ٤/٤٧)

একদা ফজরের নামাজে আসতে হুজুরের দেরী হল, এমনকি সূর্য উঠার উপক্রম হল। অতঃপর খুব তাড়া করে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তশরীফ আনলেন। সংক্ষেপে নামাজ শেষ করে বললেন: তোমরা তোমাদের জায়গায় বসে থাক, আমার দেরী করার কারন বর্ণনা করছি।

আমি রাত্রে নামাজ পড়ার জন্য উঠি এবং অজু করে আমার তাওফীক মত নামাজ পড়ি, নামাজের মধ্যে আমি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি এমন সময় উত্তমতম সুরতে আমি আমার মহান পালনকর্তার দীদার লাভ করি। তিনি আমাকে বলেন: হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম: আমি হাজির হে আমার রব। তিনি বললেন : উর্দ্ধ জগতবাসী (ফেরেশতা)গণ কোন বিষয়ে আলোচনা করছে? আমি বললাম: আমি জানিনা হে আমার মালিক। তিনবার। অতঃপর আমি দেখলাম তাঁর হাত আমার দুই কাঁধে রাখলেন এমনকি আমি তাঁর আঙ্গুলের অগ্রভাগের ঠান্ডা আমার বুকের মধ্যখান পর্যন্ত অনুভব করলাম, তাই সবকিছু আমার সামনে প্রকাশ হয়ে গেল এবং আমি জেনে গেলাম। এবার তিনি বললেন: হে মুহাম্মাদ! আমি বললাম: আমি হাজির। তিনি বললেন: এবার বল উর্দ্ধ জগতবাসী (ফেরেশতা)গণ কোন বিষয়ে আলোচনা করছে? আমি বললাম: কাফফারা (যে সব কাজে উম্মতে মুহাম্মদীর গোনাহর কাফফারা হয়।) সম্পর্কে। আল্লাহ বললেন: কি সে গুলী? আমি বললাম : (১) পায়ে হেটে গিয়ে জামাতে শরীক হওয়া, (২) নামাজের পর (অন্য নামাজের অপেক্ষায়) মসজিদে বসে থাকা, এবং (৩) যে সময় অজু করতে মন চায়না এমন সময় ভাল করে অজু করা। আল্লাহ বললেন: আর কোন বিষয়ে তারা আলোচনা করছে? আমি বললাম : (১) আহার করানো, (২) নম্র / বিনীত কথাবার্তা এবং (৩) রাতের বেলা মানুষ ঘুমিয়ে আছে এমন সময় নামাজ পড়া। আল্লাহ বললেন: সওয়াল কর। বল :

اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك

হে আল্লাহ! আমাকে তাওফীক দাও যেন নেক আমল করতে পারি, বদ আমল ছাড়তে পারি এবং মিসকীনদেরকে মহব্বত করতে পারি। ক্ষমা করে দাও আমাকে এবং রহম কর এবং যখন তুমি কোন জাতিকে পরীক্ষা করতে চাও তার আগে আমাকে মউত দিয়ে দিও। (হে আল্লাহ) আমি তোমার মহব্বত চাই, যে তোমাকে মহব্বত করে আমি তারও মহব্বত চাই এবং এমন আমলের মহব্বত চাই যা তোমার মহব্বতের কাছে পৌছায়।

অতঃপর আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন: এই ঘটনাটি সত্য, তোমরা এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর। (তিরমিজী ৩১৫৯। আহমাদ ৩১৯০৩। তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/৪৭।)

প্রায় সমার্থবোধক আরেকটি হাদীস, যা ইমাম আহমাদ রাহঃ বর্ণনা করেছেন, হাদীসটি হচ্ছে:

হাদীস ঃ সমস্ত আসমান জমিনে যা কিছু আছে সব আমার সামনে প্রকাশ হয়ে গেল

قال فوضع كفيه بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي حتى تجلى لي ما في السموات وما في الأرض ثم تلا هذه الآية (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) أحمد ١٦٠٢٦)

হাদীস ঃ আমি আসমান জমিনের সমস্ত কিছু জেনে গেলাম

ইমাম তিরমিযী, ইমাম ত্বাবারী রাহঃ প্রমুখ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন:

أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة قال أحسبه قال في المنام فقال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى قال قلت لا قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي أو قال في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض قال يا محمد هل تدري فيم يختصم الملأ الأعلى قلت نعم قال في الكفارات والكفارات المكث في المساجد بعد الصلوات والمشي على الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء في المكاره ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون قال والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام (الترمذي ٣١٥٧، تفسير ابن كثير ٢٦٨/٤، تفسير الطبري ٥١٠/١١ حديث رقم ٣٢٤٦٣)

আল্লাহ আমাকে বললেন : হে মুহাম্মাদ তুমি কি জানো উর্দ্ধ জগতবাসী (ফেরেশতা)গণ কোন বিষয়ে আলোচনা করছে? আমি বললাম: আমি জানিনা হে আমার মালিক। তিনবার। তখন তাঁর হাত আমার দুই কাঁধে রাখলেন এমনকি আমি তাঁর আঙ্গুলের অগ্রভাগের ঠান্ডা আমার বুকের মধ্যখান বা গর্দান পর্যন্ত অনুভব করলাম, তাই আমি আকাশ সমূহ এবং জমিনের সমস্ত কিছু জেনে গেলাম। এবার তিনি বললেন : হে মুহাম্মাদ! এবার বল উর্দ্ধ জগতবাসী (ফেরেশতা)গণ কোন বিষয়ে আলোচনা করছে? আমি বললাম: কাফফারা (যে সব কাজ উম্মাতে মুহাম্মাদীর গোনাহের কাফফারা হয়।) সম্পর্কে। সে গুলী হচ্ছে : (১) নামাজের পর (অন্য নামাজের অপেক্ষায়) মসজিদে বসে থাকা, (২) পায়ে হেটে গিয়ে জামাতে শরীক হওয়া,এবং (৩) যে সময় অজু করতে মন চায়না এমন সময় ভাল করে অজু করা। যে এই কাজগুলো করবে তার জীবন সুখী, তার মরণ সুখের এবং তার সমস্ত জীবনের গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে সেদিনের মত যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল।

আল্লাহ বললেন : হে মুহাম্মাদ তুমি যখন নামাজ পড়বে তখন এই দোয়া পড়বে :

اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون

আর দারাজাত (মহান মর্যাদা) হচ্ছে: বেশী বেশী সালামের প্রচলন করা, আহার করানো এবং রাতের বেলা মানুষ ঘুমিয়ে আছে এমন সময় নামাজ পড়া। (তিরমিজী ৩২৩৭। তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪/২৬৮। তাফসীরে তাবারী ১১/৫১০, হাদীস নং ৩২৪৬৩।)

রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জান্নাত ও জাহান্নামের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ

হাদীস ঃ

ইমাম বুখারী, ইমাম আহমাদ রাহঃ প্রং হযরত আনাস বিন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقي المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أر كاليوم في الخير والشر ثلاثا (البخاري : الأذان ٧٤٩ / الرقاق ٦٤٦٨ ، أحمد ١٣٢٢٢)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন অতঃপর মিম্বরে আরোহন করে দুহাতে মসজিদের কিবলার দিকে ইশারা করে এরশাদ করলেন : তোমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়ার পর এই মাত্র কিবলার দিকের এই দেয়ালে আমি জান্নাত ও জাহান্নামকে আকৃত দেখেছি। (বুখারী ৭৪৯/৬৪৬৮। আহমাদ ১৩২২২।)

হাদীস ঃ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا (البخاري ٥١٩٧/٧٤٨ ، مسلم ١٥١٢ ، النسائي ١٤٧٦ ، أحمد ٣٢٠٢/٢٥٧٦ ، الموطأ ٣٩٩ ، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ٥٢٥)

عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب (البخاري ١٢١٢)

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে সামনে পিছনে সমানভাবে দেখেন

হাদীস ঃ

ইমাম নাসাঈ, ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম রাহঃ গং হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন:

فوالذي نفسي بيده إني لأراكم من خلفي كما أراكم من بين يدي (النسائي ٨٠٤ البخاري ٦٧٧ ، مسلم ٦٥٧)

শপথ সেই জাতের যাঁর হাতে আমার জীবন, নিশ্চয় নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার পিছনে ঠিক তেমনই দেখি যেমন দেখি আমি তোমাদেরকে আমার সামনে। (নাসাঈ ৮০৪। বুখারী ৬৭৭। মুসলিম ৬৫৭।)

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিয়ামত পর্যন্ত হাজারো ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। যা সহীহ হাদীস সমূহে প্রমাণিত। ইমাম মাহদীর দশজন মুজাহিদ সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলেন:

হাদীস ঃ

إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم (مسلم ٥١٦٠ ، أحمد ٣٩٣٢)

নিশ্চয় নিশ্চয় আমি তাদের নাম জানি, জানি তাদের পিতৃপুরুষদের নাম এমনকি তাদের ঘোড়া বা সওয়ারীর রং কি হবে তাও জানি। (মুসলিম ৫১৬০। আহমাদ ৩৯৩২।)

হাদীস ঃ

ইমাম সাখাওয়ী রাহঃ বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

ما من مسلم يسلم علي في شرق ولا غرب إلا أنا وملائكة ربي نرد عليه السلام (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ١٥١)

প্রাচ্যে অথবা প্রতীচ্যে যে কোন মুসলমান আমাকে সালাম দেয়, আমি এবং আমার পালনকর্তার ফেরেশতাগণ তার সালামের জবাব দেই। (আলক্বাউলুল বাদী' ১৫১।)

নসীমুর রিয়াদ্ব ফি শরহে শিফা লি ক্বাদ্বী আয়াদ্ব' এর গ্রন্থকার আল্লামা আহমাদ শিহাবুদ্দীন খুফফাযী মিছরী রাহঃ বলেন:

الحاصل أن بواطنهم وقواهم الروحانية ملكية ، ولـذا تـرى مشـارق الأرض ومغاربها ، وتسمع أطيط السماء وتشم رائحة جبريل عليه الصلاة والسلام إذا أراد النزول إليهم

সারকথা হল, আম্বিয়ায়ে কেরামের বাতিন এবং তাঁদের রূহানী শক্তি ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট মন্ডিত। তাই তাঁরা দুনিয়ার পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্ত সমূহ দেখেন এবং আসমানের আওয়াজ শুনেন এবং জিবরীল আলাইহিস্ সালাম তাঁদের প্রতি নাজেল হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেই তার ঘ্রান পেয়ে যান।

মোট কথা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ এমন ক্ষমতা বা এমন ব্যবস্থা দান করেছেন যে, তিনি আমাদের সকল অবস্থা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। উম্মতের সব কিছুই হুজুরের কাছে দিবালোকের মত পরিস্কার। তাই জিয়ারতের সফরে, সালাম আরজের মুহূর্তে জিন্দেগীর সকল কিছুকে সামনে রেখে, হুজুরের ওসিলা ও শাফায়াতের দুর্বার আকাংখা মনে নিয়ে দরবারে রিসালতে হাজির হতে হয়। এখানে কিছুই গোপন করার নেই, সবকিছু খুলে

বলি এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওসিলা নিয়ে দুনিয়া ও আখেরাতের কামিয়াবী হাসিল করে ধন্য হই।

মোদ্দা কথা হচ্ছে আল্লাহ যেমন অসীম, তিনি তাঁর হাবীবকেও অসীম জ্ঞান ও ক্ষমতা দান করেছেন। আখেরী নবী তো হচ্ছেনই অসীমের নবী। আল্লাহ তাঁর বন্ধুকে অসীম তথা সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান দান করেছেন। আল্লাহ বলছেন:

وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم (النساء ١١٣)

আল্লাহ আপনার উপর কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন যা কিছু আপনি জানতেন না। (নিসা ১১৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান প্রণেতা আল্লামা সাইয়িদ মুরাদাবাদী রাহঃ বলেন:

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ তালা স্বীয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান সমুহ দান করেছেন।

تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك (هود٤٩)

এ সমস্ত গায়েবের সংবাদ আমি আপনার প্রতি ওহী করছি। (হূদ ৪৯।)

عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول (٢٧،٢٦)

(আল্লাহ) গায়েবের জ্ঞাতা, সুতরাং আপন গায়েবের উপর কাউকেই ক্ষমতাবাণ করেন না আপন মনোনীত রাসূল ব্যতীত। (জ্বিন ২৬/২৭।)

জিয়ারতের মূল ঃ মহব্বতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت صلاة المصلين عليك ممن غاب عنك ومن يأتي بعدك ما حالهما عندك ، فقال : أسمع صلاة أهل محبتي وأعرفهم ، وتعرض علي صلاة غيرهم عرضا (دلائل الخيرات ٣٢ ، مطالع المسرات شرح دلائل الخيرات ٧٦)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হল: আপনার থেকে দূরবর্তী এবং আপনার পরবর্তীতে দরূদ শরীফ পাঠকারীদের অবস্থা আপনার দরবারে কেমন হবে? হুজুর বললেন: আমার মহব্বত ওয়ালাদের দরূদ আমি শুনি এবং তাদেরকে চিনি। অন্যদের (যাদের অন্তরে আমার মহব্বত নেই) দরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। (দালাইলুল খাইরাত ৩২। মাত্বালিউল মাসাররাত শরহে দালাইলুল খাইরাত ৭৬।)

দরবারে রিসালতে হাজিরী ও সালাম আরজ

জিয়ারতে যাওয়ার পথে নেহাত আদব ও বিনয় নম্রতার সাথে সব সময় দরূদ শরীফ পড়তে থাকবেন। গুম্বুদে খাদ্বরাহ (সবুজ গম্বুজ) নজরে আসার সাথে সাথে আরো বেশী বেশী দরূদ পড়তে থাকবেন।সওয়ারী থেকে নেমে খালি পায়ে হেটে যাওয়া অধিক আদব ও বিনয়ের

পরিচায়ক। প্রয়োজনে অজু, গোসল, মিসওয়াক সেরে নতুন জামা পরে, আতর মেখে মসজিদে নববী শরীফে দাখিল হওয়ার সময় ডান পা আগে দিয়ে এই দোয়া পড়বেন :

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك .

তারপর কারো সাথে কোন কথা না বলে নেহাত বিনয় ও নম্রতা সহকারে, মাথা নীচু করে মূল মসজিদের কোন জায়গায় দু রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ পড়েই সাইয়িদুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সালাম জানানোর জন্য উপরে বর্ণিত নিয়মে রাওদ্বায়ে আতহারে হুজুরের চেহারা মুবারকের সোজাসুজী দাঁড়িয়ে সালাম জানাবে, গোনাহর মার্জনা এবং তাঁর শাফায়াত কামনা করবে।

السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا حبيب الله ، السلام عليك يا خليل الله ، السلام عليك يا خير خلق الله ، السلام عليك يا صفوة الله ، السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين ، السلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ، السلام عليك يا شفيع المذنبين ؛ السلام عليك يا مبشر المحسنين ، السلام عليك يا خاتم النبيين ، السلام عليك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأصحابك أجمعين وسائر عباد الله الصالحين ، جزاك الله عنا أفضل وأكمل ما جزى به رسولا عن أمته ونبيا عن قومه ، وصلى الله وسلم عليك أزكى وأعلى وأنمى صلاة صلاها على أحد من خلقه ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه ، وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وأقمت الحجة ، وجاهدت في الله حق جهاده ، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين ، وصلاة الله وملائكته وجميع خلقه من أهل سمواته وأرضه عليك يا رسول الله ، اللهم آته الوسيلة والفضيلة الدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ، وأعطه المنزل المقعد المقرب عندك ، ونهاية ما ينبغي أن يسئله السائلون ، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ، يا رسول الله أسألك الشفاعة ، يا رسول الله أسألك الشفاعة ، يا رسول الله أسألك الشفاعة

اللهم إنك قلت وأنت أصدق القائلين "ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما" جئناك ظالمين لأنفسنا مستغفرين من ذنوبنا ومستشفعين بك إلى ربنا فاشفع لنا واسأله أن يمن علينا بسائر طلباتنا ويحشرنا في زمرة عباده الصالحين .

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه وطاب من طيبهن القاع والأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم

اللهم ان هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك ، فإن غفرت لي سر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك ، وإن لم تغفر لي حزن حبيبك ورضي عدوك وهلك عبدك وأنت أكرم من أن تحزن حبيبك وترضي عدوك وتهلك عبدك ، اللهم إن العرب

الكرام إذا مات فيهم سيد أعتقوا على قبره ، وإن هذا سيد العالمين وأنت أكرم الأكرمين أعتقني على قبره .
(إرشاد الساري ٣٣٨/٣٣٩/٣٤٠)

অতঃপর ডান দিকে একটু সরে হযরত আবু বকর সিদ্দীক এবং হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে সালাম জানাবে:

السلام عليك أبا بكر الصديق خليفة رسول الله ، السلام عليك عمر الفاروق خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

মদীনা শরীফে যতদিন অবস্থান করবেন সকল নামাজ জামাতের সাথে মসজিদে নববীতেই পড়ার চেষ্টা করবেন। জেনে রাখবেন হুজরা শরীফের দিকে তাকিয়ে থাকাটাও ইবাদত। (ইরশাদুস্ সারী ৩৪১/৪২।)

জিয়ারতের আদাবের মধ্যে হুজুরের শাফায়াত কামনা করাও শামিল। বিভিন্ন কিতাবে এর বর্ণনা রয়েছে।

ইমামে আজম ইমাম আবু হানিফা রাহঃ তাঁর ক্বাসিদায় আল্লাহর রাসূলের শাফায়াত কামনা করে বলেন:

يا مالكي كن شافعي في فاقتي   إني فقير في الورى لغناك

হে আমার মালিক! আমার মুসিবতে আপনি হবেন আমার শাফায়াতকারী,
আপনার ধনের (কৃপাদৃষ্টির) বড়ই ফকীর আমি।
(আলখাইরাতুল হিসান / আল্লামা শিহাব উদ্দীন ইবনে হাজার মাক্কী রাহঃ ৯৭৩ হিজরী।)

কুরআন শরীফ তিলাওয়াত, নফল নামাজ, দরূদ শরীফ ইত্যাদিতে সব সময় মশগুল থাকবেন। ঘন ঘন জিয়ারত করবেন। মনে রাখবেন আপনি জিন্দা নবীর দরবারে হাজিরী দিচ্ছেন, কোন ধরনের বেয়াদবী যেন না হয়। কারণ নবীর সাথে বেয়াদবী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বরদাশত করেন না। কোন অবস্থাতেই জোর গলায় কথা বলবেন না। মদীনা শরীফের বাসিন্দাদের সাথে খোশ ব্যবহার করবেন, সদকা দিলে হাদিয়ার নিয়তে দিবেন। যে রাস্তা দিয়েই চলবেন মনে রাখবেন এই সকল জায়গাই হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কদম মুবারক স্পর্শে ধন্য হয়েছে।

মদীনা শরীফ থেকে শুরু করার মাহাত্ম্য ঃ মহানবীর ওসিলা তলব

কোন কোন উলামায়ে কেরাম হজ্জ করার আগে আল্লাহর রাসূলের জিয়ারত করার প্রতি মত ব্যক্ত করেছেন, এর কারণ প্রসংগে শাইখ জফর আহমদ উসমানী থানবী রাহঃ তাঁর ২২ খন্ডে সমাপ্ত ইলাউস্ সুনান এর ১০ম খন্ডের ৫০১ পৃষ্ঠায় বলেন:

الظاهر أن سببه ابتغاء الوسيلة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو وسيلتنا ووسيلة أبينا آدم إلى الله تعالى ، كما روى جماعة منهم الحاكم وصحح إسناده (قلت: وروى البيهقي في دلائله) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم "لما اقترف آدم الخطيئة قال : يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لي ، فقال الله : يا آدم ، كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال : يارب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك ، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا :" لا إله إلا الله محمد رسول الله " فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . فقال الله تعالى : صدقت يا آدم ، إنه لأحب الخلق إلي ، ادعني بحقه فقد غفرت لك . ولو لا محمد ما خلقتك . وزاد الطبراني "وهو آخر الأنبياء من ذريتك " (المستدرك للحاكم : الجزء الثاني – حديث رقم ٤٢٢٨، دلائل النبوة للبيهقي ٤٨٩/٥ ، المواهب اللدنية : المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ، الزرقاني على المواهب – الجزء الأول – صفحة ١١٩ ، وفاء الوفاء ١٣٧٢/٤ . إعلاء السنن ١٠ / ٥٠١ ، المورد الروي في المولد النبوي للملا على القاري ٤٧، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن كثير ١٩)

প্রতীয়মান হয় যে, কারণটা হচ্ছে ওসিলা তলব করা, কেননা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে আমাদের এবং আমাদের পিতা আদম আঃ এর ওসিলা। যেমন সহীহ সনদে ইমাম হাকীম সহ এক জামাত আইম্মায়ে হাদীস (ইমাম বাইহাক্বী রাহঃও তাঁর দালাইলুন্নাবুওয়াত এ) হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিঃ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন আদম আঃ ভুলটি করে বসলেন তখন দোয়া করলেন: হে আমার পালনকর্তা আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ওসিলা নিয়ে প্রার্থনা করছি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ বললেন: হে আদম! আমি এখনো মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করি নাই, তুমি তাঁকে কেমন করে জানো? আদম বললেন: হে আমার পালনকর্তা আপনি যখন নিজ হাতে আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং আপনার রূহ থেকে আমার দেহে প্রাণ দিয়েছিলেন তখন মাথা তুলে আমি আরশের পিলারে পিলারে লেখা দেখেছিলাম ' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'', তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আপনার সমগ্র সৃষ্টির প্রিয়তম না হলে আপনি এই নাম আপনার নামের সাথে জুড়ে দিতেন না। আল্লাহ বললেন: তুমি সত্য বলেছো হে আদম, নিশ্চয় তিনি আমার কাছে আমার সমগ্র সৃষ্টির প্রিয়তম সৃষ্টি, তুমি তাঁর ওসিলা নিয়ে দোয়া করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম, মুহাম্মাদকে সৃষ্টি না করলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না। ইমাম ত্বাবারানী যোগ করেছেন : তিনি হচ্ছেন তোমার আওলাদের মধ্যে সর্বশেষ নবী। (মুস্তাদরাক লিল্ হাকীম ২/৪২২৮। দালাইলুন্নাবুওয়াত লিলবাইহাক্বী ৫/৪৮৯। আলমাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়্যাহ। জারকানী ১/ ১১৯। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৭২। ইলাউস্ সুনান ১০/৫০১। আলমাওরিদ ৪৭। মাওলিদু রাসূলিল্লাহ / ইবনে কাসীর ১৯।)

আরো বর্ণিত আছে:

لما خرج آدم من الجنة رأى مكتوبا على ساق العرش وعلى كل موضع في الجنة اسم محمد صلى الله عليه وسلم مقرونا باسم الله تعالى ، فقال يا رب هذا محمد من هو؟ فقال تعالى : هذا ولدك الذي لولاه ما خلقتك . فقال : يا رب بحرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد ، فنودي : يا آدم لو تشفعت إلينا بمحمد في أهل السموت

والأرض لشفعناك . (المواهب اللدنية : المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ، الزرقاني على المواهب – الجزء الأول – صفحة ١١٨ – ١١٩)

আদম আঃ যখন জান্নাত থেকে বের হলেন তখন তিনি আরশের মূল এবং জান্নাতের সর্বত্র যুক্তভাবে আল্লাহর নামের সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম লেখা দেখতে পেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন: হে আমার পালনকর্তা! কে এই মুহাম্মাদ? আল্লাহ উত্তর দিলেন: ইনি হচ্ছেন তোমারই সন্তান, যিনি না হলে তোমাকে সৃষ্টি করতামনা। তখন আদম বললেন: হে প্রভু! এই সন্তানের সম্মানে এই পিতাকে আপনি রহম করুন। তখন আওয়াজ হল: হে আদম তুমি যদি আকাশ ও জমিনবাসী সকলের জন্য মুহাম্মাদের সুপারিশ নিয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করো আমি তোমার প্রার্থনা কবুল করবো। (আলমাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়্যাহ : প্রথম অধ্যায়। জারকানী আলাল্ মাওয়াহিব ১/ ১১৮-১১৯।)

সহীহ সনদে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أوحى الله إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى آمن بمحمد ، وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به ، فلولا محمد ما خلقت آدم ، ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار ، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب ، فكتبت عليه " لا إله إلا الله محمد رسول الله " فسكن . (الحاكم في المستدرك ٤٢٢٧ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ١٣٥ ، الوفا حديث رقم ٧ ، وفاء الوفا ١٣٧٥/٤)

মহান আল্লাহ হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম এর কাছে ওহী পাঠালেন: হে ঈসা! মুহাম্মাদের উপর ঈমান আনো এবং তোমার উম্মতের যারা তাঁকে পাবে তাদেরকে তাঁর (মুহাম্মাদ) উপর ঈমান আনার জন্য নির্দেশ দাও। কেননা মুহাম্মাদ না হলে আমি আদমকে সৃষ্টি করতামনা, মুহাম্মাদ না হলে আমি জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করতামনা। আমি পানির উপর আরশ সৃষ্টি করেছিলাম, আরশ তখন কাঁপতে লাগল, আমি তখন আরশের উপর লিখলাম '' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ '' তখন আরশ স্থির হয়ে গেল। (মুস্তাদরাক ৪২২৭। শিফাউস সিক্কাম ১৩৫। আলওয়াফা ৭। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৭৫।)

ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসের ব্যাপারে

আইম্মায়ে কেরামের অভিমত

<u>قال الإمام الذهبي :</u> طرقه كلها لينة ، لكن يتقوى بعضها ببعض ، لأن ما في رواتها متهم بكذب (الزرقاني) وقال : ومن أجودها إسنادا حديث حاطب " من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي " أخرجه ابن عساكر وغيره . (وفاء الوفا ١٣٣٨)

وقال ابن حجر المكي: صححه جماعة من أئمة الحديث والطعن في رواته مردود. (أوجز المسالك ١ / ٣٦٤) وصححه أيضا ابن السكن ، وعبد الحق وغيرهما (نيل الأوطار ٤ / ٣٢٥ ، إعلاء السنن ١٠ / ٤٩٨)

وقال السبكي : هذا الحديث ليس في مظنة الإلتباس عليه ، لا سندا ولا متنا ، لأنه في نافع ، وهو خصيص به ، ومتنه في غاية القصر والوضوح ، والرواة إلى موسى بن هلال ثقات ، وموسى قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به، وقد روى عنه ستة منهم الإمام أحمد ، ولم يكن يروى إلا عن ثقة .

وقال : وأقل درجات هذا الحديث الحسن إن نوزع في صحته لما يأتي من شواهده ، وتضافر الأحاديث يزيد قوة ، حتى إن الحسن قد يترقى بذلك إلى درجة الصحيح . (شفاء السقام ٩/١٠/١١ ، وفاء الوفا ١٣٣٧-١٣٣٨)

قال القسطلاني : رواه عبد الحق في أحكامه الوسطى ، وفي الصغرى وسكت عنه ، وسكوته عن الحديث فيهما دليل على صحته (الزرقاني على المواهب ١٧٩/١٢)

وقال الشيخ ظفر أحمد العثماني : الحديث صحيح الأسناد صالح للاحتجاج والاعتماد . (إعلاء السنن ٤٩٨/١٠)

وأما استدلالهم بما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفارى على أبى هريرة خروجه إلى الطور وقال له : لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت ، ووافقه أبو هريرة كما في فتح الباري فالجواب أن خروجه إلى الطور كان لأجل الصلاة هناك ، ولا فضل لمكان على مكان في الصلاة إلا للمساجد الثلاثة ، فيكره شد الرحال إلى غيرها لأجل الصلاة . وأما شد الرحال إلى الطور للتجارة وللنزهة ونحوها من غير اعتقاد القربة في الصلاة عنده فلا دليل على كراهته ، وحديث شد الرحال لا يشمله . (إعلاء السنن ٥٠٦/١٠ ، ٥٠٧)

রাহমাতুল্লিল আলামীনের ওসিলা তলব

আল্লাহর বাণী ঃ

" يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة "

হে মুমিনগণ আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নিকট ওসীলা অন্বেষণ কর। (মাইদাহ ৩৫।)

আল্লাহর বাণী ঃ

" يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه " (الإسراء ٥٧)

তারা তাদের প্রতিপালকের দরবারে ওসিলা (মধ্যস্থতা) তালাশ করে যে, তাদের মধ্যে কে বেশী নৈকট্যশীল, তারা তাঁর রহমতের আশা করে এবং তাঁর শাস্তির ভয় করে। (সুরা ইসরা ৫৭।)

আল্লাহর বাণী ঃ

ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما "

ওরা যখন তাদের নফসের উপর জুলুম করেছিল তখন যদি আপনার দরবারে আসত, অতঃপর (আপনার ওসিলা নিয়ে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য সুপারিশ করতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।' (সুরা নিসা ঃ ৬৪।)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমগ্র সৃষ্টিজগতের ওসিলা। ইবনুল ক্বাইয়িম জাওজী তাঁর জাদুল মাআ'দে (১/৬৮) বলেছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম ইহ ও পরকালে কামিয়াবী ও নাজাতের ওসিলা। ইমাম আজম ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর ক্বাসিদায় বলেন :

انت الذي لولاك ما خلق امرء كلا ولا خلق الورى لولاك

(ইয়া রাসূলাল্লাহ) আপনি না হলে কিছুই সৃষ্টি করা হতনা
না, কখনো এ বিশ্বজগত হতনা সৃষ্টি আপনি ছাড়া।
(আলখাইরাতুল হিসান / ইবনে হাজার মক্কী।)

আল্লাহর দরবারে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে বড় কোন ওসীলা নাই। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়াতে পাঠানোর আগে এবং পরে এমনকি দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার পরেও সর্বযুগে আল্লাহর দরবারে তাঁর ওসিলা নেয়া হয়েছে। কিয়ামতের ময়দানেও রাহমাতুল্লিল আলামীনের ওসিলা ছাড়া নাজাত পাওয়া যাবেনা। হুজুরের ওসিলা নেয়ার জন্য পবিত্র কুরআন শরীফেও বলা হয়েছে। উপরে এব্যাপারে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। ইমাম মালিক রাহঃ, ইমাম নববী রাহঃ, আইম্মায়ে আহনাফ এবং আইম্মায়ে হানাবিলাহ সহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সমস্ত উলামায়ে কেরাম নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওসীলা নেয়ার কথা বলেছেন। নীচে এর উপরই আরো কিছু প্রমান পেশ করা হল।

আদি পিতা আদম আলাইহিস্ সালাম এর তাওবা কবুল হয়েছে রাহমাতুল্লিল আলামীনের ওসিলায়

روى جماعة منهم الحاكم وصحح إسناده وروى البيهقي في دلائله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لما اقترف آدم الخطيئة قال: يارب أسالك بحق محمد لما غفرت لى، فقال الله: يا آدم، كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ قال: يارب لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت في من

روحك ، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا :" لا إله إلا الله محمد رسول الله " فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . فقال الله تعالى : صدقت يا آدم ، إنه لأحب الخلق إلي ، ادعني بحقه فقد غفرت لك . ولو لا محمد ما خلقتك . وزاد الطبراني " وهو آخر الأنبياء من ذريتك " (المستدرك للحاكم : الجزء الثاني ـ حديث رقم ٤٢٢٨، دلائل النبوة للبيهقي ٤٨٩/٥ ، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ١٣٤ ، المواهب اللدنية : المقصد الأول في تشريف الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ، الزرقاني على المواهب ـ الجزء الأول ـ صفحة ١١٩، ١٢/ ٢٢٠ ، وفاء الوفاء ١٣٧٢/٤ . إعلاء السنن ١٠ / ٥٠١ ، المورد الروي في المولد النبوي للملا على القاري ٤٧، مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن كثير ١٩، هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك ١٣٨١/٣ ، روح البيان ٩/٩)

ইমাম হাকীম, ও ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ সহ এক জামাত আইম্মায়ে হাদীস হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যখন আদম আলাইহিস্ সালাম ভুলটি করে বসলেন তখন দোয়া করলেন: হে আমার পালনকর্তা আমি মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওসিলা নিয়ে প্রার্থনা করছি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আল্লাহ বললেন: হে আদম! আমি এখনো মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করি নাই, তুমি তাঁকে কেমন করে জানো? আদম বললেন: হে আমার পালনকর্তা আপনি যখন নিজ হাতে আমাকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং আপনার রূহ থেকে আমার দেহে প্রাণ দিয়েছিলেন তখন মাথা তুলে আমি আরশের পিলারে পিলারে লেখা দেখেছিলাম ' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'', তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আপনার সমগ্র সৃষ্টির প্রিয়তম না হলে আপনি এই নাম আপনার নামের সাথে জুড়ে দিতেন না। আল্লাহ বললেন: তুমি সত্য বলেছো হে আদম, নিশ্চয় তিনি আমার কাছে আমার সমগ্র সৃষ্টির প্রিয়তম সৃষ্টি, তুমি তাঁর ওসিলা নিয়ে দোয়া করো, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম, মুহাম্মাদকে সৃষ্টি না করলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না। ইমাম ত্বাবারানী যোগ করেছেন : তিনি হচ্ছেন তোমার আওলাদের মধ্যে সর্বশেষ নবী। (মুস্তাদরাক লিল হাকীম ২/৪২২৮। দালাইলুন্নাবুওয়াত লিলবাইহাক্বী ৫/৪৮৯। শিফাউস সিক্বাম ১৩৪। আলমাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়্যাহ। জারক্বানী ১/১১৯। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/১৩৭২। ইলাউস্ সুনান ১০/৫০১। আলমাওরিদ ৪৭। মাওলিদু রাসূলিল্লাহ / ইবনে কাসীর ১৯। হিদায়াতুস্ সালিক ৩/১৩৮১। তাফসীরে রূহুল বায়ান ৯/৯।)

আরো বর্ণিত আছে :

لما خرج آدم من الجنة رأى مكتوبا على ساق العرش وعلى كل موضع في الجنة اسم محمد صلى الله عليه وسلم مقرونا باسم الله تعالى ، فقال يا رب هذا محمد من هو؟ فقال تعالى : هذا ولدك الذي لولاه ما خلقتك . فقال : يا رب بحرمة هذا الولد ارحم هذا الوالد ، فنودي : يا آدم لو تشفعت إلينا بمحمد في أهل السموت والأرض لشفعناك . (المواهب اللدنية : المقصد الأول في تشريف الله تعالى له

عليه الصلاة والسلام ، الزرقاني على المواهب – الجزء الأول – صفحة ١١٨ – ١١٩)

আদম আলাইহিস্ সালাম যখন জান্নাত থেকে বের হলেন তখন তিনি আরশের মূল এবং জান্নাতের সর্বত্র যুক্তভাবে আল্লাহর নামের সাথে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম লেখা দেখতে পেলেন, জিজ্ঞাসা করলেন: হে আমার পালনকর্তা! কে এই মুহাম্মাদ? আল্লাহ উত্তর দিলেন: ইনি হচ্ছেন তোমারই সন্তান, যিনি না হলে তোমাকে সৃষ্টি করতামনা। তখন আদম বললেন: হে প্রভু! এই সন্তানের সম্মানে এই পিতাকে আপনি রহম করুন। তখন আওয়াজ হল: হে আদম তুমি যদি আকাশ ও জমিনবাসী সকলের জন্য মুহাম্মাদের সুপারিশ নিয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করো আমি তোমার প্রার্থনা কবুল করবো। (আলমাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়াহ : প্রথম অধ্যায়। জারক্বানী আলাল্ মাওয়াহিব ১/ ১১৮-১১৯।)

আল্লাহর বাণী :

فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه

আদম (আলাইহিস্ সালাম) তাঁর পালনকর্তার কাছ থেকে কয়েকটি কথা শিখে নিলেন অতঃপর তার তাওবা কবুল করলেন। (বাক্বারাহ ৩৭।)

এই আয়াতের তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান গ্রন্থকার আল্লামা সাইয়িদ মুহাম্মাদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহঃ বলেন: আদম আলাইহিস্ সালাম স্বীয় প্রার্থনায় ربنا ظلمنا রাব্বানা জালামনা পাঠ করে এ প্রার্থনা করেছিলেন :

أسألك بحق محمد أن تغفر لي

হে প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওসিলায় ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হযরত ইবনে মুনযিরের বর্ণনায় এ বাক্যের উল্লেখ রয়েছে:

اللهم إني أسألك بجاه محمد عبدك وكرامته عليك أن تغفر لي

হে প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট আপনারই খাস বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহা মর্যাদার ওসীলায় এবং তাঁর সম্মানের মাধ্যমে যা আপনার দরবারে রয়েছে, ক্ষমা প্রার্থনা করছি। এ প্রার্থনা করা মাত্রই আল্লাহ তা'লা তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন। (খাযাইনুল ইরফান ১/ ১৯।)

সুরা ফাতাহ্ এর ২নং আয়াত :

" ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر "

শাহ্ আহমাদ রেজা খান বেরলভী রাহঃ এই আয়াতের তরজমা করেছেন : যাতে আল্লাহ আপনার কারণে পাপ ক্ষমা করে দেন আপনার পূর্ববর্তীদের ও আপনার পরবর্তীদের। (কানযুল ঈমান)

এই তরজমার সমর্থন পাওয়া যায় তাফসীরে রূহুল বায়ানে। আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী রাহঃ এই আয়াতের তাফসীরে বলেন :

وقال العطاء الخراساني : ما تقدم من ذنبك أي ذنب أبويك آدم وحواء ببركتك وما تأخر من ذنوب أمتك بدعوتك وشفاعتك (روح البيان ٩/٨-٩)

আতা খুরাসানী বলেছেন: যাতে আল্লাহ আপনার বরকতে পাপ ক্ষমা করে দেন আপনার মাতাপিতা আদম ও হাওয়া (আলাইহিমাস্ সালাম) এবং আপনার দোয়া ও শাফায়াতে পাপ ক্ষমা করে দেন আপনার উম্মাতের। (রূহুল বায়ান ৯/৮-৯)

ক্বাসিদায়ে ইমাম আজম

আবু হানিফা রাহঃ দরবারে রিসালতে হাজিরী দিতে গেলে যে ক্বাসিদা নজরানা পেশ করেন, তাতে তিনি বলেন :

أنت الذي لما توسل آدم   من زلة بك فاز وهو أباك

وبك الخليل دعا فعادت ناره   بردا وقد خمدت بنور سناك

ودعا أيوب لضر مسه   فأزيل عنه الضر حين دعاك

وبك المسيح أتى بشيرا مخبرا   بصفات حسنك مادحا بعلاك

وكذلك موسى لم يزل متوسلا   بك في القيامة يحتمي بحماك

والأنبياء وكل خلق في الورى   والرسل والأملاك تحت لواك

আপনার পিতা আদম আপনারই ওসিলায় হয়েছেন কামিয়াব,
আপনারই ওসিলায় অগ্নিকুন্ডে খলীলুল্লাহ পেয়েছেন নাজাত,
মহাবিপদে আইয়ুব নবী আপনার নামে হলেন উদ্ধার,
আপনারই পরিচয়ে হল যে আগমন মহানবী ঈসার,
মহানবী মূসার আপনিই ওসিলা দুনিয়া ও আখেরাতে,
নবী, রাসূল, ফেরেশতা, সমগ্র সৃষ্টি আপনারই পতাকাতলে।
(আলখাইরাতুল হিসান / ইবনে হাজার মাক্কী রাহঃ)

রাহমাতুল্লিল আলামীনের জন্মের আগে তাঁর ওসিলা তলব

মহান আল্লাহর বাণী :

" وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا " (بقرة ٨٩)

তারা (আহলে কিতাব) ইতিপূর্বে (নবীর জন্মের আগে তাঁর ওসিলায়) কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করত। (বাক্বারাহ ৮৯।)

কিতাবীগণ বলত:

اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان (تفسير الجلالين)

হে আল্লাহ! আখেরী জামানায় প্রেরিতব্য নবীর ওসিলায় আমাদেরকে ওদের বিরুদ্ধে সাহায্য করো। (তাফসীরে জালালাইন। আরো দেখুন : তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে ত্বাবারী, তাফসীরে ইবনে আব্বাস, তাফসীরে কাবীর, তাফসীরে আদ্দুররুল মানসূর। তাফসীরে রূহুল মাআনী ইত্যাদী।)

ইমাম হাকিম রাহঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فكلما التقوا هزمت يهود خيبر فعاذت اليهود بهذا الدعاء : اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان ألا نصرتنا عليهم ، قال : فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به فأنزل الله "وقد كانوا يستفتحون بك يا محمد على الكافرين (المستدرك ٣٠٤٢/٢)

খয়বরের ইহুদীগণ গাতফান গোত্রের সাথে লড়াই করত। প্রতিটি যুদ্ধে ইহুদীরা পরাজিত হত তখন ইহুদীরা এই দোয়া পড়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করত : হে আল্লাহ উম্মী নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আখেরী জামানায় যাঁকে আমাদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে বলে আমাদের সাথে ওয়াদা করেছ তাঁর ওসিলায় আমরা প্রার্থনা করছি আমাদেরকে তুমি ওদের বিরুদ্ধে সাহায্য কর। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন: এই দোয়ার বদৌলতে তারা গাতফানীদেরকে পরাজিত করত। কিন্তু যখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হলেন তখন তারা কুফরী করল তখন আল্লাহ নাজিল করলেন : হে মুহাম্মাদ! তারা (আহলে কিতাব) ইতিপূর্বে আপনার ওসিলায় কাফিরদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করত। (মুস্তাদরাক ২/৩০৪২।)

রাহমাতুল্লিল আলামীনের জীবদ্দশায় তাঁর ওসিলা নেয়া

ইমাম হাকিম, ইমাম ইবনে মাজাহ, ইমাম তিরমিযী, ইমাম আহমাদ, ইমাম ইবনে খুজাইমাহ এবং ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ গং হযরত উসমান ইবনে হুনাইফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন

أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله لي أن يعافيني فقال إن شئت أخرت لك وهو خير وإن شئت دعوت فقال ادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بمحمد نبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم شفعه في قال أبو إسحق هذا حديث صحيح ، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب (المستدرك للحاكم ١١٨٠ ، ١٩٠٩ وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ابن ماجه ١٣٧٥ ، الترمذي ٣٥٠٢ ، أحمد ١٦٦٠٤، صحيح ابن خزيمة ١٢١٩/٢ ، دلائل النبوة ١٦٦/٦، الشفا ٣٢٢/١ ، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ١٣٧، وفاء الوفا ١٣٧٢/٤ ، الزرقاني على المواهب ٢٢١/١٢، الأذكار للنووي : أذكار صلاة الحاجة ٢٤١، الترغيب والترهيب ١٠٢٣/١ ، تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي)

জনৈক অন্ধ লোক নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেন। হুজুর বললেন : তুমি চাইলে আমি আমার দোয়াকে বিলম্বিত করব, ইহা তোমার জন্য মঙ্গলজনক

হবে। নতুবা তুমি চাইলে আমি এখনই দোয়া করব। আগন্তুক বললেন: দোয়া করুন। হুজুর তাকে ভালো করে অজু করে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিম্নোক্ত দোয়া করার জন্য নির্দেশ দিলেন :

اللهم إني أسألك وأتوجه إليك (بنبيك) بمحمد نبي الرحمة يا محمد إني قد توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى اللهم شفعه في

ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে রহমতের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওসিলা নিয়ে প্রার্থনা করছি, ইয়া মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি আপনার ওসিলা নিয়ে আমার পালনকর্তার দরবারে প্রার্থনা করছি যেন আমার হাজত পুরা হয়, হে আল্লাহ! আমার ব্যাপারে আপনার হাবীবের সুপারিশ কবুল করো। (মুস্তাদরাক ১১৮০, ১৯০৯। ইবনে মাজাহ ১৩৭৫। তিরমিযী ৩৫০২। আহামদ ১৬৬০৪। সহীহ ইবনে খুজাইমাহ ২/ ১২১৯। দালাইলুন্নাবুওয়াত ৬/ ১৬৬। আশশিফা ১/৩২২। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৭২। জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ১২/২২১। আলআজকার ২৪১। আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ১/ ১০২৩। তুহফাতুল আহওয়াজী শরহে তিরমিযী। ইমাম হাকীম বলেন, হাদীসটি শাইখাইন -বুখারী ও মুসলিম- এর শর্তে সহীহ, কিন্তু কেউ বর্ণনা করেননি।)

ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন এবং তিনি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন :

ففام وقد أبصر আগন্তুক দাঁড়ালেন, তিনি তখন দেখতে পাচ্ছিলেন।

(দালাইলুন্নাবুওয়াত ৬/ ১৬৬। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৭২।)

হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় তাঁর ওসিলা নেয়ার হাজারো প্রমাণ রয়েছে। এব্যাপারে তেমন কেউ দ্বিমত করেননি। আল্লাহর রাসূলের ওফাতের পরও তাঁর ওসিলা নেয়ার কয়েকটি প্রমাণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে আরো কিছু উল্লেখ করা হল।

ওফাত শরীফের পর হুজুরের ওসিলা নেয়া

ইমাম ত্বাবারানী রাহঃ তাঁর আলমুজামুল্ কাবীর এ এবং ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ তাঁর দালাইলুন্নাবুওয়াতে হযরত উসমান বিন হুনাইফ রাহঃ থেকে বর্ণনা করেন যে,

أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه في حاجة له ، وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته ، فلقي ابن حنيف فشكا ذلك إليه ، فقال له عثمان ابن حنيف : ائت الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل ركعتين ، ثم قل : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي أن تقضي حاجتي ، وتذكر حاجتك ، فانطلق الرجل فصنع ما قال ، ثم أتى باب عثمان بن عفان رضي الله عنه ، فجاءه البواب حتى أخذ بيده ، فأدخل على عثمان رضي الله تعالى عنه ، فأجلسه معه على الطنفسة ، فقال : حاجتك ، فذكر حاجته وقضاها له ثم قال له : ما ذكرت حاجتك حتى كانت الساعة ، وقال : ما كانت لك من حاجة فاذكرها ، ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي ابن حنيف فقال له : جزاك الله خيرا ، ما كان ينظر في حاجتي ولا يلتفت

إلي حتى كلمته في ، فقال ابن حنيف : والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره ، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : فتصبر ، فقال : يا رسول الله إنه ليس لي قائد وقد شق علي ، فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : ائت الميضأة فتوضأ ، ثم صل ركعتين ، ثم ادع بهذه الدعوات ، قال ابن حنيف فوالله ما تفرقنا ، وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط . (المعجم الكبير للطبراني ٨٣١١/٩ ، دلائل النبوة ١٦٧/٦ ، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ١٣٩ ، وفاء الوفا ١٣٧٣/٤، مجمع الزوائد ٢٧٩/٢، الترغيب والترهيب ١٠٢٣/١ وقال الطبراني : والحديث صحيح ، تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي ٢٨٢/٤)

হযরত উসমান ইবনে আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে জনৈক ব্যক্তি কোন এক ব্যাপারে বারবার আসা যাওয়া করছিল, তিনি তার ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। লোকটি হযরত উসমান বিন হুনাইফের সাথে দেখা করে তার কাছে অভিযোগ করল। ইবনে হুনাইফ তাকে বললেন: অজু করে মসজিদে গিয়ে দুই রাকাত নামাজ পড়ে এই দোয়া করো: 'ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার দরবারে রহমতের নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর ওসিলা নিয়ে প্রার্থনা করছি, ইয়া মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমি আপনার ওসিলা নিয়ে আমার পালনকর্তার দরবারে প্রার্থনা করছি যেন আমার হাজত পুরা হয়' সেই সাথে তুমি তোমার হাজতের কথা উল্লেখ করবে। লোকটি তা'ই করল। অতঃপর সে হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর দরজায় হাজির হল। এমনি সময় দারোয়ান এসে তার হাত ধরে হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে নিয়ে গেল। হযরত উসমান রাদিঃ তাকে নিজের পাশে মাদুরে বসিয়ে তার প্রয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। লোকটি তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করল, উসমান রাদিঃ তার প্রয়োজন পুরা করে দিলেন এবং বললেন তোমার সকল অভাবের কথা খুলে বল। লোকটি খুশী মনে বেরিয়ে গেল এবং ইবনে হুনাইফ এর সাথে মুলাকাত করে বলল: আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন, আপনি কথা বলার আগে উনি আমার ব্যাপারটির কোন গুরুত্বই দিচ্ছিলেন না। ইবনে হুনাইফ বললেন: আল্লাহর শপথ আমি তাঁর সাথে কোন কথা বলি নাই, বরং আমি দেখেছিলাম আল্লাহর রাসূলের দরবারে জনৈক অন্ধ লোক এসে তার দৃষ্টিশক্তির জন্য দোয়া চেয়েছিল। হুজুর বললেন: তুমি চাইলে আমি দোয়া করতে পারি নতুবা তুমি ধৈর্য্য ধরো। লোকটি বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে নিয়ে চলার মত আমার কেউ নেই, আমি খুব অসুবিধা ভোগ করছি। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন: অজু করে এসো এবং দুই রাকাত নামাজ পড়ে এই দোয়াগুলী পড়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করো। ইবনে হুনাইফ বলেন: আল্লাহর শপথ, আমরা তখন পর্যন্ত পৃথক হই নাই, আমাদের আলোচনা কিছুটা দীর্ঘায়িত হয়েছিল এমন সময় ঐ অন্ধ লোকটি আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হল যেন সে কখনো অন্ধ ছিলনা।' (আলমুজামুল কাবীর ৯/৮৩১১। দালাইলুন্নাবুওয়াত ৬/১৬৭। শিফাউস সিক্বাম ১৩৯। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/১৩৭৩। মাজমাউজ্জাওয়াইদ ঃ সালাতুল হাজাত ২/২৭৯। আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব

১/১০২৩। ইমাম ত্বাবারানী রাহঃ বলেন : হাদীসটি সহীহ। তুহফাতুল আহওয়াজী শরহে তিরমিযী ৪/২৮২১।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওসিলায় ইস্তেসক্বা তলব

(১)হুজুরের জীবদ্দশায়ঃ

হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت فلا والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى اللهم عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى اللهم عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية ومنابت الشجر قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس (البخاري ١٠١٤/١٠١٣ ، مسلم ١٤٩٣ ، النسائي ١٤٨٧ / ١٤٩٨ / ١٥٠٠ / ١٥٠١/ ١٥١١ ، أبو داود ٩٩٣ ، أحمد ١٣٠٧٧ ، ١٣١٩٧)

জুমাবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন এমন সময় জনৈক লোক মসজিদে প্রবেশ করে হুজুরের সামনে গিয়ে বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাল সম্পদ (গবাদি পশু) ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তা ঘাট বন্ধ হয়ে গেল, আপনি আল্লাহর কাছেদোয়া করুন যেন বৃষ্টি নাজিল হয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুই হাত তুলে দোয়া করলেন : হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বৃষ্টি দাও। আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আল্লাহর নামে শপথ, আকাশে মেঘের কোন আলামতই ছিলনা, হঠাৎ করে আকাশে মেঘ দেখা দিল এবং বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হল, আল্লাহর নামে শপথ ছয়দিন পর্যন্ত আমরা সূর্য দেখি নাই। পরের জুমাবার হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন এমন সময় মসজিদের ঐ দরজা দিয়েই জনৈক লোক প্রবেশ করল এবং হুজুরের সামনে দাঁড়িয়ে বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! মাল সম্পদ (গবাদি পশু) ধ্বংস হয়ে গেল এবং রাস্তা ঘাট বন্ধ হয়ে গেল, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন বৃষ্টি বন্ধ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দুই হাত তুলে দোয়া করলেন : হে আল্লাহ! আমাদের বসতবাড়ীতে নয় পার্শবর্তী টিলা, পাহাড়, উপত্যকা এবং বাগানে। আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন: বৃষ্টি থেমে গেল, আমরা বেরিয়ে সূর্যের আলোতে হাটতে লাগলাম। (বুখারী ১০১৩/১০১৪। মুসলিম ১৪৯৩। নাসাঈ ১৪৮৭/১৪৯৮/ ১৫০০/ ১৫০১/১৫১১। আবু দাউদ ৯৯৩। আহমাদ ১৩০৭৭/১৩১৯৭।)

(২) ওফাত শরীফের পর

ইমাম সুবকী রাহঃ, হাফিজ ইবনে হাজার এবং আল্লামা সামহুদী রাহঃ গং বলেন, সহীহ সনদে ইমাম ইবনে আবী শাইবাহ এবং ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ বর্ণনা করেন যে,

أصاب الناس قحط في زمان عمربن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، فجاء رجل (بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة) إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا ، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال : ائت عمر فاقرئه السلام وأخبره أنهم مسقون ، وقل له : عليك الكيس الكيس ، فأتا الرجل عمر رضي الله عنه فأخبره ، فبكى عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال: يا رب ما آلوا إلا ما عجزت عنه . (شفاء السقام في زيارة خير الأنام ١٤٥ ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ٦٣٠/٢، وفاء الوفا ١٣٧٤/٤، البداية والنهاية ٩٣/٧)

উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জামানায় একবার অনাবৃষ্টি দেখা দিয়েছিল। জনৈক ব্যক্তি (বিলাল ইবনুল হারিস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, একজন সাহাবী) নবীজীর রাওদ্বায়ে পাকে এসে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মাতের জন্য বৃষ্টির দোয়া করুন, ওরা ধ্বংস হয়ে গেল। লোকটি স্বপ্নে আল্লাহর রাসূলের দীদার লাভ করল। হুজুর বললেন: উমরের কাছে সালাম বলবে এবং তাকে জানিয়ে দেবে যে, বৃষ্টি হবে, আর তাকে একথাও বলবে সে যেন বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করে। লোকটি উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে হুজুরের ফরমান পৌঁছাল। শুনে হযরত উমর কাঁদলেন, অতঃপর বললেন: হে আমার পালনকর্তা! ওরা তা' ই ভোগ করছে যা আমার সাধ্যাতীত। (শিফাউস সিক্বাম ১৪৫। ফাতহুল বারী শরহে সহীহ বুখারী ২/৬৩০। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৭৪। আলবিদায়াহ ৭/ ৯৩।)

ইমাম দারিমী রাহঃ হযরত আবুল জাওজা আউস ইবনে আব্দুল্লাহ রাহঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

قحط أهل المدينة قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت انظروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوى إلى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قال ففعلوا فمطرنا مطرا حتى نبت العشب وسمنت الإبل حتى تفتقت من الشحم فسمي عام الفتق (الدارمي ٩٢ ، الوفا ١٥٣٤ الباب التاسع والثلاثون في الاستسقاء بقبره صلى الله عليه وسلم)

একবার মদীনায় খুবই অনাবৃষ্টি দেখা দিল। লোকজন হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার কাছে ফরিয়াদী হল, হযরত আয়েশা বললেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কবরের উপর দিকে এমন একটি ছিদ্র করে দাও যাতে আকাশ আর কবরের মাঝে কোন প্রতিবন্ধক না থাকে। তাই করা হল। অতঃপর এমন বৃষ্টি হল যে, প্রচুর ঘাস জন্মাল এবং উট সমুহ খুব মোটা তাজা হল যার কারণে এই বছরকে বলা হয় আমুল ফাতক্ব। (দারিমী ৯২। আলওয়াফা ঃ বাবুল ইসতিস্ক্বা বিক্বাবরিহী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৫৩৪। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৩৭৪।)

এই হাদীসদ্বয় থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, বিপদাপদে হুজুরের কাছে ফরিয়াদী হলে কিংবা তাঁর কবরের ওসিলা নিয়ে দোয়া করলে আল্লাহ দোয়া কবুল করেন, বিপদাপদ থেকে রেহাই দেন। সুতরাং এ উম্মতকে মদীনাওয়ালার দরবারে হাজিরী দেয়ার জন্য দূর দূরান্ত থেকে সফর করতেই হবে।

ইমাম বুখারী রাহঃ হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে,

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون (البخاري ١٠١٠ / ٣٧١٠)

উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জামানায় অনাবৃষ্টি দেখা দিলে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওসিলা নিয়ে বৃষ্টি হওয়ার জন্য দোয়া করতেন। তিনি বলতেন : হে আল্লাহ! আমরা আপনার কাছে আমাদের নবীর ওসিলা নিয়ে দোয়া করতাম আপনি বৃষ্টি দিতেন, আমরা আমাদের নবীর চাচার ওসিলা নিয়ে দোয়া করছি আমাদেরকে বৃষ্টি দিন। হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন : এই ওসিলায় দোয়ার বদৌলতে তাদেরকে বৃষ্টি দেয়া হত। (বুখারী শরীফ ১০১০/৩৭১০।)

কেউ কেউ বলতে পারেন যে, এখানে তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওসিলা নেয়া হয় নাই, বরং ওসিলা নেয়া হয়েছে হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর। কিন্তু মূলতঃ এখানে আল্লাহর রাসূলেরই ওসিলা নেয়া হয়েছে। ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলতেন : আমরা আমাদের নবীর চাচার ওসিলা নিয়ে দোয়া করছি। সুতরাং এখানে ওসিলা নেয়া হয়েছে মূলতঃ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরই। নতুবা হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর চেয়ে শানওয়ালা সাহাবী আরো অনেক ছিলেন। স্বয়ং উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তখন খলিফাতুল মুসলিমীন, সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাঁর স্থান দ্বিতীয়।

হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর দোয়াতে বলতেন :

توجه بي القوم إليك لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم (شفاء السقام ١٤٣، فتح الباري شرح صحيح البخاري ٦٣٦/٢)

হে আল্লাহ! লোকেরা আমার ওসিলা নিয়ে তোমার কাছে দোয়া চায় তার কারণ তোমার নবীর সাথে আমার সম্পর্ক। (শিফাউস সিক্কাম ১৪৩। ফাতহুলবারী শরহে বুখারী ২/৬৩২।)

ইমাম নাবহানী রাহঃ তাঁর শাওয়াহিদুল হাক্ব নামক কিতাবে বলেন :

ففي توسله بالعباس توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم (شواهد الحق ١٣٨)

উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওসিলা নেয়ার মধ্যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওসিলাই নেয়া হয়েছে। (শাওয়াহিদুল হাক্ব ১৩৮।)

আইম্মায়ে কেরাম উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক সরাসরি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওসিলা না নিয়ে তাঁর চাচা হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওসিলা নেয়ার আরেকটি কারন বর্ণনা করেছেন, তাহচ্ছে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়াও

আল্লাহর নেককার বান্দাদের ওসিলা নেয়াও যে জায়েজ উম্মতের জন্য তা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তিনি হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওসিলা নিয়েছেন।

যে চেহারা মুবারকের ওসিলায় বৃষ্টি কামনা করা হয়ঃ হযরত আবু তালিব এর কবিতা

ইমাম বুখারী রাহঃ গং হযরত আব্দুর রাহমান ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন আমি হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে হযরত আবু ত্বালিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (হযরত আবু তালিব এর ইসলামের ব্যাপারে দেখুন 'আসনাল্ মাতালিব ফী নাজাতি আবী তালিব / শাইখুল ইসলাম সাইয়্যিদ আহমাদ বিন জাইনী দাহলান রাহঃ।) এর কবিতাংশ আবৃত্তি করতে শুনেছি (যাতে আল্লাহর রাসূলের চেহারা মুবারকের ওসিলায় বৃষ্টি কামনা করার কথা বিবৃত হয়েছে। কবিতাংশটি হচ্ছে :)

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل

পূত পবিত্র চরিত্রওয়ালা, তাঁর চেহারার ওসিলায় বৃষ্টি কামনা করা হয়

ইয়াতীমদের যিনি আশ্রয় দাতা, বিধবাদের মুহাফিজ।

অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل

وهو قول أبي طالب (البخاري ١٠٠٨/ ١٠٠٩ ، ابن ماجه ١٢٦٢ ، أحمد ٥٤١٥ ، دلائل النبوة للبيهقي ١٤٢/٦)

আমার মনে হয়, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃষ্টির জন্য দোয়া করছিলেন আর আমি তাঁর চেহারা মুবারকের দিকে চেয়ে চেয়ে কবির কবিতাংশ আবৃত্তি করছিলাম :

পূত পবিত্র চরিত্রওয়ালা, তাঁর চেহারার ওসিলায় বৃষ্টি কামনা করা হয়

ইয়াতীমদের যিনি আশ্রয় দাতা, বিধবাদের মুহাফিজ।

এটা আবু তালিব (রাঃ) এর উক্তি। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া শেষ করে মিম্বর থেকে নামতে পারেন নাই ইতি মধ্যেই সকল নালা পানিতে পূর্ণ হয়ে গেল। (বুখারী ১০০৮/ ১০০৯। ইবনে মাজাহ ১২৬২। আহমাদ ৫৪১৫। দালাইলুন্নাবুওয়াত ৬/ ১৪২।)

ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন জনৈক বেদুইন এসে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে বৃষ্টির জন্য দোয়া প্রার্থনা করে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাদর মুবারক টানতে টানতে মিম্বর শরীফে তাশরীফ নিয়ে যান এবং বৃষ্টির জন্য দোয়া করেন, প্রচুর বৃষ্টি হয়। আরেক জন এসে বলে: ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু ডুবে গেল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার দোয়া করলেন, মদীনা শরীফের আকাশ থেকে মেঘ সরে গেল। অবস্থা দেখে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুশীতে হেসে দিলেন এমনকি তাঁর নাওয়াজিজ (মাড়ির শেষ ভাগের) দাঁত পর্যন্ত দেখা গেল।

তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা হযরত আবু তালিব (রাঃ)কে স্মরণ করে বললেন:

لو كان حيا قرت عيناه ، من ينشدنا قوله؟ فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، فقال : يا رسول الله كأنك أردت :

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل

তিনি জীবিত থাকলে তাঁর চোখ দুটি ঠান্ডা হত। কে তাঁর উক্তিটি আবৃত্তি করতে পারো? তখন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি মনে হয় চাচ্ছেন :

পূত পবিত্র চরিত্রওয়ালা, তাঁর চেহারার ওসিলায় বৃষ্টি কামনা করা হয়
ইয়াতীমদের যিনি আশ্রয় দাতা, বিধবাদের মুহাফিজ।

(দালাইলুন্নাবুওয়াত ৬/ ১৪১। ফাতহুল বারী ২/৬২৯।)

আল্লামা ক্বাসত্বালানী রাহঃ ইবনে আসাকির থেকে বর্ণনা করেন যে, মক্কায় অনাবৃষ্টি দেখা দিলে লোকেরা আবু তালিবের কাছে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে অনুরুধ করল। আবু তালিব কিশোর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে কাবা শরীফে হাজির হলেন, তিনি কাবা শরীফের সাথে আল্লাহর রাসুলের পিঠ মুবারক লাগিয়ে তাঁকে দাঁড় করালেন, কিশোর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকাশের দিকে হাত তুলে দোয়া করলেন। আকাশে কোন মেঘ ছিলনা, ইত্যবসরে চতুর্দিক থেকে মক্কার আকাশে মেঘ জমা হয়ে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হল। তখন আবু তালিব আবৃত্তি করলেন :

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل

পূত পবিত্র চরিত্রওয়ালা, তাঁর চেহারার ওসিলায় বৃষ্টি কামনা করা হয়
ইয়াতীমদের যিনি আশ্রয় দাতা, বিধবাদের মুহাফিজ।

(জারকানী আলাল মাওয়াহিব ১/৩৫৫-৫৬। আলআনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়্যাহ ৩৫। আলখাসাইসুল কুবরা ১/ ১৪৬, ২০৮।)

ইমাম গাজ্জালী রাহঃ বর্ণনা করেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের সময় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন :

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل

পূত পবিত্র চরিত্রওয়ালা, তাঁর চেহারার ওসিলায় বৃষ্টি কামনা করা হয়
ইয়াতীমদের যিনি আশ্রয় দাতা, বিধবাদের মুহাফিজ।

তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم

তিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৪/৫০৫।)

ক্বাসিদায়ে হযরত সাওয়াদ ইবনে ক্বারিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

ইমাম বাইহাক্বী ও হাফিজ ইবনে কাসীর রাহঃ গং বর্ণনা করেন যে, একটি জ্বিনের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়্যাত ও রিসালতের সংবাদ পেয়ে সওয়াদ ইবনে ক্বারিব মদীনা / মক্কা শরীফ পৌঁছেন। তিনি নিজেই বলেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দেখেই বললেন:

مرحبا بك يا سواد بن قارب ! قد علمنا ما جاء بك

মারহাবা হে সাওয়াদ ইবনে ক্বারিব! আমি জানি কি তোমাকে নিয়ে এসেছে।

সাওয়াদ ইবনে ক্বারিব বলেন : ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি একটি কবিতা রচনা করেছি, মেহেরবাণী করে আপনি কবিতাটি শ্রবণ করুন। (নিম্নে তার কয়েকটি লাইন তুলে ধরা হল)

فأشهد أن الله لا رب غيره   وأنك مأمون على كل غائب

وأنك أدنى المرسلين وسيلة   إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب

فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل   وإن كان فيما جاء شيب الذوائب

وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة   سواك بمغن عن سواد بن قارب

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন পালনকর্তা নাই

আর আপনি সকল গায়েবের আমানতদার।

আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি হে মহানতম, পবিত্রতমদের সন্তান

রাসূলদের মধ্যে আল্লাহর দরবারে আপনিই নিকটতম ওসিলা।

আদেশ করুন হে শ্রেষ্ঠ রাসুল যা (ওহী) আপনার কাছে আসে

আমরা পালন করব যদিও এতে আমাদের চুলও সাদা হয়ে যায়।

আমার শাফায়াত করবেন ঐদিন, যেদিন আপনি ছাড়া

সাওয়াদ ইবনে ক্বারিবের আর কোন শাফায়াতকারী থাকবেনা।

হযরত সাওয়াদ ইবনে ক্বারিব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال لي أفلحت يا سواد

(আমার ক্বাসিদা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে দিলেন এমনকি তাঁর নাওয়াজিজ্ (ভিতরের) দাঁত পর্যন্ত দেখা গেল। হুজুর বললেন: তুমি কামিয়াব হয়ে গেছ হে সাওয়াদ।

(দালাইলুন্নাবুওয়াত ২/২৫১। ইবনে কাসীর ৪/১৮১: তাফসীর সুরা আহক্বাফ। তাফসীরে দ্বিয়াউল কুরআন ৪/৪৯৫।)

এই ক্বাসিদা (যা শুনে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু এত খুশী হয়েছেন যে, হুজুর হেসে দিয়েছেন এমনকি তাঁর নাওয়াজিজ্ দাঁত পর্যন্ত দেখা গেল, হুজুর খুশী হয়ে বললেন: তুমি কামিয়াব হয়ে গেছ হে সাওয়াদ।) থেকে হুজুরের শান প্রকাশক যে কয়টি কথা পাওয়া যায় তা হচ্ছেঃ (১) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল গায়েবের আমানতদার। (২) আল্লাহর দরবারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবচেয়ে নিকটতম ওসিলা। এবং (৩) আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ প্রদত্ত শাফায়াতে কুবরার মালিক।

আহলে বাইতের মহব্বত ঃ নবীজীর দরবারে ওসিলা

মুহাদ্দিস আল্লামা আহমাদ ইবনে হাজার হাইতামী মাক্কী রাহঃ ইমাম দাইলামী থেকে একটি মারফূ হাদীস বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন :

من أراد التوسل إلي وأن يكون له يد عندي أشفع له بها يـوم القيامـة فليصـل أهل بيتي ويدخل السرور عليهم (الصواعق المحرقة ٢٦٧)

যে আমার ওসিলা চায় এবং আমার কাছে এমন উপায় চায় যাতে আমি কিয়ামত দিবসে তার শাফায়াত করব সে যেন আমার আহলে বাইতের সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তাদেরকে খুশী রাখার চেষ্টা করে। (আসসাওয়াইকুল মুহরিক্বাহ ২৬৭।)

ইমাম শাফী রাহঃ'র ওসিলা আহলে বাইতে রাসূল

ইমাম শাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন :

آل النبي ذريعتي   وهم إليه وسيلتي

أرجو بهم أعطى غدا   بيدي اليمين صحيفتي

আলে নবী (নবীর বংশধরগণ) আমার উপায়

এবং আল্লাহর রাসূলের কাছে আমার ওসিলা।

আশা এই তাঁদের ওসিলায় কাল কিয়ামতে

আমলনামা পাব আমি আমার ডান হাতে।

(আসসাওয়াইকুল মুহরিক্বাহ ২৭৪।)

ফজরের সুন্নাতের পরের দোয়া ও ওসিলা প্রসংগ

ইমাম নববী রাহঃ তাঁর আলআজকারে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ফজরের দুই রাকাত সুন্নাতের পরের একটি দোয়া বর্ণনা করেছেন, দোয়াটি হচ্ছে :

اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل ومحمد النبي صلـى الله عليـه وسلم ، أعوذ بك من النار ثلاث مرات (الأذكار ٦٧)

হে আল্লাহ, জিবরীল, ইসরাফীল, মিকাঈল ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পালনকর্তা! আপনার কাছে আমি জাহান্নাম থেকে পানাহ চাচ্ছি। তিনবার। (আলআজকার ৬৭।)

সাইয়িদ আহমাদ দাহলান রাহঃ তাঁর জাওয়াজুত্তাওয়াসসুল নামক গ্রন্থে বলেন, আলআজকার এর ব্যাখ্যায় শাইখ ইবনে আলান রাহঃ বলেছেন: এখানে জিবরীল, ইসরাফীল, মিকাঈল ও নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওসিলা নেয়া হয়েছে। (জাওয়াজুত্তাওয়াসসুল ১৯৬।)

দরবারে রিসালতে জাহান্নাম থেকে আজাদী

(১) আল্লামা ক্বাসত্বাল্লানী রাহঃ বর্ণনা করেন:

وقف أعرابي على قبره الشريف وقال : اللهم أمرت بعتق العبد وهذا حبيبك وأنـا عبدك ، فأعتقني من النار على قبر حبيبك ، فهتف به هاتف : يا هذا تسأل العتق

لك وحدك ؟ هلا سألت لجميع الخلق ، اذهب فقد أعتقناك من النار (الزرقاني على المواهب ١٢/١٩٩)

জনৈক বেদুইন নবীর কবর শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া করল :হে আল্লাহ! আপনি গোলাম আজাদ করার হুকুম করেছেন, এই হচ্ছেন আপনার হাবীব আর আমি আপনার গোলাম। আপনার হাবীবের কবরের পাশে আমাকে জাহান্নাম থেকে আজাদ করে দিন। গায়েব থেকে আওয়াজ শুনা গেল: হে অমুক! তুমি একা তোমার জন্যই কেবল আজাদী চাইলে? সমগ্র সৃষ্টির জন্য কেন চাইলেনা? যাও তোমাকে জাহান্নাম থেকে আজাদ করে দিলাম। (জারক্বানী আলাল্ মাওয়াহিব ১২/ ১৯৯। ফাজাইলে হজ্জ ১৫৩।)

(২) আল্লামা জারক্বানী ও আল্লামা সামহুদী রাহঃ বর্ণনা করেন, হযরত আসমায়ী রাহঃ বলেছেন:

وقف أعرابي مقابل القبر الشريف ، فقال : اللهم إن هذا حبيبك وأنا عبدك والشيطان عدوك ، فإن غفرت لي سر حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك ، وإن لم تغفرلي غضب حبيبك ورضي عدوك وهلك عبدك ، اللهم إن العرب الكرام إذا مات منهم سيد أعتقوا على قبره وإن هذا سيد العالمين فأعتقني على قبره .

قال الأصمعي : فقلت : يا أخا العرب قد غفر لك وأعتقك بحسن هذا السؤال (الزرقاني ١٢/١٩٩-٢٠٠ ، وفاء الوفا ٤/١٤٠٠ ، وذكره القاري في آداب الزيارة إرشاد الساري ٣٣٤)

জনৈক বেদুইন কবর শরীফের সামনে দাঁড়িয়ে দোয়া করল: হে আল্লাহ! ইনি আপনার হাবীব , আমি আপনার গোলাম এবং শয়তান আপনার দুশমন। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনার হাবীব খুশী হবেন, আপনার গোলাম কামিয়াব হবে আর আপনার দুশমন নারাজ হবে। আর যদি আমাকে ক্ষমা না করেন তবে আপনার হাবীব কষ্ট পাবেন, আপনার দুশমন খুশী হবে এবং আপনার গোলাম ধ্বংস হয়ে যাবে। হে আল্লাহ! আরবের মহৎ লোকগণ তাদের আপন সর্দারের কবরের পাশে গোলাম আজাদ করে থাকে। এই হচ্ছেন সমগ্র জাহানের সর্দার, তাঁর কবরের পাশে আমাকে মাফ করে দাও।

হযরত আসমায়ী রাহঃ বলেন: আমি বললাম, হে আরবী ভাই! তোমার এই সুন্দর প্রার্থনায় নিশ্চয় আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (জারক্বানী ১২/ ১৯৯-২০০। ওয়াফাউল ওয়াফা ৪/ ১৪০০। ইরশাদুস্ সারী ৩৩৪। ফাজাইলে হজ্জ ১৫৩।)

আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রাহমান বিন উমর মালিকী রাহঃ বলেন :

إن قصد الانتفاع بالميت بدعة إلا في زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم وقبور المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين (شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٦٥)

মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং রাসূলে কেরামদের কবর শরীফ সমূহের জিয়ারত ব্যতীত মাইয়্যিতের মাধ্যমে ফায়দা হাসিলের নিয়ত করা বেদাত। (শিফাউস সিক্বাম ৬৫।)

আমরা এখানে কেবলমাত্র জিয়ারতে মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিয়েই আলোচনা করছি, তাই মালিকী রাহঃ এর বক্তব্য নিয়ে বিষদ আলোচনায় যাচ্ছিনা।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাঁর নিজের এবং পূর্ববর্তী নবীদের ওসিলা নিয়েছেন

হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর মা হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করলে পরে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মাগফেরাতের জন্য তাঁর নিজের এবং পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কেরামের ওসিলা নিয়ে এই ভাবে দোয়া করেন :

" اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ، ولقنها حجتـها ، ووسـع عليـها مدخلـها بحـق نبيـك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين " (المعجم الأوسط ١٩١/١، مجمـع الزوائد ٢٥٧/٩ وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيـه روح بن صـلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف ، وبقية رجاله رجال الصحيح)

হে আল্লাহ! আমার মা ফাতেমা বিনতে আসাদ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) কে ক্ষমা করুন, তার প্রমাণ (কবরের সওয়ালের জবাব) তাকে শিখিয়ে দিন এবং তার কবরকে প্রশস্ত করে দিন আপনার (এই) নবী এবং আমার পূর্ববর্তী নবীদের ওসিলায়, কেননা আপনি সবচেয়ে বড় মেহেরবাণ। (আলমু' জমুল আওসাত্ব ১/ ১৯১। মাজমাউজ্জাওয়াইদ ৯/২৫৭।)

সুতরাং নব্য ওয়াহাবীগণ যে বলেন, নবীর জীবদ্দশায় ওসিলা নেয়া যায়, কবরবাসী (ওদের অনেকেই আম্বিয়ায়ে কেরামকে সাধারণ মানুষের মত মৃত মনে করেন) কোন নবীর ওসিলা নেয়া জায়েজ নয় বরং ইহা শিরকের অন্তর্ভুক্ত! ওরা এই হাদীসের ব্যাপারে কি বলবেন? এই হাদীসে তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তাঁর নিজের এবং পূর্ববর্তী সকল আম্বিয়ায়ে কেরামের ওসিলা নিয়েছেন।

সকল মুমিনের ওসিলা তলবের ফরমান

ইমাম ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমাদ রাহঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন :

من قال حين يخرج إلى الصلاة اللهم إني أسـألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سـمعة خرجت اتقاء سـخطك وابتغاء مرضاتك أسـألك أن تنقذني من النـار وأن تغفر لـي ذنوبـي إنـه لا يغفر الذنوب إلا أنت وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليـه بوجهه حتى يفرغ من صلاته (أحمد ١٠٧٢٩ ، ابن ماجه ٧٧٠ ، قال شيخ الإسلام السيد أحمد بن زيني دحلان رحمه الله في رسـالته " جواز التوسل بـالنبي وزيارتـه

وصلى الله عليه وسلم. ورواه ابن السني باسناد صحيح عن بلال رضي الله عنه ورواه الحافظ أبو نعيم في عمل اليوم والليلة ورواه البيهقي في كتاب الدعوات)

যে ব্যক্তি নামাজের জন্য মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হবার সময় বলবে: হে আল্লাহ! সমস্ত সওয়ালকারীদের ওসিলায় এবং আমার পথ চলার (পদক্ষেপের) ওসিলায় তোমার কাছে চাই - কেননা আমি কোন গর্ব, অহংকার, কিংবা লোক দেখানোর জন্য বের হই নাই, বেরিয়েছি তোমার গজব থেকে বাঁচা এবং তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য - আমাকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দাও, আমার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দাও, কেননা তুমি ছাড়া আর কেউ পাপ মোচন করতে পারেনা। আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নির্ধারিত করে দিবেন এবং আল্লাহ তার প্রতি রহমতের নজরে তাকাবেন যতক্ষণ না সে তার নামাজ থেকে অবসর হয়। (মুসনাদ ইমাম আহমাদ ১০৭২৯। ইবনে মাজাহ ৭৭০। জাওয়াজুত্তাওয়াসসুল/ শাইখুল ইসলাম সাইয়িদ আহমাদ বিন জাইনী দাহলান রাহঃ।)

চুল মুবারকের ওসিলা ও জেহাদের ময়দানে সেনাপতি হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

ক্বাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

كانت في قلنسوة خالد بن الوليد شعرات من شعره صلى الله عليه وسلم فسقطت قلنسوته في بعض حروبه فشد عليها شدة أنكر عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثرة من قتل فيها ، فقال لم أفعلها بسبب القلنسوة بل لما تضمنته من شعره صلى الله عليه وسلم لئلا أسلب بركتها وتقع في أيدي المشركين (الشفا ٢/٥٦ ، شرح الشفا للقاري ٢/٩٨)

খালিদ বিন ওয়ালীদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর টুপি বা পাগড়ীতে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কয়েকটি চুল মুবারক রক্ষিত ছিল। কোন এক যুদ্ধে তাঁর টুপিটি মাটিতে পড়ে গেলে তিনি সেটি পুণরায় মাথায় ভালভাবে বাঁধতে যেয়ে বেশ কিছু সময় ব্যয় করলেন, এই সময়ে অনেক লোক শহীদ হলেন যার কারণে (কিছু কিছু)সাহাবায়ে কেরাম তাঁর উপর নারাজ হলেন। তখন হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: আমি এই কাজ কেবলমাত্র টুপী বা পাগড়ীর কারণে করি নাই বরং করেছি এতে রক্ষিত হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চুল মুবারকের জন্য যাতে আমি এর বরকত থেকে বঞ্চিত না হই এবং চুল মুবারকগুলো মুশরিকদের হস্তগত না হয়। (আশশিফা ২/৫৬। শরহে শিফা ২/৯৮।)

আম্বিয়া ও আউলিয়ায়ে কেরামের ওসিলা নেয়া আদাবে দোয়ার অংশ বিশেষ

আল্লামা মুহাম্মাদ আলজাজরী রাহঃ তাঁর 'আলহিসনুল হাসীন' কিতাবে আদাবে দোয়ার মধ্যে লিখেন:

وأن يتوسل إلى الله تعالى بأنبيائه والصالحين من عباده (الحصن الحصين، آداب الدعاء)

এবং আল্লাহর দরবারে ওসিলা নেবে তাঁর আম্বিয়ায়ে কেরাম ও তাঁর নেক বান্দাদের। (আলহিসনুল হাসীন : আদাবে দোয়া। ফাজাইলে আমাল ঃ ফাজাইলে দুরূদ অংশ ৪৭।)

চার ইমামের অভিমত

ইমামে আজম ইমাম আবু হানিফা রাহঃ নিজেই তাঁর ক্বাসিদায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওসিলা নিয়েছেন। ইমামুল্ মাদীনাহ ইমাম মালিক রাহঃ'র অভিমত ব্যক্ত হয়েছে জিয়ারতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উদ্দেশ্যে আগত খলীফা আবু জা'ফর মানসূরের সাথে তাঁর মুনাজারায়। ইমাম শাফী রাহঃ হযরত ইমাম আবু হানিফা রাহঃ'র জিয়ারতে গিয়ে তাঁর ওসিলা নিয়ে দোয়া করেছেন এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল রাহঃ হযরত ইমাম শাফী রাহঃ'র ওসিলা নিয়েছেন এমন বর্ণনা অনেক কিতাবে রয়েছে। (দেখুন শাওয়াহিদুল হাক্ব / ইমাম নাবহানী রাহঃ।)

ইমাম গাজ্জালী, ইমাম নববী রাহঃ গং আইম্মায়ে কেরাম একই মত পোষণ করেন। সমস্ত আইম্মায়ে কেরামের অভিমত এখানে উল্লেখ করতে গেলে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে বিধায় সেদিকে যাচ্ছিনা। উৎসাহী পাঠক বইর শেষ ভাগে রেফারেন্স লিষ্টে বর্ণিত ওসিলা বিষয়ক কিতাবগুলী দেখার অনুরুধ রইল। ইমাম নাবহানী রাহঃ বলেছেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর মাজহাব হচ্ছে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তথা সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের ওসিলা নেয়া জায়েজ তাঁদের ওফাতের আগে এবং ওফাতের পরেও। (শাওয়াহিদুল হাক্ব ১৫৮।)

ইমাম শাফী রাহঃ কর্তৃক ইমাম আবু হানিফা রাহঃ'র ওসিলা নেয়া

ফতোয়ায়ে শামীর ভুমিকায় আছে:

ومما روي من تأدبه معه أنه قال: إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره ، فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين ، وسألت الله تعالى عند قبره فتقضى سريعا (رد المحتار على الدر المختار : المقدمة ١/١٤٩)

ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সাথে ইমাম শাফী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আদব রক্ষার বর্ণনাবলীর মধ্যে একটি বর্ণনা এমন রয়েছে যে, তিনি বলেন: আমি আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ওসিলায় বরকত হাসিল করি এবং তাঁর কবরের উদ্দেশ্যে আসি। যখনই আমার কোন হাজত দেখা দেয় আমি দু রাকাত নামাজ পড়ি এবং তাঁর কবরের পাশে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তখনই শীঘ্রই আমার হাজত পুরা হয়ে যায়। (ফতোয়ায়ে শামী ১/ ১৪৯।)

হুজুরের ওসিলা তলবের ভাষা

ইবনে কুদামাহ হাম্বালী রাহঃ তাঁর আল-মুগনী গ্রন্থে ছালামের ভাষা এরূপ বলেছেন

اللهم إنك قلت وقولك الحق " ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما " وقد أتيتك مستغفرا من ذنوبي

مستشفعا بك إلى ربي ، فأسألك يا رب أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته

হে আল্লাহ! আপনি বলেছেন এবং আপনার বাণী হচ্ছে মহাসত্য : ' ওরা যখন তাদের নফসের উপর জুলুম করেছিল তখন যদি আপনার দরবারে আসত, অতঃপর (আপনার ওসিলা নিয়ে) আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইত এবং রাসূলও তাদের জন্য সুপারিশ করতেন তবে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাকারী, মেহেরবানরূপে পেত।'

ইয়া রাসুলাল্লাহ আমি আপনার দরবারে আমার পাপ মোচনের জন্য এসেছি, আমার পালনকর্তার নিকট আমি আপনার সুপারিশ কামনা করছি। হে আমার পালনকর্তা! আমার জন্য আপনার মাগফেরাত ওয়াজিব করে দিন যেভাবে আপনার হাবীবের জীবদ্দশায় তাঁর দরবারে কেউ আসলে তার জন্য আপনার মাগফেরাত ওয়াজিব করে দিতেন। (আলমুগনী ৫/৪৬৭।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ' ইয়া' বলে সম্বোধন করা

ওফাত শরীফের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ' ইয়া' বা ' আইয়ুহা' বলে সম্বোধন করা বিলকুল জায়েজ। সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে সলফে সালেহীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন তথা আহলে সুন্নাতের উলামায়ে কেরাম সবাই ওফাত শরীফের পরও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে ' ইয়া' বলে সম্বোধন করেছেন। তার কিছু প্রমাণ উপরে উল্লেখ হয়েছে। যেমন হযরত উসমান বিন হুনাইফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত হাদীসে يا محمد 'ইয়া মুহাম্মাদ', হযরত বিলাল বিন হারিস মুজনী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে يا رسول الله 'ইয়া রাসূলাল্লাহ', উতবী রঃ থেকে বর্ণিত বর্ণনায় يا خير من دفنت 'ইয়া খাইরা মান দুফিনাত' বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তাছাড়া ইমাম আবু হানিফা রাহঃ তাঁর ক্বাসিদায় يا سيد السادات ইয়া সাইয়িদাস্ সাদাত, মাওলানা জামী রাহঃ يا نبي الله ترحم ইয়া নাবিয়াল্লাহ তারাহহাম, মাওলানা শাহ আব্দুল আজীজ দেহলভী তাফসীরে আজিজীতে সূরা দুহার তাফসীরে يا صاحب الجمال ويا سيد البشر ইয়া সাহিবাল জামালি ওয়া ইয়া সাইয়িদাল বাশার বলে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করেছেন। নিম্নে মৌলিক কিছু দলীল উল্লেখ করা হলঃ

(১) তাশাহহুদের মধ্যে আমরা সবাই পড়ি :

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته

আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। যুগ যুগ ধরে এভাবেই চলে আসছে।

ফতোয়ায়ে শামীতে আছে ঃ

ويقصد بألفاظ التشهد الإنشاء كأنه يحيي الله تعالى ويسلم على نبيه وعلى نفسه وأوليائه لا الإخبار عن ذلك . (رد المحتار على الدر المختار : صفة الصلاة ، المجلد الأول ٢١٩ ، أوجز المسالك ١/٢٦٥)

তাশাহহুদ পড়ার সময় এই নিয়তে পড়বেন যেমন শব্দগুলো নামাজী নিজে থেকেই বলছেন, যেন তিনি নিজে আল্লাহর প্রতি তার সকল শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন এবং তিনি নিজে আল্লাহর নবী (মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সালাম জানাচ্ছেন। এবং সালাম জানাচ্ছেন নিজেকে ও আউলিয়ায়ে কেরামকে। তাশাহহুদ এই নিয়তে পড়বেন না যে, তিনি মিরাজের ঘটনার খবর পরিবেশন করছেন। (রাদ্দুল মুহতার ঃ সিফতে সালাহ, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২১১।)

ইমাম গাজ্জালী রাহঃ তাঁর ইহয়াউ উলূমিদ্দীন কিতাবে বলেন:

وأحضر في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم وقل : سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (إحياء علوم الدين : في الشروط الباطنة من أعمال القلب : ما ينبغي أن يحضر في القلب : المجلد الأول ١٩٩، فتح الملهم ٤٢/٢)

তাশাহহুদের সময় আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর মহান সত্তাকে আপনার অন্তরে হাজির করুন এবং বলুন : আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৯।)

(২) জিয়ারতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধ্যায়ে সমস্ত কিতাবালিতেই 'ইয়া' বলে সম্বোধন করার কথা লিখা আছে।

(৩) ক্বাযী আয়ায রাহঃ সাহাবী হযরত আলক্বামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

إذا دخلت المسجد أقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وصلى الله وملائكته على محمد (الشفا ٦٧/٢ ، شرح الشفا للقاري ١١٧/٣)

আমি যখন মসজিদে দাখিল হই তখন বলি : আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, ওয়া সাল্লাল্লাহু ওয়া মালাইকাতুহু আলা মুহাম্মাদ। (শিফা ২/৬৭। শরহে শিফা ৩/১১৭।)

(৪) শাইখুল হাদীস জাকারিয়া রাহঃ সালাত ও সালাম সম্পর্কে তাঁর নিজের মত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন:

অধমের মতে প্রত্যেক স্থানে সালাম শব্দের সহিত সালাত শব্দ মিলিয়ে পড়া সবচেয়ে উত্তম। যেমন আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ এর স্থলে পড়বে : আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া নাবিয়াল্লাহ। (ফাজাইলে দরুদ ২৪।)

(৫) হুজুরের ওফাত শরীফের পর আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বারবার 'ইয়া' বলে সম্বোধন

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত শরীফের পর আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বারবার 'ইয়া' বলে সম্বোধন করেন। যেমন হযরত ইমাম গাজ্জালী রাহঃ পং বর্ণনা করেন যে, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হুজুরের চেহারা মুবারকে চুমু দেন এবং বলেন:

بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما كان الله تعالى ليذيقك الموت مرتين .. ... ، بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي طبت حيا وميتا ، انقطع لموتك ما لم ينقطع لموت

أحد من الأنبياء والنبوة .. .. ، اذكرنا يا محمد صلى الله عليك عند ربك (إحياء علوم الدين ٥٠٣/٤)

আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোন ইয়া রাসূলাল্লাহ! .. .. আমার মাতাপিতা, আমি নিজে এবং আমার সমস্ত পরিবার আপনার জন্য কুরবান ইয়া রাসূলাল্লাহ! .. .. ইয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইকা! আপনার পালনকর্তার দরবারে আমাদের কথা স্মরণ করবেন। (ইহয়াউ উলূমিদ্দীন ৪/৫০৩।)

(৬) হুজুরের ওফাত শরীফের পর উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বারবার 'ইয়া' বলে সম্বোধন

আল্লামা ক্বাসত্বালানী, ইমাম নাবহানী, ইবনুল হাজ্জ, ক্বাযী আয়ায, ইমাম গাজ্জালী রাহঃ পং হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন:

لما تحقق موته صلى الله عليه وسلم قال (عمر بن الخطاب) وهو يبكي بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد كان لك جذع تخطب الناس عليه ، فلما كثروا اتخذت منبرا لتسمعهم فحن الجذع لفراقك حتى جعلت يدك عليه فسكن ، فأمتك أولى بالحنين عليك حين فارقتهم ، بأبي وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربك أن جعل طاعتك طاعته ، فقال : " من يطع الرسول فقد أطاع الله " بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن بعثك آخر الأنبياء وذكرك في أولهم فقال تعالى : " وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح " الآية ، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا أطاعوك وهم في أطباقها يعذبون ، يقولون " يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول " ، بأبي وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أخبرك بالعفو قبل أن يخبرك بالذنب فقال عفا الله عنك لم أذنت لهم ، بأبي وأمي يا رسول الله لئن كان موسى ابن عمران أعطاه الله حجرا يتفجر منه الأنهار فما ذاك بأعجب من أصابعك حين نبع منها الماء صلى الله تعالى وسلم عليك ، بأبي وأمي يا رسول الله لئن كان سليمان بن داود أعطاه الله الريح غدوها شهر ورواحها شهر فما ذاك بأعجب من البراق حين سرت عليه إلى السماء السابعة ثم صليت الصبح من ليلتك بالأبطح صلى الله تعالى وسلم عليك ، بأبي وأمي يا رسول الله لئن كان عيسى بن مريم أعطاه الله تعالى إحياء الموتى فما ذاك بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك فقالت " لا تأكلني فإني مسمومة " صلى الله تعالى وسلم عليك ، بأبي وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه فقال " رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ولو دعوت علينا لهلكنا من عند آخرنا ، فلقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعيتك فأبيت أن تقول إلا خيرا ، وقلت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ، بأبي وأمي يا رسول الله لقد اتبعك في قلة سنينك وقصر عمرك ما لم يتبع نوحا في كثرة وطول عمره ، فلقد آمن بك الكثير وما آمن معه إلا قليل ، بأبي وأمي يا رسول الله لو لم تجالس إلا الأكفاء ما جالستنا ، ولو لم تنكح إلا إلى الأكفاء ما نكحت إلينا ، ولو لم تواكل إلا الأكفاء ما واكلتنا ، لبست الصوف

وركبت الحمار ووضعت طعامك بالأرض تواضعا منك صلى الله تعالى عليك وسلم. (الزرقاني على المواهب : المقصد العاشر ١٢/١٥٤، الأنوار المحمدية ٥٩٠ ، الشفا ١/٥٤ ، ١/١٠٦، شرح الشفا للقاري ١/١٠٨، ١/٢٣٨ ، فضائل درود عن الإحياء)

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত শরীফ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন : আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার একটি খেজুরের খুটি ছিল যাতে টেক লাগিয়ে আপনি লোকজনের উদ্দেশ্যে খুতবা দিতেন, লোক সংখ্যা বেড়ে গেলে সকলকে শুনানোর উদ্দেশ্যে আপনি মিম্বরে চলে যান তখন আপনার বিচ্ছেদে খেজুরের খুটিটি কাঁদছিল, আপনি আপনার হাত মুবারক দিয়ে তাকে আদর করলে সে তখন শান্ত হয়েছিল, আপনার উম্মত আপনার জন্য রোদন করার বেশী উপযোগী আপনি তাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতিপালকের দরবারে আপনার মর্যাদা এতই বেশী যে, তিনি আপনার তাবেদারীকে তাঁর নিজের তাবেদারী ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেছেন:

" من يطع الرسول فقد أطاع الله "

যে রাসূলের তাবেদারী করল সে খোদ আল্লাহর তাবেদারী করল।

আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতিপালকের দরবারে আপনার মর্যাদা এতই বেশী যে, তিনি আপনাকে সর্বশেষে প্রেরণ করেছেন অথচ আপনাকে উল্লেখ করেছেন সর্বপ্রথম। তিনি বলেছেন:

" وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح " الآية

স্মরণ করুন ঐ সময়ের কথা যখন আমি নবীদের থেকে অঙ্গিকার নিলাম এবং আপনি ও নূহ .....।

আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতিপালকের দরবারে আপনার মর্যাদা এতই বেশী যে, জাহান্নামবাসীগণ সেখানে আজাবে থেকেও আপনার তাবেদারীর আকাংখায় আফসোস করতে থাকবে:

" يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول "

আফসোস! আমরা যদি আল্লাহ ও রাসূলের তাবেদারী করতাম।

আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতিপালকের দরবারে আপনার মর্যাদা এতই বেশী যে, তিনি আপনাকে অপরাধের খবর দেয়ার আগে ক্ষমার খবর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

عفا الله عنك لم أذنت لهم

আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আপনি তাদেরকে (মুনাফিক দিগকে) কেন অনুমতি দিলেন।

আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোন ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদিও হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আলাইহিস সালাম) কে আল্লাহ এমন মুজিযা দান করেছিলেন যে, একটি পাথর

থেকে বহু নহর জারী হয়েছিল তবে ইহা মোটেও আপনাকে দেয়া মুজিযা থেকে বেশী আশ্চর্যের নয় যে, আপনার আঙ্গুল মুবারক থেকে পানি জারী হয়েছিল।

আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোন ইয়া রাসুলাল্লাহ! যদিও হযরত সুলাইমান ইবনে দাউদ (আলাইহিমাস সালাম) কে আল্লাহ এমন মুজিযা দান করেছিলেন যে, বাতাসের উপর ভর করে তিনি সকালে একমাস এবং বিকালে আরেক মাসের রাস্তা অতিক্রম করতেন তবে ইহা বুরাক্ব থেকে বেশী আশ্চর্যের নয়, আপনি এতে করে সাত আসমান পর্যন্ত ভ্রমণ করে মক্কা শরীফে এসে ফজরের নামাজ পড়েছেন।

আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোন ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদিও হযরত ঈসা ইবনে মারয়াম (আলাইহিমাস সালাম) কে আল্লাহ এমন মুজিযা দান করেছিলেন যে, তিনি মুর্দাকে জিন্দা করতে পারতেন তবে ইহা ঐ বিষ মিশ্রিত বকরীর চেয়ে বেশী আশ্চর্যের নয় যে বকরী আপনাকে বলেছিল: আমাকে খাবেন না, কারণ আমি বিশ মিশ্রিত।

আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোন ইয়া রাসূলাল্লাহ! হযরত নূহ আলাইহিস্ সালাম তাঁর জাতিকে এই বলে বদ দোয়া করেন: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 'হে আমার মালিক! জমিনের উপর একজন কাফিরকেও জিন্দা রাখবেন না।' অথচ আপনি যদি আমাদের উপর বদদোয়া করতেন তবে আমরা সকলেই হালাক হয়ে যেতাম। (কাফেরগণ কর্তৃক) আপনার পিঠ মুবারক পদদলিত হয়েছে (যখন আপনি সেজদারত ছিলেন), আপনার চেহারা মুবারক রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, আপনার দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছে তারপরও আপনি নেক দোয়া করেছেন اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون হে আল্লাহ! আপনি আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন তারা আমাকে চিনে নাই।

আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোন ইয়া রাসূলাল্লাহ! নূহ আলাইহিস্ সালাম দীর্ঘ হায়াত পেয়েও সামান্য সংখ্যক লোক তাঁর উপর ঈমান এনেছিল অথচ মাত্র কয়েক বৎসরের জীবনে অনেক লোক আপনার উপর ঈমান এনেছে। আমার মাতাপিতা আপনার জন্য কুরবান হোন ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যদি কেবল আপনার সম মর্যাদার লোকদের সাথে উঠাবসা করতেন তবে আমাদের সাথে উঠাবসা না করলেও পারতেন, আপনি যদি আপনার সম পর্যায়ের মেয়েদিগকেই বিবাহ করতেন তবে আমাদের কারো মেয়ের সঙ্গে আপনার বিবাহ হতনা, আপনি যদি আপনার সম মর্যাদাবাণ লোকদের সাথেই খাওয়া দাওয়া করতেন তবে আমাদের সঙ্গে আপনার খাওয়া দাওয়া হতনা। আপনি গাধার উপর সওয়ার হয়েছেন এবং বিনয় ও নম্রতাবশতঃ আপনার খাবার আপনি মাটিতে রেখে খেয়েছেন। সাল্লাল্লাহু আলাইকা ওয়া সাল্লাম। (জারক্বানী আলাল্ মাওয়াহিব ১২/১৫৪। আলআনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়্যাহ ৫৯০। আশশিফা ১/৫৪, ১/১০৬। শরহে শিফা ১/১০৮, ১/২৩৮। ইহয়াউ উলুমিদ্দীন থেকে ফাজাইলে দরূদ।)

(৭) হযরত সাফিয়্যাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত শরীফের পর আবৃত্তি করেন:

ألا يا رسول الله كنت رجائنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا (الزرقاني على المواهب ١٤٩/١٢)

ইয়া রাসূলাল্লাহ আপনি ছিলেন আমাদের আশা, আকাংখা ....(জারকানী ১২/১৪৯।)

(৮) কবর জিয়ারতের সময় সাধারণ মুর্দাদেরকেও 'ইয়া' বলে সম্বোধন করা হয় السلام عليكم يا أهل القبور

(৯) মুসায়লামায়ে কাজ্জাবের সাথে লড়াইর সময় সাহাবায়ে কেরামের শ্লোগান ছিল :

وا محمداه ওয়া মুহাম্মাদাহু।

(১০) ক্বাযী আয়ায, ইমাম নববী, ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম গং (ইবনে সুন্নী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির আমালুল্ ইয়াউমি ওয়াল্ লাইলাহ্ গং থেকে) বর্ণনা করেন যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর পা অবশ (পক্ষাঘাতগ্রস্থ) হয়ে গেলে তাঁকে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তির নাম নিতে বলা হল। তিনি উচ্চস্বরে বললেন : " يا محمداه " ইয়া মুহাম্মাদাহু। অন্য বর্ণনায় : يا محمد ইয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ফলে সাথে সাথে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। (আশশিফা ২/২৩। শরহে শিফা ২/৪১। আলআদাবুল মুফরাদ / ইমাম বুখারী, হাদীস নং ৯৬৪, পৃষ্ঠা ২৮৬। আলআজকার / ইমাম নববী, বাব নং ২৬৬, পৃষ্ঠা ৩৮৯। ইমাম নববী রাহঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকেও অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আলফুতুহাতুর রাব্বানিয়্যাহ শরহে আলআজকারিন্ নাওয়াবিয়্যাহ / ইবনে আলান রাহঃ।)

(১১) বুখারী শরীফ গং হাদীসের কিতাব সমুহে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পর হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বারবার 'ইয়া আবাতাহু' 'ইয়া আবাতাহু' বলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্বোধন করেন। তিনি বলেন:

يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه (البخاري ٤٤٦٢)

আজানে দ্বিতীয় শাহাদাতের সময় 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে আঙ্গুলে চুমু দেয়া

(১২) আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী রাহঃ তাঁর রূহুল বায়ানে, আল্লামা শামী তাঁর ফতোয়ার কিতাবে ইমাম ক্বাহিস্তানী হানাফী রাহঃ (ওফাত ৯৬২ হিজরী) থেকে, তিনি তাঁর শরহুল কাবীরে কানজুল ইবাদ থেকে বর্ণনা করেন :

يستحب أن يقال عند سماع الأولى من الشهادة الثانية : صلى الله عليك يا رسول الله ، وعند الثانية منها : قرت عيني بك يا رسول الله ، ثم يقول : اللهم متعني بالسمع والبصر بعد وضع ظفري الإبهامين على العينين ، فإنه عليه السلام يكون قائدا له إلى الجنة (روح البيان ٢٢٨/٧ تفسير " إن الله وملائكته يصلون على النبي " ، رد المحتار ٦٨/٢ باب الأذان ، حاشية الجلالين ، وعزاه صاحب ضياء الصدور لمنكر التوسل بأهل القبور إلى شرح النقاية للقاري)

মুস্তাহাব হল প্রথমবার আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ শুনে বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয়ের অগ্রভাগ উভয় চোখে রেখে বলবে 'সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ', এবং দ্বিতীয়বার বলবে

'কুররাত্ আইনী বিকা ইয়া রাসূলাল্লাহ'। অতঃপর বলবে: 'আল্লাহুম্মা মাত্তি'নী বিস্সাম্ই ওয়াল্ বাছার'। এর ফলে আমলকারীকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতে নিয়ে যাবেন। (রূহুল বায়ান ৭/২২৮। ফতোয়ায়ে শামী ২/৬৮। হাশিয়ায়ে জালালাইন শরীফ।)

আল্লামা শামী রাহঃ আরো বলেন:

وفي كتاب الفردوس : " من قبل ظفري إبهامه عند سماع أشهد أن محمدا رسول الله في الأذان أنا قائده ومدخله في صفوف الجنة " (رد المحتار ٦٨/٢ باب الأذان وقال : وتمامه في حواشي البحر للرملي عن المقاصد الحسنة للسخاوي)

কিতাবুল ফিরদাউসে আছে : আজানের সময় আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ শুনে যে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলে চুমু দেবে আমি তাকে জান্নাতে নিয়ে যাব এবং জান্নাতবাসীদের মধ্যে শামিল করে দেব। (ফতোয়ায়ে শামী ২/৬৮।)

হায়াতুল আম্বিয়া

আম্বিয়ায়ে কেরাম কবরে জিন্দাঃ কুরআন শরীফের দলীল

শুহাদায়ে কেরাম সম্পর্কে আল্লাহর বাণী:

" ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون "

আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত (শহীদ) হয় তাঁদেরকে মৃত বলো না, বরং তাঁরা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝো না। (বাকারা ১৫৪)

" ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون "

আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত (শহীদ) হয় তাঁদেরকে মৃত বলো না, বরং তাঁরা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত। (আলে-ইমরান ১৬৯।)

এটা হল শুহাদায়ে কেরাম সম্পর্কে আল্লাহর বাণী । আয়াত দুটি থেকে আমরা শুহাদায়ে কেরামের মর্যাদা কত মহান তা উপলব্ধি করতে পারি। এখন প্রশ্ন হল শুহাদায়ে কেরাম যদি কবরে জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন তবে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং সাইয়িদুল আম্বিয়া (সাঃ) কি শুহাদায়ে কেরামের চেয়ে বেশী মর্যাদাপ্রাপ্ত নহেন? শুহাদায়ে কেরাম কবরে গিয়েও জিন্দা আর আম্বিয়ায়ে কেরাম কি মুর্দা?

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়েছেন এর প্রমাণ

ইমাম আহমাদ এবং ইমাম হাকিম রাহঃ গং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

لأن أحلف تسعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل قتلا أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل وذلك بأن الله جعله نبيا واتخذه شهيدا (أحمد ٣٤٣٥/٣٦٧٩ ، الحاكم في المستدرك٣/٣٩٤ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শহীদ হয়েছেন একথা নয়বার শপথ করে বলা আমার কাছে তিনি শহীদ হন নাই একথা একবার শপথ করে বলার চেয়ে অনেক প্রিয়। কারণ আল্লাহ তাঁকে নবী বানিয়েছেন এবং শহীদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। (মুসনাদ আহমাদ ৩৬৭৯/৩৪৩৫। মুস্তাদরাক ৩/৪৩৯৪।)

একটি প্রশ্নের জবাব

কারো মনে এমন প্রশ্ন আসতে পারে যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাঁর ওফাত শরীফের পরও জিন্দা হোন তাহলে আল্লাহর বানীর কি অর্থ থাকতে পারে :

" إنك ميت وإنهم ميتون "

নিশ্চয়ই আপনারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। (সুরা জুমার ঃ ৩০।)

আল্লামা ক্বাসত্বাল্লানী রাহঃ বলেন :

أجاب الشيخ تقي الدين السبكي بأن ذلك الموت غير مستمر ، وأنه صلى الله عليه وسلم أحيي بعد الموت ، ويكون انتقال الملك ونحوه مشروطا بالموت المستمر (الزرقاني على المواهب ٧/٣٦٧)

এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন শাইখ তাক্বী উদ্দীন সুবকী রাহঃ যে, এই মৃত্যু দীর্ঘকালীন নয়, বরং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওফাতের পরই জিন্দা করা হয়েছে। এবং সম্পত্তি হস্তান্তর গং (যেমন বিবিদের ইদ্দত ইত্যাদী) দীর্ঘকালীন মউতের সহিত শর্তযুক্ত। (জারক্বানী আলাল্ মাওয়াহিব ৭/৩৬৭।)

অর্থাৎ আল্লাহর রাসুলের যৎকিঞ্চিত সম্পত্তি ওয়ারিসানদের মধ্যে বন্টন করা হয় নাই এর অন্যতম একটি কারণ হল নবীজীর মৃত্যু হয়েছে সাময়িক, ওফাত শরীফের পর পরই আবার তাঁকে জিন্দা করে দেয়া হয়েছে, যার কারণে মালিকানা বিলুপ্ত হয় নাই।

আল্লামা ক্বাসত্বাল্লানী রাহঃ নবীজীর ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন :

ومنها : أنه حي في قبره ويصلي فيه بأذان وإقامة وكذلك الأنبياء ، ولهذا قيل : لا عدة على أزواجه (الزرقاني ٧/٣٦٤)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি অন্যতম ফজিলত হচ্ছে, তিনি তাঁর ক্ববর শরীফে জিন্দা আছেন, তিনি সেখানে আজান ও ইক্বামতের সাথে নামাজ আদায় করেন। অনুরূপভাবে সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম। এবং একারণেই বলা হয় : আল্লাহর রাসুলের বিবিগণের কোন ইদ্দত নাই। (জারক্বানী ৭/৩৬৪।)

আল্লাহ তা' লার বাণী :

" وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا " (الأحزاب ٥٣)

এবং তোমাদের জন্য শোভা পায়না যে, (তোমাদের কথা কিংবা কাজে) আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেবে এবং এও না যে, তাঁর পরে কখনো তোমরা তাঁর বিবিগণকে বিবাহ করবে। (সুরা আহযাব ঃ ৫৩।)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিবিগণের ইদ্দত নাই এবং তাঁদেরকে অন্য কারো বিবাহ করা হারাম এর একটি অন্যতম ভেদ হচ্ছে নবীজী জিন্দা নবী, হায়াতুন্নাবী। আর এ কারণেই শুধুমাত্র মীলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করা হয়, কোন দিন ওফাতুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালন করা হয় না।

নবীজীর সাধারণ কোন জানাজার নামাজ হয়নি এর একটি কারণ হল, নবীজীর ওফাত শরীফ অন্যদের মত স্থায়ী ছিলনা। আল্লামা ক্বাসত্বাল্লানী রাহঃ বলেন :

"صلى عليه الناس أفواجا أفواجا بغير إمام وبغير دعاء الجنازة المعروف . (الزرقاني على المواهب ٣٥٩/٧)

কোন ইমাম এবং জানাজার নামাজের সাধারণ দোয়া ছাড়া লোকেরা দলে দলে আল্লাহর রাসুলের উপর দরূদ শরীফ পড়েছেন। (জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ৭/৩৫৯।)

আল্লামা জারক্বানী রাহঃ হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

كانوا يكبرون ويقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله

তাঁরা তাকবীর দিচ্ছিলেন আর বলছিলেন : 'আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহ।' হে আল্লাহর নবী আপনার উপর শান্তি এবং আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। (জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ৭/৩৫৯।)

আম্বিয়ায়ে কেরামের ওফাত সাময়িক

আম্বিয়ায়ে কেরাম যে তাঁদের ক্ববর শরীফে জিন্দা এ সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে, যার আলোচনা কিছু পরেই আসছে। তাঁদের ওফাত যে সাময়িক, অন্যদের মত স্থায়ী নয় বরং ওফাত শরীফের পর আল্লাহ আম্বিয়ায়ে কেরামের রূহ তাঁদের দেহ মুবারকে ফিরিয়ে দেন এর একটি প্রমাণ হল :

ইমাম বাইহাক্বী, আবূদাউদ এবং ইমাম আহমাদ সহীহ সনদে হযরত আবূ হুরাইরাহ রাদিঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন :

ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي (أو علي) روحي حتى أرد عليه السلام . (البيهقي : كتاب الحج باب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث رقم ١٠٢٧٠ ، شعب الإيمان ٤١٦١/٣ ، أبو داود : كتاب المناسك ١٧٤٥ ، مسند إمام أحمد ١٠٣٩٥ ، إعلاء السنن حديث رقم ٣٠٥٦، تفسير الدر المنثور ٤٢٦/١، معرفة السنن والآثار ٢٦٨/٤ ، القول البديع ١٤٩، هداية السالك ١١٤/١، جلاء الأفهام : حديث رقم ١٩، نيل الأوطار ١٠٣/٥، الفتح الرباني ١٩/١٣، رياض الصالحين للنووي)

যখনই কেউ আমাকে সালাম দেয় আল্লাহ আমার রূহকে আমার প্রতি ফিরিয়ে দেন যেন আমি তার সালামের জবাব দেই। (বাইহাক্বী ১০২৭০। শুআবুল ঈমান ৩/৪১৬১। আবুদাউদ ১৭৪৫। মুসনাদ ইমাম আহমাদ ১০৩৯৫। ইলাউস সুনান ৩০৫৬। আদ্দুররুল মানসূর ১/৪২৬। মারিফাতুস সুনানি ওয়াল আছার ৪/২৬৮। আলক্বাউলুল বাদী' ১৪৯। হিদায়াতুস

সালিক ১/ ১১৪। জালাউল আফহাম ১৯। নাইলুল আওত্বার ৫/ ১০৩। আলফাতহুররাব্বানী ১৩/ ১৯। রিয়াদুস্ সালিহীন / ইমাম নববী।)

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় 'ইম্বাউল্ আজকিয়া বিহায়াতিল আম্বিয়া' নামে অত্যন্ত মূল্যবান একখানা কিতাব লিখেছেন। তিনি হাদীসটির বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এখানে কয়েকটি আলোচনা করা হল।

(১) আভিধানিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার পর ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ'র দৃষ্টিতে হাদীসের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাখ্যা হচ্ছে :

ما من أحد يسلم علي إلا قد رد الله علي روحي قبل ذلك فأرد عليه

যখনই কেউ আমাকে সালাম দেয়, আল্লাহ ইতিপূর্বে আমার রূহকে আমার প্রতি ফিরিয়ে দিয়েছেন তাই আমি তার সালামের জবাব দেই।' (ইম্বাউল আজকিয়া ১৭।)

এই ব্যাখ্যার সমর্থনে সুয়ূত্বী রাহঃ তাঁর কিতাবের ৩০ পৃষ্ঠায় আরেকটি বর্ণনা পেশ করেছেন। যা বর্ণনা করেছেন ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ তাঁর 'হায়াতুল আম্বিয়া' নামক কিতাবে। সেখানে হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

ما من أحد يسلم علي إلا وقد رد الله علي روحي

কারণ হাদীস শরীফের অর্থ এমন নয় যে, বারবার আল্লাহর রাসূলের রূহ মুবারককে ফিরিয়ে দেয়া হয়। বরং রূহ শরীফকে একবারই ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে, কেউ সালাম দিলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জবাব দেন। (আরো দেখুন শিফাউস্ সিক্বাম ৪৩।)

(২) আলমে বরজখে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুশাহাদায়ে রাব্বানীতে মগ্ন আছেন, যেভাবে তিনি দুনিয়াতে ওহী নাজিল হওয়ার সময় থাকতেন। সালামের জবাব দেয়ার জন্য তাঁর খেয়াল সেদিকে ফিরিয়ে দেয়াকে রূহ ফিরিয়ে দেয়ার নামে বুঝানো হয়েছে। (ইম্বাউল আজকিয়া ১৯।)

(৩) এমন কোন সময় নেই যখন আল্লাহর রাসূলের উপর সালাম দেয়া হচ্ছেনা, সুতরাং সব সময়ই রূহ মুবারক তাঁর দেহ মুবারকে বিদ্যমান। সুতরাং এই হাদীসই প্রমাণ করছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময়ের জন্যই জিন্দা।

(৪) আরেকটি ব্যাখ্যা হতে পারে যে,

ان الله يرد عليه سمعه الخارق للعادة بحيث يسمع المسلم وإن بعد قطره

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর হাবীবের অলৌকিক শ্রবণ শক্তি আবার তাঁকে ফিরিয়ে দেন যাতে সালামদাতার সালাম তিনি সরাসরি শুনতে পারেন যদিও সালামদাতা দূরদেশে কোথাও হয়। (ইম্বাউল আজকিয়া ২৩।)

(৫) আল্লাহর হাবীব আলমে বরজখে দুনিয়ার মতই ব্যস্ততম জিন্দেগী করতেছেন। সেই ব্যস্ততার মধ্যে সকল সালামদাতার জবাব দেয়ার জন্য হুজুরের মনোযোগ ফিরিয়ে দেয়াকে এই হাদীসে বুঝানো হয়েছে। মুশাহাদায়ে রাব্বানীর সাথে সাথে আলমে বরজখে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যস্ততার কিছু বর্ণনা নিম্নে ইম্বাউল আজকিয়া থেকে তুলে ধরা হল।

النظر في أعمال أمته ، والاستغفار لهم من السيئات ، والدعاء بكشف البلاء عنهم ، والتردد في أقطار الأرض لحلول البركة فيها ، وحضور جنازة من مات من صالح أمته ، فإن هذه الأمور من جملة أشغاله في البرزخ كما وردت بذلك الأحاديث والآثار (إنباء الأذكياء ٢٤)

(ক) উম্মাতের আমলের প্রতি নজর রাখা। (খ) উম্মাতের পাপ মার্জনার জন্য ইস্তেগফার করা। (গ) উম্মাতের জন্য বিপদ আপদ থেকে মুক্তির দোয়া করা। (গ) দুনিয়ার দিক দিগন্তে আসা যাওয়া করা যাতে সেখানে বরকত নাজিল হয়। (ঙ) তাঁর নেককার উম্মাতের জানাজায় হাজির হওয়া। বিভিন্ন হাদীস এবং আছার মুতাবেক এগুলী হচ্ছে আলমে বরজখে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কয়েকটি কাজ। (ইম্বাউল আজকিয়া ২৪।)

(৬) হাদীসে রূহ দ্বারা আত্মা বুঝানো হয়নি বরং আত্মার শান্তি বুঝানো হয়েছে। সুতরাং হাদীস শরীফটির অর্থ হল, যখন কোন উম্মাত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম দেয় তখন তিনি মনে মনে খুশী হন, তাঁর মহান আত্মায় শান্তি অনুভব করেন। এর দলীল হল সুরা ওয়াক্বিয়াহ'র ৮৯ নং আয়াত। সেখানে রাওহুন্ কে রূহুন্ ও পড়া হয়েছে। (ইম্বাউল আজকিয়া ২৫।)

(৭) হাদীসের আরেকটি ব্যাখ্যা হল ' আল্লাহ আমার রূহ ফিরিয়ে দেন' এর মানে হচ্ছে 'সালাম পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাকে আল্লাহ আমার কাছে ফিরিয়ে পাঠান যাতে আমি আমার উম্মাতের সালামের জবাব দেই। (ইম্বাউল আজকিয়া ২৬।)

একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, একই সাথে কত অগণিত লোক আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম জানাচ্ছে, আল্লাহর রাসূল একই সাথে এত লোকের সালামের জবাব দেন কিভাবে? এ প্রশ্নের উত্তরে বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা ক্বাসত্বাল্লানী রাহঃ আলমাওয়াহিবে আবুত্ তাইয়িব আহমাদ আলমুতানাব্বীর একটি কবিতাংশ উল্লেখ করেন :

كالشمس في وسط السماء ونورها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا

যেমন মধ্যাকাশের সূর্য, তার আলো আচ্ছাদন করে আছে সমগ্র বিশ্ব।

(জারকানী আলাল মাওয়াহিব ১২/২০৫। আলআনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়্যাহ ৬০৩।)

ইমাম সাখাওয়ী রাহঃ বলেন :

يؤخذ من هذه الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم حي على الدوام ، ونحن نؤمن ونصدق بأنه صلى الله عليه وسلم حي يرزق في قبره (القول البديع ١٦١)

এইসব হাদীস শরীফ থেকে একথাটিই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময়ের জন্যই জিন্দা। ইহাই আমাদের ঈমান এবং আমরা তা'ই সত্যায়িত করি যে তিনি জিন্দা, কবরে তাঁকে রিজিক দেয়া হয়। (আলক্বাউলুল বাদী' ১৬১।)

এই হাদীস শরীফ থেকে আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী রাহঃও অর্থ নিয়েছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময়ের জন্যই জিন্দা। (তাফসীরে রূহুল বায়ান ৭/২২১।)

আম্বিয়ায়ে কেরামের ওফাত সাময়িক, স্থায়ী ওফাত নয় এর উপর দলীল দিতে গিয়ে আল্লামা ক্বাসত্বাল্লানী এবং ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ লিখেন, ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি মারফূ হাদীস বর্ণনা করেছেন:

" ان الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ، ولكنهم يصلون بين يدي الله حتى ينفخ في الصور " (الزرقاني ١٢/٢٠٧، إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء ٦ ، الحاوي ١٤٨/٢)

আম্বিয়ায়ে কেরাম (ওফাতের পর) তাঁদের ক্ববরে চল্লিশ রাতের পর আর ঐ অবস্থায় থাকেন না বরং (তাঁদেরকে জিন্দা করে দেয়া হয়) তাঁরা কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর সামনে নামাজ আদায় করেন। (জারক্বানী ১২/২০৭। ইম্বাউল আজকিয়া ৬। আলহাওয়ী ২/ ১৪৮।)

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ বলেন :

ما مكث نبي في قبره أكثر من أربعين ليلة حتى يرفع ، قال البيهقي : فعلى هذا يصيرون كسائر الأحياء يكونون حيث ينزلهم الله . (إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء ٧ ، الحاوي ١٤٨/٢)

চল্লিশ রাতের বেশী কোন নবী তাঁর ক্ববর শরীফে (ওফাত অবস্থায়) অবস্থান করেন না, বরং তাঁদের রূহ ফিরিয়ে দেয়া হয়। ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ বলেন : এই ভিত্তিতে প্রমাণিত হল যে, তাঁরা অন্য সকল জিন্দাদের মত জীবন যাপন করেন, আল্লাহর মর্জি মত তাঁরা বিচরণ করেন। (ইম্বাউল আজকিয়া ৭। আলহাওয়ী ২/ ১৪৮।)

ইমাম সুয়ূত্বী এবং ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহঃ বলেন:

قال البيهقي في كتاب " الاعتقاد " : الأنبياء بعد ما قبضوا ردت إليهم أرواحهم ، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء (إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء ١١، التلخيص الحبير ١٢٦/٢)

বাইহাক্বী রাহঃ 'আলই'তিক্বাদ' কিতাবে বলেছেন : ওফাতের পর আম্বিয়ায়ে কেরামের রূহকে তাঁদের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। সুতরাং তাঁরা তাঁদের পালনকর্তার নিকট শুহাদায়ে কেরামের মত জীবিত। (ইম্বাউল আজকিয়া ১১। আত্‌তালখীসুল্ হাবীর ২/ ১২৬।)

সুয়ূত্বী রাহঃ হযরত আবুল হাসান ইবনে জাগুনী হাম্বালী রাহঃ থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন যে,

ان الله لا يترك نبيا في قبره أكثر من نصف يوم

আল্লাহ কোন নবীকে তাঁর কবরে অর্ধদিনের বেশী রাখেননা। ('তানভীরুল হালাক্ ফী ইমকানি রুয়াতিন্ নাবিয়্যি ওয়াল্ মালাক' ৩৩।)

ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

القطع بأن موت الأنبياء إنما هو راجع إلى أن غيبوا عنا بحيث لا ندركهم ، وإن كانوا موجودين أحياء ، وذلك كالحال في الملائكة فإنهم موجودون أحياء ولا يراهم أحد من نوعنا إلا من خصه الله بكرامة من أوليائه (التذكرة ١٤٦)

সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, আম্বিয়ায়ে কেরামের ওফাত মূলতঃ তাঁদেরকে আমাদের থেকে গায়েব করে নেয়া (আমাদের দৃষ্টির আড়াল করে নেয়া) যাতে আমরা তাঁদেরকে দেখতে না পারি, যদিও তাঁরা মওজুদ, জিন্দা আছেন। যেমন ফেরেশতাদের অবস্থা, তারা মওজুদ, জিন্দা আছেন অথচ আমাদের মত কেউ তাদেরকে দেখতে পায়না, তবে আউলিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যাঁদেরকে আল্লাহ কারামত দিয়ে বিশেষিত করতে চান তাঁরা ব্যতীত। (আততাজকিরাহ ১৪৬।)

আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ লিখেছেন, উস্তাজ আবূ মানসূর আব্দুল ক্বাহির ইবনে ত্বাহির আলবাগদাদী শাইখে শাফী রাহঃ বলেছেন :

قال المتكلمون المحققون من أصحابنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته ، وانه يسر بطاعات أمته ويحزن بمعاصي العصاة منهم

আমাদের মাজহাবের মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম বলেছেন : আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ওফাত শরীফের পরও জিন্দা আছেন। এবং তিনি তাঁর উম্মাতের নেক আমলের কারণে খুশী হন আবার গোনাহগার উম্মাতের গোনাহের কারণে দুঃখিত / চিন্তিত হন। (ইম্বাউল আজকিয়া ১৩। 'তানভীরুল হালাক্ ফী ইমকানি রুয়াতিন্ নাবিয়্যি ওয়াল্ মালাক' ৩০।)

বাহারে শরীয়ত গ্রন্থকার মাওলানা আমজাদ আলী আজমী রাহঃ বলেন :

নিশ্চিত জেনে রাখুন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বশরীরে জিন্দা আছেন যেমন ছিলেন ওফাত শরীফের আগে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরামের ওফাত হচ্ছে সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়া। ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাজ্জ মাদখাল কিতাবে এবং ইমাম আহমাদ ক্বাসত্বাল্লানী মাওয়াহিবে লাদুন্নিয়্যাহ কিতাবে এবং আইম্মায়ে দ্বীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন গণ বলেন :

لا فرق بين موته وحياته صلى الله تعالى عليه وسلم في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم وعزائمهم وخواطرهم ، وذلك عنده جلي لا خفاء به

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হায়াত এবং ওফাত শরীফের মধ্যে এই ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই যে, তিনি তাঁর উম্মাতকে দেখছেন এবং তাদের অবস্থা, সংকল্প ও মনের ইচ্ছাসমূহ জানেন। এই সব হুজুরের কাছে এমনই রওশন যাতে গোপনীয় কিছুই নেই। (বাহারে শরীয়ত, ১ম ভলিয়াম, পৃষ্ঠা ৫৯৫ / ষষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ১১৯।)

আল্লামা জাফর আহমাদ উসমানী রাহঃ বলেন :

ولا شك في حياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ، وكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم حياة أكمل من حياة الشهداء التي أخبر الله تعالى بها في كتابه العزيز ، ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء وسيد الشهداء ، وأعمال الشهداء في ميزانه ، وقال صلى الله عليه وسلم : علمي بعد وفاتي كعلمي في حياتي رواه الحافظ المنذرى (إعلاء السنن ، الجزء العاشر صفحة ٥٠٥)

ওফাত শরীফের পরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হায়াতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অনুরূপভাবে সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁদের কবরে জিন্দা আছেন, তাঁদের হায়াত শুহাদায়ে কেরামের হায়াতের চেয়ে পরিপূর্ণ, যে খবর আল্লাহ তাঁর মহান কিতাবে দিয়েছেন। আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম সাইয়িদুল আম্বিয়া এবং সাইয়িদুশ্ শুহাদা। শুহাদায়ে কেরামের আমাল তাঁর দরবারে কিছুইনা। তিনি বলেছেন : আমার ওফাতের পর আমার ইলম আমার জীবদ্দশায় আমার ইলমের মতই। হাফিজ মুনজিরী এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (ইলাউস্ সুনান ১০/৫০৫।)

আল্লাহর বাণীঃ

" ونفخ في الصور فصعق من في السموت ومن في الأرض إلا من شاء الله ، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون " (الزمر ٦٨)

শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে ফলে আসমান ও জমিনের সবাই মারা যাবে / সম্বিতহারা / অজ্ঞান / অস্থির / হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত। অতঃপর আবার শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন তারা দন্ডায়মান হয়ে দেখতে থাকবে। (জুমার ৬৮।)

আল্লাহ আরো বলছেন :

ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموت ومن في الأرض إلا من شاء الله (النمل ٨٧)

আর যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে, অতঃপর আল্লাহ যাদেরকে (জীবিত রাখার) ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত আসমান ও জমিনে যারা আছে সবাই ভীতবিহবল হয়ে পড়বে।' (সুরা নামল ৮৭।)

হযরত ইসরাফিল আলাইহিস্ সালাম শিংগায় ফুৎকার দিবেন। প্রথম ফুৎকারে আসমান জমিনের সবাই মারা যাবেন, দ্বিতীয় ফুৎকারে আবার সবাই জিন্দা হবেন, এই হল সাধারণ কথা। কিন্তু উপরুল্লেখিত আয়াতদ্বয়ে দেখা যাচ্ছে ইসরাফিলের প্রথম ফুৎকারের সময় যখন আসমান জমিনের সমস্ত মাখলুক মারা যাবে তখনও আল্লাহ তাঁর কিছু মাখলুককে জিন্দা রেখে দিবেন। এরা কারা? সংশ্লিষ্ট সকল বর্ণনা জমায়েত করলে দেখা যায় ওরা হচ্ছেন: ফেরেশতা নতুবা শুহাদায়ে কেরাম নতুবা আম্বিয়ায়ে কেরাম নতুবা আরশবাহী ফেরেশতাগণ নতুবা চার ফেরেশতা তথা জিবরীল, মিকাঈল, ইসরাফিল এবং আজরাইল। (আত্তাজকিরাহ ১৪৪। তাফসীরে কুরতুবী ১৫/ ১৮২। আরো দেখুন তাফসীরে ত্বাবারী ১১ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৭/২৮/২৯। তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন। তাফসীরে উসমানী। খাযাইনুল ইরফান।)

ইমাম কুরতুবী রাহঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবু হুরাইরাহ এবং হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রাদিঃ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ওরা হচ্ছেন শুহাদায়ে কেরাম। এই অভিমতকে ইমাম কুরতুবী রাহঃ বিশুদ্ধ বলেছেন। *(আত্তাজকিরাহ ১৪৫।)* আলমে বরজখে শুহাদায়ে কেরামের জিন্দেগী থেকে আম্বিয়ায়ে কেরামের জিন্দেগী যে হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ ও পরিপূর্ণ এতে কোন দ্বিমত নেই। শুহাদায়ে কেরাম যেখানে জিন্দা সেখানে আম্বিয়ায়ে কেরামের ব্যাপারে কোন প্রশ্ন অবতারনার অবকাশই নেই।

ইমাম কুরতুবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

وإذا تقرر أنهم أحياء فإذا نفخ في الصور نفخة الصعق صعق كل من في السموت ومن في الأرض إلا من شاء الله فأما صعق غير الأنبياء فموت ، وأما صعق الأنبياء فالأظهر : أنه غشية ، فإذا نفخ في الصور نفخة البعث ، فمن مات حيي ومن غشي عليه أفاق ، وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والبخاري " فأكون أول من يفيق " (التذكرة ١٤٧)

এটা যখন সাব্যস্ত হয়ে যাবে যে আম্বিয়ায়ে কেরাম জিন্দা, তখন শিংগায় প্রথম ফুৎকারে আসমান জমিনের সবাই মারা যাবেন / অজ্ঞান হয়ে পড়বেন তবে আল্লাহ যাদেরকে (জীবিত রাখার / সজ্ঞানে রাখার) ইচ্ছা করবেন তারা ব্যতীত। এখানে আম্বিয়ায়ে কেরাম ছাড়া অন্যদের বেলায় সেটা হবে মৃত্যু, কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরামের বেলায় সেটা হবে অস্থিরতা বা অজ্ঞানতা। অতঃপর দ্বিতীয়বার যখন পুণরুত্থানের জন্য শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তখন যারা মারা গিয়েছিলেন তারা জিন্দা হবেন আর যাঁরা অজ্ঞান হয়েছিলেন তাঁদের জ্ঞান ফিরে আসবে। আর এভাবেই বলেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহীহ মুসলিম ও বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীসেঃ'' আমি সর্বপ্রথম ব্যক্তি যিনি সজ্ঞান হবেন বা যার নিদ্রা ভঙ্গ হবে।' (আততাজকিরাহ ১৪৭।)

আম্বিয়ায়ে কেরাম কবরে জিন্দাঃ হাদীস শরীফের দলীল

হাদীসঃ আল্লাহ মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহ মুবারক গ্রাস করা

হযরত আউস্ বিন আউস্ রাদি: বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي يقولون قد بليت قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام (النسائي : كتاب الجمعة ١٣٥٧ ، أبوداود : كتاب الصلاة ١٣٠٨ ، ابن ماجة : إقامة الصلاة ١٠٧٥ / ما جاء في الجنائز ١٦٢٦ ، الدارمي : الصلاة ١٥٢٦ ، أحمد ١٥٥٧٥ ، الفتح الرباني ١٥١١/٦ ، المستدرك للحاكم ١٠٢٩/١ وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ، اقتضاء الصراط المستقيم ٣٤٤ ، مصنف ابن أبي شيبة ٨٦٩٧/٢ ، الوفا ١٥٦٢ ، صحيح ابن خزيمة ١٧٣٣/٣ ، الخصائص الكبرى ٢/ ٤٨٩ ، رياض الصالحين للنووي)

তোমাদের শ্রেষ্ঠতম একটি দিন হচ্ছে শুক্রবার দিন, এই দিন আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করা হয়েছিল, এই দিনই তাঁর রূহ কবজ করা হয়েছিল, এই দিনই শিংগায় প্রথম ফুঁক দেয়া হবে আবার এই দিনই (বিকট আওয়াজ) শিংগায় দ্বিতীয় ফুঁকও দেয়া হবে। তাই (এই দিন) আমার উপর বেশী বেশী দুরূদ পড়বে কারন তোমাদের দুরূদ আমার কাছে পেশ করা হয়। তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেমন করে আমাদের দুরূদ আপনার খেদমতে পেশ করা হবে যেহেতু (আপনার ইন্তেকালের পর) আপনি গলে মাটির সাথে মিশে যাবেন। হুজুর উত্তর দিলেন: মহান আল্লাহ আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহ মুবারক খাওয়া মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন। (নাসাঈ ১৩৫৭। আবুদাউদ ১৩০৮। ইবনে মাজাহ ১০৭৫/ ১৬২৬। দারিমী ১৫২৬। মুসনাদ ইমাম আহমাদ ১৫৫৭৫। আলফাতহুর রাব্বানী ৬/ ১৫১১। মুস্তাদরাক হাকীম ১/ ১০২৯। মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবাহ ২/৮৬৯৭। ইমাম

হাকীম বলেন: হাদীসটি ইমাম বুখারীর শর্তে সহীহ কিন্তু উভয়ের কেউ বর্ণনা করেননি। আলওয়াফা ১৫৬২। সহীহ ইবনে খুজাইমাহ ৩/১৭৩৩। রিয়াদুস্ সালিহীন / ইমাম নববী।)

নাসাঈ শরীফের হাশিয়ায় ইমাম সিন্দী রাহ: বলেন: এই হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্ন করার মর্ম হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো মারা যাবেন সুতরাং আমাদের সালাত ও সালাম শুনবেন কেমন করে। হুজুর এর যে উত্তর দিলেন তার মর্ম হল আম্বিয়ায়ে কেরাম কবরেও জিন্দা। (হাশিয়াতুল ইমাম সিন্দী।)

হাদীস যাঁর সাথে রুহুল কুদুস্ কথা বলেছেন, মাটির জন্য তাঁর মাংশ গ্রাস করার অনুমতি নাই

ইবনে যাবালা হযরত হাসান বসরী রাদি: থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

من كلمه روح القدس لم يؤذن للأرض أن تأكل لحمه

যাঁর সাথে রুহুল কুদুস্ (জিবরীল) কথা বলেছেন, মাটির জন্য তাঁর মাংশ গ্রাস করার কোন অনুমতি নাই। (*জারক্বানী* আলাল্ মাওয়াহিব ১২ খন্ড ঃ জিয়ারতু ক্বাবরিয়্যাবী সাঃ ২১১। জালাউল আফহাম, হাদীস নং ৫৯। আলখাসাইসুল কুবরা ২/৪৮৯।)

হাদীস ঃ আল্লাহর নবী জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত

ইবনে মাজাহ হযরত আবুদ্দারদা রাদিঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق (ابن ماجه ١٦٢٨، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ٤٠)

জুমার দিন তোমরা আমার উপর বেশী বেশী দুরূদ শরীফ পড়বে, কেননা এই দিন ফেরেশতাদের উপস্থিতি দিবস। এবং যখনই তোমাদের কেউ আমার উপর দুরূদ পড়বে সাথে সাথে আমার কাছে তার দুরূদ পেশ করা হয়। সাহাবী বলেন: আমি বললাম: (আপনার) ইন্তেকালের পরও? হুজুর বললেন: ইন্তেকালের পরও। মহান আল্লাহ আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহ মুবারক খাওয়া মাটির উপর হারাম করে দিয়েছেন, আর তাই আল্লাহর নবী জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত। (ইবনে মাজাহ ১৬২৮। শিফাউস সিক্বাম ৪০।)

হাদীস ঃ আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁদের কবরে জীবিত, নামাজ পড়েন

হাফিজ আবূ ইয়া'লা, বাইহাক্বী ও ইবনে উদাই গং হযরত আনাস রাদিঃ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

" الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون" رواه أبو يعلى برجال ثقات ، ورواه البيهقي وصححه ، وروى ابن عدي في "كامله" كذا في إعلاء السنن ، الجزء العاشر

صفحة ٥٠٥ ، الزرقاني على المواهب ٢٠٧/١٢ ، القول البديع ١٦١ ، شفاء السقام في زيارة خير الأنام ١٤٩)

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম তাঁদের কবরে জিন্দা, তাঁরা নামাজ পড়েন। (ইলাউস সুনান ১০/৫০৫। জারকানী ১২/২০৭।)

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

أتيت وفي رواية مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره (مسلم ٤٣٧٩ ، النسائي ١٦١٣/١٤/١٥/١٦/١٧/١٨/١٩ ، إمام أحمد ١١٧٦٥ / ١٢٠٤٦ / ١٣١٠٣ ا لخصائص الكبرى ، الجزء الأول صفحة ٢٥٩) ولمزيد من الاستفسار راجع رسالتي الجلال السيوطي رحمه الله المسمتين بـ " إنباء الأذكياء بحياة الأنبياء " و " تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي و الملك" في " الحاوي للفتاوي : الجزء الثاني "

মিরাজ রজনীতে আমি হযরত মুসা (আঃ)'র কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে দেখলাম তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ছেন। (মুসলিম ৪৩৭৯। নাসাঈ ১৬১৩/১৪/১৫/১৬/১৭/১৮/১৯। মুসনাদে ইমাম আহমাদ ১১৭৬৫/ ১২০৪৬/ ১৩১০৩। আলখাসাইসুল কুবরা ১/২৫৯।)

শুধু তাই নয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মাক্বদিসে সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম কে নিয়ে নামাজ পড়েছেন, বিভিন্ন আকাশে বিভিন্ন নবীর সাথে মুলাকাত করেছেন, আলাপ আলোচনাও করেছেন।

আইয়ামে হাররায় রাওদ্বা শরীফে আজান ও ইক্বামত

ইমাম দারিমী রাহ: হযরত সাঈদ ইবনে আব্দুল আজীজ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেনঃ

لما كان أيام الحرة لم يؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا ولم يقم ولم يبرح سعيد بن المسيب من المسجد وكان لا يعرف وقت الصلاة إلا بهمهمة يسمعها من قبر النبي صلى الله عليه وسلم (الدارمي ٩٣ ، الزرقاني على المواهب ، الوفا ١٥٣٥ ، الخصائص الكبرى ٤٩٠/٢)

হাররার গোলমালের সময় তিন দিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে আজান হয় নাই, হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব মসজিদের ভিতরেই অবস্থান করছিলেন, তিনি বেরিয়ে যাননি, নামাজের সময় হলে নবীর রাওদ্বা থেকে শ্রুত আওয়াজ ছাড়া তিনি বুঝতে পারতেন না যে নামাজের সময় হয়েছে। (দারিমী ৯৩। জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ১২ খন্ড ঃ জিয়ারতু ক্বাবরিন্নবী সাঃ । আলওয়াফা ১৫৩৫।)

অন্য একটি বর্ণনায় সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বলেন:

فلما حضرت الظهر سمعت الأذان في القبر ، فصليت ركعتين ، ثم سمعت الإقامة فصليت الظهر ، ثم مضى ذلك الأذان و الإقامة في القبر المقدس لكل صلاة حتى مضت الثلاث ليال ، يعني ليالي أيام الحرة . (الزرقاني على المواهب ١٢/ فصل في زيارة قبره الشريف ، الحاوي للفتاوى ١٤٨/٢ ، الخصائص الكبرى ٤٩٠/٢)

জোহরের সময় রাওদ্বা মুবারকে আজান শুনে আমি দুই রাকাত নামাজ পড়লাম, আবার ইক্বামত শুনে জোহরের নামাজ আদায় করলাম। অতঃপর এভাবে আইয়ামে হাররার তিন দিন পর্যন্ত প্রতি ওয়াক্ত নামাজের সময় রাওদ্বা শরীফে আজান ও ইক্বামত অব্যাহত থাকল। (জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ১২ খন্ড ঃ জিয়ারতু ক্বাবরিন্নাবী সাঃ। আলহাওয়ী ২/ ১৪৮।)

আম্বিয়ায়ে কেরাম হজ্জ করেন এবং তালবিয়া পাঠ করেন

ইমাম ক্বাসত্বাল্লানী রাহঃ বলেন:

وقد ثبت أن الأنبياء يحجون ويلبون (الزرقاني على المواهب ٣٦٥/٧ ، ٣٦٧/١١)

একথা প্রমাণিত যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম হজ্জ করেন এবং তালবিয়া পাঠ করেন। (জারক্বানী আলাল মাওয়াহিব ৭/৩৬৫। ১১/৩৬৭।)

হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كنت أطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة إذ رأيته صافح شيئا ولم أره قلنا : يا رسول الله صافحت شيئا ولا نراه قال : ذلك أخي عيسى ابن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت عليه (روح المعاني ٢١٨/١١)

আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কাবা তাওয়াফ করছিলাম, আমি দেখলাম আল্লাহর রাসূল কারো সাথে মুসাফাহা করলেন অথচ কাউকে দেখলামনা, আমরা বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি কারো সাথে মুসাফাহা করলেন অথচ আমরা তাঁকে দেখলামনা! হুজুর বললেন: উনি হচ্ছেন আমার ভাই ঈসা ইবনে মারয়াম, আমি অপেক্ষা করলাম, তাঁর তাওয়াফ শেষ হলে পরে আমি তাঁকে সালাম দিলাম। (তাফসীরে রুহুল মাআনী ১১/২১৮।)

বন্ধুকে বন্ধুর কাছে পৌঁছিয়ে দাও

ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুত্বী রাহঃ বলেন, ইবনে আসাকির হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন:

لما حضرت أبا بكر الوفاة أقعدني عند رأسه وقال لي : يا علي إذا أنا مت فغسلني بالكف الذي غسلت به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنطوني ، واذهبوا بي إلى البيت الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا ، فإن رأيتم الباب قد فتح فادخلوا بي وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين حتى يحكم الله بين عباده ، قال : فغسل وكفن وكنت أول من بادر إلى الباب فقلت يا رسول الله : هذا أبو بكر يستأذن ، فرأيت الباب قد فتح ، فسمعت قائلا يقول : أدخلوا الحبيب إلى حبيبه ، فإن الحبيب إلى الحبيب مشتاق (الخصائص الكبرى ٤٩٢/٢)

আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ওফাতের সময় তিনি আমাকে তাঁর মাথার কাছে ডেকে বসিয়ে বললেন: হে আলী (রাদ্বিঃ) আমি যখন মারা যাবো, তুমি আমাকে তোমার সেই হাতে গোসল দিবে যেই হাতে তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোসল দিয়েছিলে, তোমরা

আমাকে আতর মাখিয়ে আমাকে নিয়ে ঐ ঘরে হাজির হবে যে ঘরে আছেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তারপর অনুমতি চাইবে। যদি দেখ দরজাটি খুলে গেছে তাহলে তোমরা আমাকে নিয়ে প্রবেশ করো, নতুবা তোমরা আমাকে নিয়ে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে দাফন করবে। হযরত আলী রাঃ বলেন: তাঁকে গোসল দেয়া হল, কাফন পরানো হল, আমি ছিলাম প্রথম ব্যক্তি যে রাওদ্বা শরীফের দরজায় হাজির হয়েছিল, আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আবু বকর আপনার কাছে অনুমতি চান, আমি দেখলাম দরজাটি খুলে গেল। আমি কাউকে বলতে শুনলাম : বন্ধুকে তাঁর বন্ধুর কাছে পৌছিয়ে দাও, কেননা বন্ধু বন্ধুর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ। (আলখাসাইসুল কুবরা ২/৪৯২।)

উম্মতের পাশে পাশে রাহমাতুল্লিল আলামীন

জাগ্রত অবস্থায় বিশ্ব জগতের যে কোন জায়গায় হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীদার লাভ সম্ভব এর উপর দলীল দিতে গিয়ে তাবাক্বাতুল আউলিয়া গ্রন্থ থেকে ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ এবং আল্লামা আলূসী রাহঃ হযরত আব্দুল ক্বাদীর জিলানী রাহঃ'র একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন ঃ

হযরত আব্দুল ক্বাদীর জিলানী রাহঃ বলেন :

জোহরের আগে আমি আল্লাহর রাসুলের দীদার পেলাম, হুজুর আমাকে বললেন: কথা বলছনা কেন হে বৎস? আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি একজন অনারব, কেমন করে বাগদাদের ভাষাজ্ঞানীদের সামনে কথা বলব! হুজুর বললেন: তোমার মুখ খুল। আমি আমার মুখ খুললাম, হুজুর আমার মুখের ভিতর সাতবার থুথু মুবারক দিয়ে এরশাদ করলেন: মানুষের সামনে বক্তব্য রাখো এবং হেকমত ও উত্তম নসীহতের মাধ্যমে তোমার পালন কর্তার প্রতি মানুষকে আহ্বান করো।' আমি জোহরের নামাজ পড়ে বসলাম। মহফিলে অনেক লোক হাজির হয়েছিল, আমি ভয় পেয়ে গেলাম তখন মজলিসে আমার সামনে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে দাঁড়ানো দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে বললেন: কথা বলছনা কেন হে বৎস? আমি বললাম : আমার ভয় করছে। তিনি বললেন: তোমার মুখ খুল। আমি আমার মুখ খুললাম, তিনি আমার মুখের ভিতর ছয়বার থুথু দিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম : আপনি সাত পুরা করলেন না কেন? তিনি বললেন: আল্লাহর রাসুলের সাথে আদব রক্ষার উদ্দেশ্যে। (তাফসীরে রূহুল মাআনী ১১/২১৪। তানভীরুল হালাক্ ফী ইমকানি রু'য়াতিন্ নাবিয়্যি ওয়াল্ মালাক্ ১৫। আলহাওয়ী ২/২৫৯।)

শাইখুল হাদীস জাকারিয়া রাহঃ তাঁর ফাজাইলে আমালের ফাজাইলে দুরূদ অংশে হযরত আবূ নাঈম রাহঃ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

হযরত সুফিয়ান ছওরী রাহঃ বলেন যে, আমি একবার জনৈক যুবককে কদমে কদমে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ (আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন

ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন) শরীফ পড়তে দেখে আমি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল: আমি আমার মাকে নিয়ে হজ্জে গিয়েছিলাম। রাস্তায় আমার মা মারা যান, তাঁর মুখ কালো হয়ে গেল এবং পেট ফুলে গেল। এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আমি আল্লাহর দরবারে দোয়ার জন্য হাত উঠালাম। আমি দেখতে পেলাম হেজাজের দিক থেকে একটি মেঘ আসছে, এ থেকে একজন বুজুর্গ বেরিয়ে এলেন, তিনি তাঁর মুবারক হাতখানা আমার মায়ের মুখের উপর দিয়ে নিয়ে গেলেন, এতে আমার মায়ের মুখখানা ফর্সা হয়ে গেল, তাঁর পেটের উপর দিয়েও এমনিভাবে হাত মুবারক নিয়ে গেলেন, এতে সে অসুবিধাও দূর হয়ে গেল। আমি বললাম: আপনি আমার এবং আমার মায়ের মুসিবত দূর করে দিলেন, কে আপনি? তিনি জবাব দিলেন : আমি তোমার নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আমি আরজ করলাম : আমাকে কোন ওসিয়ত করুন। তিনি বললেন: কদমে কদমে পড়বে :

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد

আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন'। (ফাজাইলে আমাল ঃ ফাজাইলে দরূদ অংশ ১০৯।)

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহঃ বলেন, এধরনের অনেক প্রমাণ রয়েছে যে, বুজুর্গানে কেরাম জাগ্রত অবস্থায় হুজুরের দীদার লাভ করেছেন, হুজুরকে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ে সওয়াল করে সঠিক জবাব পেয়ে ধন্য হয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ এখানে আমরা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র ফুয়ুযুল হারামাইন গ্রন্থ থেকে উনার নিজের ঘটনা তুলে ধরছি।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহঃ

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহঃ তাঁর ফুয়ুযুল হারামাইন গ্রন্থে নবম মুশাহাদায় বলেন :

لما دخلت المدينة المنورة وزرت الروضة المقدسة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليمات رأيت روحه صلى الله عليه وسلم ظاهرة بارزة ، لا في عالم الأرواح بل في المثال القريب من الحس ، فأدركت أن العوام إنما يذكرون حضور النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وإمامته بالناس فيها وأمثال ذلك من هذه الدقيقة ، وكذلك الناس عامة لا يلهجون بشيء إلا بما يترشح على أرواحهم من علم

আমি মদীনা মুনাওয়ারায় দাখিল হলাম এবং রাওযা পাকের জিয়ারত করলাম। আমি হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রূহ মুবারক কে জাহির এবং খুলাখুলি দেখতে পেলাম। আর তা আলমে আরওয়াহে নয় বরং আলমে মাহসুসাতের কাছাকাছি আলমে মিছালে। আমি রূহ মুবারকের দীদার পেলাম। আমি তখন বুঝতে পারলাম, সাধারণ মানুষেরা যে বলে থাকেন যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজ সমূহে তাশরীফ আনেন এবং নামাজীদের ইমাম হন, এবং এই ধরনের আরো যা কিছু তারা বলে থাকেন; ঐ সবই এই সূক্ষ্ম বিষয়টির সাথে সংশ্লিষ্ট। ঘটনা হল সাধারণ মানুষের মুখে মুখে যে কথা মশহুর হয়ে যায় তা মূলতঃ ঐ জ্ঞানেরই নতীজা যা তাদের রূহের মধ্যে ঢেলে দেয়া হয়।

(ফুয়ূযুল হারামাইন, নবম মুশাহাদাহ,)

শাহ সাহেব বিভিন্ন হালতে আল্লাহর রাসূলের দীদার লাভ করেন। কোন সময় আজমত ও জালালী সুরতে আবার কোন সময় স্নেহ মহব্বতের সুরতে। আবার কোন কোন সময় ঐ সকল সুরতেই হুজুর জাহির হতেন, এমনকি তিনি বলেন যে ঃ আমার মনে হত যে, সমস্ত মহাশূন্য জুড়ে রয়েছে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রূহ মুবারক। এবং তাঁর রূহ মুবারক এই মহাশূন্যে দ্রুত বহমান বাতাসের মত এমনই হরকত করছেন যে, দর্শক এতে এতই বিভোর হয়ে যায়, যার কারণে অন্য সব কিছুই তার কাছে অর্থহীন হয়ে পড়ে। যাহোক আমি এমনই মনে করলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার আমাকে তাঁর ঐ সুরত মুবারকই দেখাচ্ছেন যে সুরত মুবারক দুনিয়ার জিন্দেগীতে তাঁর ছিল। ....

.... ইহা হচ্ছে ঐ হাকীকত যার প্রতি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশারা করেছেন তাঁর এই বাণীতে : ' নিঃসন্দেহে আম্বিয়ায়ে কেরামের মউত অন্যদের মত নয়, তাঁরা তাঁদের কবরে নামাজ পড়েন এবং হজ্জ করেন। তাঁদেরকে জিন্দেগী দেয়া হয়েছে।' যাহোক, এই অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দরূদ শরীফ পড়লাম। তিনি খুশী প্রকাশ করলেন, আমার উপর রাজী হলেন এবং আমার সামনে প্রকাশিত হলেন। আল্লাহর রাসূলের এভাবে মানুষের সামনে আসা এবং তাঁর রূহ মুবারক মহাশূন্যে ব্যাপ্ত হওয়া নিঃসন্দেহে তাঁর ঐ বিশেষত্বেরই নতীজা যে তিনি সমগ্র জাহানের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। (ফুয়ূযুল হারামাইন : নবম মুশাহাদাহ , পৃষ্ঠা ১১৮।)

দশম মুশাহাদায় তিনি বলেন :

আমি রাওদ্বায়ে আক্বদাসে হাজির হয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর দুই সাথী হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমাকে সালাম জানিয়ে আরজ করলাম : ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে যেসব ফয়জ দান করেছেন তা থেকে আমাকে ফায়দামন্দ করুন, আমি খয়ের ও বরকতের আশায় আপনার দরবারে হাজির হয়েছি, আপনার জাত তো রাহমাতুল্লিল আলামীন।' আমি এতটুকুই আরজ করেছি, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খোশ হালে আমার প্রতি এমনই মনোনিবেশ করলেন যে, আমি বুঝলাম তিনি আমাকে তাঁর চাদরের ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর নিজের সাথে লাগিয়ে আমাকে জোরে চাপ দিলেন। তিনি আমার সামনে প্রকাশিত হলেন এবং বিভিন্ন ভেদ ও রহস্য সম্পর্কে আমাকে অবগত করলেন। তাঁর নিজের হাকীকত সম্পর্কেও আমাকে জানালেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইজমালীভাবে আমাকে অনেক মদদ করলেন এবং আমার বিভিন্ন প্রয়োজনে কিভাবে তাঁর সাহায্য পেতে পারি সে সম্পর্কে আমাকে অবগত করলেন। আমাকে তিনি এই বিষয়েও অবগত করলেন যে, কেউ তাঁর উপর দরূদ শরীফ পড়লে তিনি কিভাবে এর জবাব দেন এবং যে সমস্ত লোক তাঁর প্রশংসা ও গুনগান করে, তাঁর দরবারে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করে ওদের উপর তিনি কি পরিমাণ খুশী হন এই বিষয়েও আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে অবগত করলেন।
(ফুয়ূযুল হারামাইন : দশম মুশাহাদাহ , পৃষ্ঠা ১১৯/২০।)

তিনি আরো বলেন:
আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মাখলুকের প্রতি তাওয়াজ্জুহ করেন তখন তিনি তাদের এতই নিকটবর্তী হয়ে যান যে, মানুষ যদি তার সমগ্র হিম্মাত সহ আল্লাহর রাসূলের প্রতি মনোনিবেশ করে তবে আল্লাহর রাসূল তাকে তার মুসিবতে সাহায্য করেন এবং তার উপর নিজের পক্ষ থেকে খয়ের ও বরকতের ফয়জ দান করেন। (ফুয়ূযুল হারামাইন : দশম মুশাহাদাহ , পৃষ্ঠা ১২৩।)

রাওদ্বা শরীফ কি খালি পড়ে থাকেন?

প্রশ্ন হতে পারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাওদ্বা শরীফের বাইরে দূর দূরান্তরে তাঁর কোন উম্মাতের সামনে হাজির হন তখন রাওদ্বা শরীফ কি খালি পড়ে থাকেন? আল্লামা আলূসী রাহঃ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন: জিবরীল আঃ দাহিয়া কালবী বা অন্য কারো সূরতে আল্লাহর রাসূলের সামনে হাজির হলে যেভাবে সিদরাতুল মুন্তাহার সাথে তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হতনা ঠিক তেমনিভাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যদি রাওদ্বা শরীফের বাইরে দূর দূরান্তরে তাঁর কোন উম্মাতের সামনে হাজির পাওয়া যায় তবে এর অর্থ এই নয় যে রাওদ্বা শরীফে দেহ মুবারকের সাথে তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

একই সাথে কি একাধিক উম্মতকে দেখা দিতে পারেন?

আরেকটি প্রশ্ন হতে পারে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি একই সাথে তাঁর একাধিক উম্মাতকে দেখা দিতে পারেন। এই প্রশ্নের জবাবও দিয়েছেন জগদ্বিখ্যাত মুফাসসির আল্লামা আলূসী রাহঃ। তিনি বলেন :

ولا مانع من أن يتعدد الجسد المثالي إلى ما لا يحصى من الأجساد مع تعلق روحه القدسية عليه من الله تعالى ألف ألف صلاة وتحية بكل جسد

মিছালী দেহ অসংখ্য দেহে রূপ নিতে কোন বাঁধা নেই। প্রত্যেক দেহের সাথে তাঁর রূহ মুবারকের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। (তাফসীরে রূহুল মাআনী ১১/২১৫।)
বুখারী শরীফের প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার আল্লামা ক্বাসত্বাল্লানী বলেন, এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন শাইখ বদরুদ্দীন জারকাশী রাহঃ। তিনি বলেছেন :

الشمس يراها من في المشرق والمغرب في ساعة واحدة وبصفات مختلفة فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم (الزرقاني على المواهب ٢٩٢/٧)

সূর্যকে যেভাবে পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত লোকেরা একই সময়ে বিভিন্নরূপে দেখতে পায় তেমনি হচ্ছেন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (জারক্বানী আলাল্ মাওয়াহিব ৭/২৯২।)

আল্লামা ক্বাসত্বাল্লানী রাহঃ আরো বলেন:

ولا ريب أن حاله صلى الله عليه وسلم في البرزخ أفضل وأكمل من حال الملائكة ، هذا سيدنا عزرائيل عليه السلام يقبض مائة ألف روح في وقت واحد ، ولا يشغله قبض روح عن قبض ، وهو مع ذلك مشغول بعبادة الله تعالى ، مقبل على التسبيح والتقديس ، فنبينا صلى الله عليه وسلم حي يصلي ويعبد ربه ويشاهده (الزرقاني على المواهب ٢٠٦/١٢ ، الأنوار المحمدية ٦٠٣)

নিঃসন্দেহে আলমে বরজখে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবস্থা ফেরেশতাদের অবস্থার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ। হযরত আজরাইল আলাইহিস্ সালাম একই সময়ে এক লক্ষ রূহ কবজ করেন, এক রূহ কবজ করতে গিয়ে অন্য রূহ কবজে তার কোন ব্যাঘাত হয়না। এতদসত্বেও তিনি হরদম আল্লাহর ইবাদত, তাঁর তাসবীহ ও তাক্বদীসে মশগুল রয়েছেন। অতএব আমাদের নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিন্দা, নামাজে রত এবং তাঁর পালনকর্তার ইবাদত ও মুশাহাদায় মগ্ন। (জারক্বানী ১২/২০৬। আলআনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়্যাহ ৬০৩।)

আল্লামা জারক্বানী রাহঃ বলেন :

من الجائز أن يكشف لهم عنه وهو في قبره ومخاطبته للناس ومخاطبتهم له وهم في أماكنهم .... كما يرى القمران والنجوم في أقطار الأرض شرقا وغربا ، وهي في أماكنها (الزرقاني على المواهب ٣٠٠/٧)

এটাও সম্ভব যে, উম্মত আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীদার লাভ করবে, তিনি উম্মতের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন অথবা উম্মত তাঁর দরবার শরীফে কোন আরজ করবে অথচ আল্লাহর রাসূল তাঁর রাওদ্বা শরীফে অবস্থান করছেন আর উম্মতও তাদের স্ব স্ব অবস্থানে আছে। যেমন চন্দ্র সূর্য এবং তারকারাজীকে দুনিয়ার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত থেকে সমানভাবে দেখা যায় অথচ তারা তাদের আপন অবস্থানে আছে। (জারক্বানী আলাল্ মাওয়াহিব ৭/৩০০।)

ইমামে আজম ইমাম আবু হানিফা রাহঃ তাঁর ক্বাসিদায় বলেন:

وإذا سمعت فعنك قولا طيبا وإذا نظرت فما أرى إلاك

(ইয়া রাসূলাল্লাহ) আমি যখনই কিছু শুনি তখন কেবলমাত্র আপনার মহান বাণীই শুনি, আর যখন কিছু দেখি তখন আপনাকে ছাড়া আর কিছু দেখিনা।

(আলখাইরাতুল হিসান / আল্লামা শিহাব উদ্দীন ইবনে হাজার মাক্কী রাহঃ ৯৭৩ হিজরী।)

মুসলমানদের ঘরে ঘরে আল্লাহর রাসূলের রূহ হাজির

আল্লাহর বাণী :

" فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم " (سورة النور ٦١)

তোমরা যখন কোন ঘরে প্রবেশ করবে তখন তোমাদের স্বজনদের / নিজেদের উপর সালাম করবে। (নূর ৬১।)

ক্বাযী আয়ায রাহঃ শিফা শরীফে বলেন, এই আয়াত সম্পর্কে হযরত আমর বিন দীনার রাহঃ বলেছেন:

إن لم يكن في البيت أحد فقل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، السلام على أهل البيت ورحمة الله وبركاته (الشفا ٦٧/٢)

যদি ঘরে কেউ না থাকে তবে বলবে, আস্সালামু আলান্নাবিয়্যি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালিহীন, আস্সালামু আলা আহলিল্ বাইতি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

(আশশিফা ২ / ৬৭।)

শিফা শরীফের ব্যাখ্যায় নবীজীকে সালাম দেয়া প্রসংগে ইমাম মুল্লা আলী ক্বারী রাহঃ বলেন:

إن لم يكن في البيت أحد فقل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته أي لأن روحه عليه السلام حاضر في بيوت أهل الإسلام (شرح الشفا ١١٧/٢)

যদি ঘরে কেউ না থাকে তবে বলবে, আস্সালামু আলান্নাবিয়্যি ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেননা মুসলমানদের ঘরে ঘরে আল্লাহর রাসূলের রূহ হাজির।

(শরহে শিফা ২/ ১১৭।)

অন্যত্র তিনি বলেন:

وهو حي حاضر بعد مماته كما كان في حال حياته (شرح الشفا ١٦٠/٢)

আল্লাহর নবী তাঁর ওফাত শরীফের পরও জিন্দা, হাজির যেমন ছিলেন তিনি তাঁর জীবদ্দশায়। (শরহে শিফা শরীফ ২/ ১৬০।)

আয়নায় রাসূলে পাকের দীদার

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, আল্লামা ক্বাসত্বাল্লানী এবং আল্লামা আলূসী রাহঃ বর্ণনা করেন যে, জনৈক সাহাবী (সুয়ূত্বী রাহঃ বলেন, আমার মনে হয় উনি হলেন ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) আল্লাহর রাসূলের দীদার লাভ করতে চান। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত মাইমুনাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার খেদমতে আসেন, উম্মুল মুমিনীন আল্লাহর রাসূলের আয়না মুবারক বের করে দেন, সাহাবী বলেন: আমি আয়নায় আল্লাহর রাসূলের দীদার লাভ করলাম। (তানভীরুল হালাক ফী ইমকানি রু'য়াতিন্ নাবিয়্যি ওয়াল্ মালাক ৬। আলহাওী ২/২৫৬। জারক্বানী আলাল্ মাওয়াহিব ৭/২৮৬। তাফসীরে রুহুল মাআনী ১১/২১৭।)

সমগ্র বিশ্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পদচারণার ক্ষমতা ও এখতিয়ার

আল্লামা ইসমাঈল হাক্কী রাহঃ বলেন:

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى : والرسول عليه السلام له الخيار في طواف العوالم مع أرواح الصحابة رضي الله عنهم لقد رآه كثير من الأولياء (روح البيان ٩٩/١٠)

ইমাম গাজ্জালী রাহঃ বলেছেন : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই এখতিয়ার রয়েছে যে, তিনি সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম গণের রূহ সমূহকে সাথে নিয়ে সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করতে পারেন, অনেক আউলিয়ায়ে কেরাম তাঁর দীদার লাভ করেছেন। (তাফসীরে রূহুল বায়ান ১০/৯৯।)

'যে আমাকে স্বপ্নে দেখল সে অচিরেই আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাবে।' বুখারী শরীফে বর্ণিত আল্লাহর রাসূলের এই হাদীস নিয়ে ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ ' তানভীরুল হালাক্ ফী ইমকানি রু'য়াতিন্ নাবিয়্যি ওয়াল্ মালাক্ নামে একটি নাতিদীর্ঘ পুস্তিকা লিখেছেন। আলহাওয়ী কিতাবেও পুস্তিকাটি সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি জাগ্রত অবস্থায় নবীজীর দীদার লাভ সম্বব এর উপর বেশ কয়েকটি প্রমাণাদি পেশ করে বলেন:

فحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بجسده وروحه ، وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت ، وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء ، وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء بأجسادهم ، فإذا أراد الله رفع الحجاب عمن أراد إكرامه برؤيته راه على هيئته التي هو عليها ، لا مانع من ذلك ، ولا داعي إلى التخصيص برؤية المثال . (تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك للسيوطي ٣٥ ، الحاوي ٢/٢٦٥ ، روح المعاني ١١/٢١٥)

এই সমস্ত বর্ণনা এবং হাদীসের সারকথা হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বশরীরে জিন্দা আছেন। তার তসররুফ করার ক্ষমতা রয়েছে এবং তিনি তাঁর ইচ্ছামত আসমান ও জমিনের যে কোন স্থানে সফরও করে থাকেন। তিনি তাঁর ওফাত শরীফের আগে যেমন ছিলেন এখনো তেমনি আছেন, তাঁর কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থান করছেন যেভাবে স্বশরীরে জিন্দা হওয়া স্বত্তেও ফেরেশতাগণ দৃষ্টির অন্তরালে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যখন তাঁর হাবীবের দীদার দিয়ে কাউকে সম্মানিত করতে চান তখন পর্দা উঠিয়ে নেন ফলে তিনি আল্লাহর হাবীবকে তাঁর মূল সুরতে দেখতে পান। এতে কোন বাধা নেই। এমনকি রু'য়াতে মিছালীর দ্বারা বিশেষিত করারও কোন প্রয়োজন নেই। (তানভীরুল হালাক্ ফী ইমকানি রু'য়াতিন্ নাবিয়্যি ওয়াল্ মালাক্ ৩৫। আলহাওয়ী ২/২৬৫। তাফসীরে রুহুল মাআনী ১১/২১৫।)

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ আরো বলেন :

ولا يمتنع رؤية ذاته الشريفة بجسده وروحه ، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء أحياء ردت إليهم أرواحهم بعد ما قبضوا ، وأذن لهم بالخروج من قبورهم والتصرف في الملكوت العلوي والسفلي (تنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك للسيوطي ٢٩ ، الحاوي ٢/٢٦٣ ، روح المعاني ١١/٢١٥)

স্বশরীরে আল্লাহর হাবীবের জাতে শরীফা 'র দীদার লাভে কোন বাঁধা নেই, কেননা তিনি এবং সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহিম ওয়া সাল্লাম জিন্দা। তাঁদের ওফাত শরীফের অল্পক্ষণ পর তাঁদের রুহ মুবারককে তাঁদের দেহ মুবারকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। তাঁদেরকে

তাঁদের কবর শরীফ থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে এবং আসমান ও জমিনের সর্বত্র তসররুফ করার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। । (তানভীরুল হালাক্ ফী ইমকানি রু'য়াতিন্ নাবিয়্যি ওয়াল্ মালাক্ ২৯। আলহাওযী ২/২৬৩। তাফসীরে রুহুল মাআনী ১১/২১৫।)

ইমামে আজম ইমাম আবু হানিফা রাহঃ তাঁর ক্বাসিদায় বলেন:

وإذا سمعت فعنك قولا طيبا وإذا نظرت فما أرى إلاك

(ইয়া রাসূলাল্লাহ) আমি যখনই কিছু শুনি তখন কেবলমাত্র আপনার মহান বাণীই শুনি, আর যখন কিছু দেখি তখন আপনাকে ছাড়া আর কিছু দেখিনা।

(আলখাইরাতুল হিসান / আল্লামা শিহাব উদ্দীন ইবনে হাজার মাক্কী রাহঃ ৯৭৩ হিজরী।)

ইমাম সাখাওয়ী রাহঃ বলেন, ইমাম বাইহাক্বী রাহঃ বলেছেন:

وحلولهم في أوقات مختلفة لمواضع مختلفة جائز في العقل كما ورد به خبر الصادق ، وفي كل ذلك دلالة على حياتهم (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع ١٦٢)

(আম্বিয়ায়ে কেরামের ওফাত শরীফের পর) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে অবতরণ করা বিবেক মতে জায়েজ, যেমন এব্যাপারে সত্য খবর বর্ণিত হয়েছে। আর এই সব কিছুতেই রয়েছে ঐ কথাটিরই প্রমান যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম জিন্দা। (আলকাউলুল বাদী' ১৬২।)

ইমাম মুল্লা আলী ক্বারী রাহঃ বলেন:

وإن لأرواحهم تعلقا بالعالم العلوي والسفلي كما كانوا في الحال الدنيوي ، فهم بحسب القلب عرشيون وباعتبار القالب فرشيون . (شرح الشفا ٢/١٤٢)

আম্বিয়ায়ে কেরামের আত্মার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে উর্দ্ধ জগতের সাথে এবং নিম্ন জগতের সাথে, যেমন তাঁরা ছিলেন দুনিয়াবী অবস্থায়। সুতরাং ক্বলব হিসাবে তাঁরা আরশী এবং দেহ হিসাবে তাঁরা জমিনী। (শরহে শিফা শরীফ ২/১৪২।)

বিঃদ্রঃ

মহল বিশেষের কাছে উপরুক্ত বক্তব্যটি আপত্তিকর লাগতে পারে। এমনো কিছু লোক রয়েছেন যারা আপন বুজুর্গদের ব্যাপারে ওফাতের পর বিশেষ কোন মুহূর্তে বিশেষ কারো সাথে স্বশরীরে দেখা করা এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়াকে সাব্যস্ত করেন, প্রমাণিত করেন অথচ আল্লাহর রাসূল সাইয়্যিদুল খালাইক্ব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আইম্মায়ে কেরামের পেশ কৃত প্রমাণাদিতে তারা আপত্তি তুলার প্রয়াস পান।

শাইখুল হাদীস জাকারিয়া সাহেবের ফাজাইলে দরুদ এ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদার প্রমান রয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জনৈক বিপদ গ্রস্থ উম্মতের সাহায্যের জন্য স্বশরীরে তাশরীফ এনেছেন।

দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানতবী সাহেব ওফাতের পর স্বশরীরে দেওবন্দ মাদ্রাসায় এসে শিক্ষকবৃন্দের একটি বিরোধ মীমাংসার ব্যবস্থা করেন। দেওবন্দ মাদ্রাসার জনৈক ছাত্র প্রতিপক্ষ জনৈক মাওলানার সাথে মুনাজারায় বসেন, তার মনে ছিল ভয় ভীতি, এসময় কাসেম নানতবী সাহেব কবর থেকে স্বশরীরে এসে তার ছাত্রটির পাশে বসেন, তাকে অভয় দেন এবং মুনাজারায় তাকে সাহায্য করেন এমনকি শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ

মাওলানা নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। ('আরওয়াহে ছালাছা' এবং 'ছাওয়ানিহে ক্বাসিমী' নামক কিতাবদ্বয়ের বরাতে জালজালাহ / আল্লামা আরশাদুল্ ক্বাদিরী।)

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্বশরীরে দেখা কাদের পক্ষে সম্ভব

হযরত আবু হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

من رآني في المنام فسيراني في اليقظة و لا يتمثل الشيطان بي (البخاري ٦٤٧٨)

যে আমাকে স্বপ্নে দেখল সে অচিরেই আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাবে। শয়তান আমার ছুরত ধরতে পারেনা। (বুখারী শরীফ ৬৪৭৮।)

আলোচ্য হাদীস শরীফে নিশ্চয়তা রয়েছে যে ব্যক্তি একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে দেখেছে সে অচিরেই তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ বলেন, যে ব্যক্তি একবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্বপ্নে দেখেছে হুজুরের হাদীস মুতাবেক জীবনে একবার হলেও সে আল্লাহর রাসূলকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে। সাধারণ মানুষ সাধারণতঃ মৃত্যুলগ্নে হুজুরকে দেখতে পায়। কিন্তু অন্যরা যে পরিমাণ সুন্নাতের উপর আমল করেন সে অনুপাতে কম অথবা বেশী পরিমাণে স্বশরীরে আল্লাহর রাসূলের দীদার লাভ করেন। (তানভীরুল হালাক্ ফী ইমকানি রু'য়াতিন্ নাবিয়্যি ওয়াল্ মালাক ৭।)

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে একটি হাদীস পেশ করেন।

হযরত মুত্বাররিফ রাঃ বলেন, হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাকে বলেছেন :

وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد (مسلم ٢١٥٤ ، أحمد ١٨٩٩٢، الدارمي ١٧٤٤)

(ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) আমাকে সালাম দেয়া হত, লোহা গরম করে (অর্শ রোগের) চিকিৎসা নেয়া শুরু করলে আমাকে সালাম দেয়া বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর আমি যখন এই চিকিৎসা ছেড়ে দিলাম তখন পুণরায় সালাম দেয়া শুরু হয়। (মুসলিম ২১৫৪। আহমাদ ১৮৯৯২। দারিমী ১৭৪৪।)

অন্য হাদীসে হযরত মুত্বাররিফ রাঃ বলেন :

بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي فإن عشت فاكتم عني و إن مت فحدث بها إن شئت إنه قد سلم علي (مسلم ٢١٥٥ ، أحمد ١٨٩٩٩)

মৃত্যু শয্যায় শায়িত হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাকে ডেকে পাঠালেন, তিনি বললেন: আমি তোমাকে এমন কিছু কথা বলছি, আমার পরে হয়তো তোমার কাজে আসতে পারে। আমি যদি বেঁচে যাই তবে আমার কথাগুলী গোপন রাখবে, আর যদি মারা যাই

তবে তুমি চাইলে কাউকে বলতেও পারো, কথাটি হচ্ছে : (ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে) আমাকে সালাম দেয়া হয়েছে। (মুসলিম ২ ১৫৫। আহমাদ ১৮৯৯৯।)

ইমাম হাকিম রাহঃ বর্ণনা করেন, হযরত ইমরান বিন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

اعلم يا مطرف أنه كانت تسلم الملائكة علي عند رأسي ، وعند البيت ، وعند باب الحجر ، فلما اكتويت ذهب ذلك ، فلما برئ كلمه قال : اعلم يا مطرف أنه عاد إلي الذي كنت أفقد ، اكتم علي يا مطرف حتى أموت (المستدرك للحاكم ٥٩٩٤/٣)

জেনে রাখো হে মুত্বাররিফ! ফেরেশতাগণ আমাকে সালাম দিতেন আমার মাথার কাছে, ঘরের পাশে এবং হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে। লোহা গরম করে (অর্শ রোগের) চিকিৎসা নেয়া শুরু করলে আমাকে সালাম দেয়া বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি সুস্থ হয়ে বলেন , হে মুত্বাররিফ আমি যা হারিয়েছিলাম তা ফিরে পেয়েছি। আমার মৃত্যু পর্যন্ত বিষয়টি গোপন রাখবে। (মুস্তাদরাক ৩/৫৯৯৪।)

লোহা গরম করে চিকিৎসা নেয়া সুন্নাতের খেলাফ। আর খেলাফে সুন্নাত একটি আমল করার কারণে যদি ফেরেশতা দর্শন বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে নবীজীর সামান্যতম সুন্নাত পরিপন্থী জীবন যাপনে ব্যাধিগ্রস্থ এবং স্বশরীরে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দীদার থেকে বঞ্চিত কারো উপর ভিত্তি করে মূল বিষয়টিকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

এপ্রসংগে আল্লামা আলূসী রাহঃ বলেন:

لا يدرك حقيقته إلا من باشره

স্বচক্ষে আল্লাহর রাসূলের দীদার লাভের হাকীকত একমাত্র সেই বুঝতে পারে যাঁর হুজুরের দীদার লাভ করার নসীব হয়েছে। (তাফসীরে রূহুল মাআনী ১১/২১৫।)

যাহোক আমাদের নবী হায়াতুন্নবী, জিন্দা নবী, আর তাই বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী রাদিঃ বলেছিলেন: আমি এসেছি আল্লাহর রাসূলের কাছে, পাথরের কাছে আসি নাই। সাহাবীর এই কথা থেকে একথাটিও বুঝা গেল যে, কিছু মানুষ পাথরের কাছেও যায়। আহলে সুন্নাতের ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত আমরা যারা নবীজীর জিয়ারতে যাই, আমরা নবীজীর কাছেই যাই, পাথরের কাছে নয়।

প্রমাণপঞ্জী

১. কুরআন শরীফ।

২. তাফসীরে রূহুল মাআনী / আবুল ফাযল শিহাবুদ্দীন আলূসী বাগদাদী রাহঃ ১২৭ হিজরী।

৩. তাফসীরে ত্বাবারী / আবু জা' ফর মুহাম্মাদ ইবনে জারীর ত্বাবারী রাহঃ ২২৪ ৩১০ হিজরী।

৪. তাফসীরে কুরতুবী / আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবু বকর কুরতুবী ৬৭১ হিজরী।
৫. তাফসীরে ইবনে কাসীর / হাফিজ ইমাদ উদ্দীন ইবনে কাসীর রাহঃ ৭৭৪ হিজরী।
৬. তাফসীরে আদ্দুররুল মানসূর / ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ ৯১১ হিজরী।
৭. তাফসীরে রুহুল বায়ান / ইমাম ইসমাঈল হাক্কী রাহঃ ১১৩৭ হিজরী।
৮. তাফসীরে ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু।
৯. তাফসীরে কাবীর / ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী রাহঃ।
১০. তাফসীরে জালালাইন / জালালুদ্দীন মাহাল্লী ও জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ।
১১. তাফসীরে দ্বিয়াউল কুরআন / পীর মুহাম্মাদ করম শাহ আলআজহারী রাহঃ ১৪১৮ হিজরী।
১২. কানযুল ঈমান / আহমাদ রেজা খান বেরলভী রাহঃ।
১৩. তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান / সাইয়িদ মুহাম্মাদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী রাহঃ ১৩৬৭ হিজরী।
১৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর (বঙ্গানুবাদ) / ডঃ মুজিবুর রাহমান।
১৫. তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন / মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী রাহঃ।
১৬. তাফসীরে উসমানী / মাওলানা শব্বির আহমাদ উসমানী রাহঃ।
১৭. তাফসীরে কাশশাফ / জারুল্লাহ জামাখশারী।
১৮. তাফসীরে বাইদ্বাওয়ী /
১৯. বুখারী শরীফ / আবুআব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম বুখারী (রাহঃ) ১৯৪ - ২৫৬ হিজরী।
২০. মুসলিম শরীফ / আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ কুশাইরী (রাহঃ) ২০৪ - ২৬১ হিজরী।
২১. তিরমিযী শরীফ / আবু ঈসা মুহাম্মাদ ইবনে ঈসা তিরমিযী (রাহঃ) ২০৯ ২৭৯ হিজরী।
২২. নাসাঈ শরীফ / আবু আব্দুর রাহমান আহমাদ ইবনে শুআইব ইবনে আলী নাসাঈ (রাহঃ) ২১৫ - ৩০৩ হিজরী।
২৩. আবুদাউদ শরীফ / আবুদাউদ সুলাইমান ইবনে আশআছ ইবনে আমর (রাহঃ) ২০২ - ২৭৫ হিজরী।
২৪. মুয়াত্তা ইমাম মালিক / আবুআব্দিল্লাহ মালিক ইবনে আনাস ইবনে মালিক (রাহঃ) ৩৯ - ১৭৯ হিজরী।
২৫. সুনান ইবনু মাজাহ / আবুআব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ (রাহঃ) ২০৯ - ২৭৩ হিজরী।
২৬. মুসনাদ ইমাম আহমাদ / আবুআব্দিল্লাহ আহমাদ ইবনে হাম্বাল ইবনে হিলাল ইবনে আসাদ (রাহঃ) ১৬৪ - ২৪১ হিজরী।
২৭. সুনান দারিমী / আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রাহমান তামীমী,

দারিমী, সমরকন্দী (রাহ:) ১৮১-২৫৫ হিজরী।

২৮. আসসুনানুল কুবরা / ইমাম আবুবকর আহমাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী আল-বাইহাক্বী (রাহ:) ৪৫৮ হিজরী।

২৯. শুআবুল ঈমান / ইমাম আবুবকর আহমাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী আল-বাইহাক্বী (রাহ:) ৪৫৮ হিজরী।

৩০. দালাইলুন্ নাবুওয়াত / ইমাম আবুবকর আহমাদ ইবনে হুসাইন ইবনে আলী আল-বাইহাক্বী (রাহ:) ৪৫৮ হিজরী।

৩১. মাজমাউজ্জাওয়াইদ ওয়া মামবাউ'ল ফাওয়াইদ / হাফিজ নুরুদ্দীন আলী ইবনে আবুবকর আল-হায়ছামী (রাহ:) ৮০৭ হিজরী।

৩২. আলকিতাবুল মুসান্নাফ / হাফিজ আবু বকর ইবনে আবী শাইবাহ ২৩৫ হিজরী।

৩৩. আলমুস্তাদরাক / হাফিজ আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-হাকিম ৪০৫ হিজরী।

৩৪. আলমুজামুল কাবীর / হাফিজ আবুল ক্বাসিম সুলাইমান ইবনে আহমাদ ত্বাবারানী ২৬০-৩৬০ হিজরী।

৩৫. আলমুজামুল আওসাত্ব / আবুল ক্বাসিম সুলাইমান ইবনে আহমাদ ত্বাবারানী ২৬০-৩৬০ হিজরী।

৩৬. আলফিরদাউস / আল্লামা দাইলামী রাহঃ ৪৪৫-৫০৯ হিজরী।

৩৭. ফতহুলবারী শরহে বুখারী / ইমাম হাফিজ আহমাদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসক্বালানী (রাহ:) ৮৫২ হিজরী।

৩৮. উমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী / আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহঃ ৮৫৫ হিজরী।

৩৯. ইরশাদুস্ সারী শরহে বুখারী / ইমাম শিহাবুদ্দীন ক্বাসত্বাল্লানী রাহঃ ৯২৩ হিজরী।

৪০. শরহে মুসলিম / ইমাম আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্য়া ইবনে শরফ আন - নববী (রাহ:) ৬৩১-৬৭৬ হিজরী।

৪১. আল্লু' লুউ ওয়াল মারজান / মুহাম্মাদ ফুআদ আব্দুল বাক্বী।

৪২. ইকমালু ইকমালিল্ মুআল্লিম শরহে সহীহ মুসলিম / ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে খলীফা উবাই ৮২৭/৮২৮ হিজরী।

৪৩. মুকাম্মাল ইকমালু ইকমালিল্ মুআল্লিম শরহে সহীহ মুসলিম / ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আস্সানুসী আলহাসানী ৮৯৫ হিজরী।

৪৪. ফাতহুল মুলহিম শরহে সহীহ মুসলিম / মাওলানা শব্বির আহমাদ উসমানী।

৪৫. হাশিয়াতুল ইমাম সিন্দী আলান্ নাসাঈ।

৪৬. মুসনাদ ইমাম আজম ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি।

৪৭. বুলুগুল মারাম / ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহঃ।

৪৮. রিয়াদুস্ সালিহীন / ইমাম নববী রাহঃ।

৪৯. আওযাজুল মাসালিক ইলা মুয়াত্তা ইমাম মালিক (রাহ:) / শাইখুল হাদীস

মাওলানা মুহাম্মাদ জাকারিয়া (রাহ:) ১৪০২ হিজরী।

৫০. সহীহ ইবনে খুজাইমাহ / ইমামুল আইম্মাহ আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক্ব ইবনে খুজাইমাহ নিশাপুরী ৩১১ হিজরী।

৫১. সহীহ ইবনে হিব্বান / ইমাম হাফিজ ক্বাযী আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান ইবনে আহমাদ ইবনে হিব্বান ৩৫৪ হিজরী।

৫২. বজলুল মাজহূদ / আল্লামা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রাহঃ।

৫৩. শরহে নাসাঈ / জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ।

৫৪. আলখাসাইসুল কুবরা / ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ুত্বী (রাহ:) ৯১১ হিজরী।

৫৫. সুনান দারকুত্বনী / ইমাম হাফিজ আলী বিন উমর দারাকুত্বনী ৩৮৫ হিজরী।

৫৬. ফাইদ্বুল ক্বাদীর / আল্লামা জাইনুদ্দীন আব্দুর রঊফ মুহাম্মাদ আলমানাওয়ী রাহঃ ১০৩১ হিজরী।

৫৭. আশশিফা / ক্বাযী আয়ায রাহঃ ৫৪৪ হিজরী।

৫৮. মুজীলুল্ খাফা আন্ আলফাজিশ্ শিফা / আল্লামা আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ শুমুন্নী ৮৭২ হিজরী।

৫৯. শরহুশ্ শিফা / ইমাম মুল্লা আলী ক্বারী রাহঃ ১০১৪ হিজরী।

৬০. মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক / হাফিজ আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক সানআনী রাহঃ ২১১ হিজরী।

৬১. শিফাউস্ সিক্বাম ফী জিয়ারাতি খাইরিল আনাম / ইমাম শাইখুল ইসলাম তাক্বী উদ্দীন আবুল হাসান আলী আস্ সুবকী রাহঃ৭৫৬ হিজরী / ১৩৫৫ ইংরেজী।

৬২. আলফাতহুর রাব্বানী / আল্লামা আহমাদ আব্দুর রাহমান আলবান্না রাহঃ।

৬৩. আলওয়াফা / শাইখুল ইসলাম ইমাম আবুল ফারাজ আব্দুর রাহমান ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনুল জাওজী ৫৯৭ হিজরী।

৬৪. ওয়াফাউল ওয়াফা / ইমাম নূরুদ্দীন আলী ইবনে আহমাদ সামহূদী রাহঃ ৯১১ হিজরী।

৬৫. আলআজকার / ইমাম নববী রাহঃ।

৬৬. আলফুতূহাতুর রাব্বানিয়্যাহ /

৬৭. আলমাজমূ শরহুল মুহাজ্জাব / ইমাম নববী রাহঃ

৬৮. মানাসিকুল হাজ্জ / ইমাম নববী রাহঃ।

৬৯. আলমাসলাক (মানাসিকুল হাজ্জ) / মুল্লা আলী ক্বারী রাহঃ।

৭০. ইরশাদুস্ সারী ইলা মানাসিকিল ক্বারী / হুসাইন বিন মুহাম্মাদ মক্কী হানাফী রাহঃ।

৭১. সুবুলুস্ সালাম /

৭২. কানজুল উম্মাল / আল্লামা আলা উদ্দীন ইবনে হুসাম উদ্দীন হিন্দী ৯৭৫ হিজরী।

৭৩. আত্তারগীব ওয়াত্ তারহীব / হাফিজ মুনজিরী রাহঃ ৬৫৬ হিজরী।

৭৪. মাজমাউল বাহরাইন /

৭৫. আলক্বাউলুল্ বাদী' / ইমাম শাইখ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রাহমান সাখাওয়ী ৯০২ হিজরী।
৭৬. আলমুগনী / ইবনে কুদামাহ হাম্বালী রাহঃ ৫৪১-৬২০ হিজরী।
৭৭. হিদায়াতুস্ সালিক ইলাল্ মাজাহিবিল আরবাআহ ফিল্ মানাসিক / ইমাম ইজ্জুদ্দীন ইবনে জামাআহ আলকিনানী ৬৯৪-৭৬৭ হিজরী।
৭৮. আলমুগ্নী লিল্ ইরাকী।
৭৯. আলমিরক্বাত / ইমাম মুল্লা আলী ক্বারী রাহঃ।
৮০. আলফুতূহাতুল মাক্কিয়্যাহ / মুহি উদ্দীন ইবনে আরাবী।
৮১. আলআহকামুস্ সুলত্বানিয়্যাহ / আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মাদ বিন হাবীব আল মাওরদী ৪৫০ হিজরী।
৮২. ইলাউস্ সুনান / আল্লামা জফর আহমাদ উসমানী (রাহ:) ১৩৯৪ হিজরী।
৮৩. আলবিদায়াহ ওয়াননিহায়াহ / হাফিজ ইমাদুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর (রাহ:) ৭৭৪ হিজরী।
৮৪. জাদুল মাআ'দ / ইবনুল ক্বাইয়িম রাহঃ ৭৫১ হিজরী।
৮৫. আত্‌তাজকিরাহ ফী আহওয়ালিল্ মাউতা ওয়াল্ আখিরাহ/ মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আবুবকর আনসারী, খাজরাজী, আন্দালুসী কুরতুবী (রাহ:)।
৮৬. আররূহ / ইবনুল্ ক্বাইয়িম আল্‌জাউজিয়্যাহ।
৮৭. আলমাওয়াহিবুল্ লাদুন্নিয়্যাহ / ইমাম শিহাবুদ্দীন ক্বাসত্বাল্লানী রাহঃ ৯২৩ হিজরী।
৮৮. জারক্বানী আলাল্ মাওয়াহিব / আল্লামা জারক্বানী।
৮৯. আলআনওয়ারুল মুহাম্মাদিয়্যাহ / ইমাম নাবহানী রাহঃ।
৯০. শাওয়াহিদুল হাক্ব ফিল্ ইস্তিগাছাতি বিসাইয়্যিদিল খালক্ব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম / ইমাম ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী রাহঃ।
৯১. জাওয়াহিরুল বিহার / ইমাম নাবহানী রাহঃ।
৯২. হুজ্জাতুল্লাহি আলাল্ আলামীন / ইমাম নাবহানী রাহঃ।
৯৩. জালাউল আফহাম / ইবনুল ক্বাইয়িম।
৯৪. মা'রিফাতুস্ সুনানি ওয়াল আছার / ইমাম শাফী রাহঃ।
৯৫. আলহাওয়ী / ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী রাহঃ ৯১১ হিজরী।
৯৬. তানভীরুল হালাক ফী ইমকানি রুয়্যাতিন্ নাবিয়্যি ওয়াল মালাক / সুয়ূত্বী রাহঃ ৯১১ হিজরী।
৯৭. ইম্বাউল আজকিয়া বিহায়াতিল আম্বিয়া / সুয়ূত্বী রাহঃ ৯১১ হিজরী।
৯৮. আত্‌তালখীসুল্ হাবীর / হাফিজ ইবনে হাজার আসক্বালানী রাহঃ।
৯৯. আলমাওরিদ / ইমাম মুল্লা আলী ক্বারী রাহঃ।
১০০. মাওলিদু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম / হাফিজ ইবনে কাসীর রাহঃ।

১০১. শিফাউল্ আলাম্ বিজিকরি ওয়ালাদাতির্ রাসূলিল্ আজাম আলাইহিস্ সালাতু
ওয়াস্ সালাম / আবুল্ আলা ইদরীস আলহুসাইনী আলইরাক্বী।
১০২. রাদ্দুল মুহতার আ'লাদ্দুররিল মুখতার (শামী) / ইবনে আবিদীন মুহাম্মাদ আমীন
ইবনে উমার ইবনে আব্দুল আজীজ ইবনে আহমাদ ইবনে আব্দুর রহীম ইবনে নজীম
উদ্দীন ইবনে মুহাম্মাদ সালাহুদ্দীন (রাহ:) ১১৯৮ - ১২৫২ হিজরী।
১০৩. ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া / আল্লামা আলিম ইবনুল আ'লা আল-আনসারী (রাহ:) ৭৮৬ হিজরী।
১০৪. নাইলুল আওত্বার / ইমাম শাওকানী রাহঃ ১২৫৫ হিজরী।
১০৫. আদ্দুআফাউল কাবীর / ইমাম আক্বীলী।
১০৬. মাজমাউল আনহুর /
১০৭. আলআশবাহ্ ওয়ান্ নাজাইর / ইবনে নজীম হানাফী রাহঃ ৯২৬-৯৭০ হিজরী।
১০৮. তাক্বরীরে তিরমিজী / মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রাহঃ।
১০৯. তুহফাতুল আহওয়াজী শরহে তিরমিযী / মুহাম্মাদ আব্দুর রাহমান ইবনে আব্দুররাহীম।
১১০. ফাতহুল ক্বাদীর / ইমাম কামালুদ্দীন ইবনুল্ হুমাম রাহঃ।
১১১. কিতাবুল ফিক্বহি আলাল্ মাজাহিবিল আরবাআহ /
১১২. ইহয়াউ উলুমিদ্দীন / ইমাম গাজ্জালী রাহঃ।
১১৩. ফতোয়ায়ে আলমগীরী।
১১৪. ফতাওয়ায়ে রেজ্বওীয়া / আল্লামা আহমাদ রেজ্বা খান বেরলভী রাহঃ।
১১৫. আলমাদখাল / ইবনুল হাজ্জ রাহঃ।
১১৬. উসুদুল গ্বাবাহ / ইবনুল আছির রাহঃ।
১১৭. ফুয়ূযুল হারামাইন / শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রাহঃ।
১১৮. বাহারে শরীয়ত / মাওলানা আমজাদ আলী আজমী রাহঃ
১১৯. আলজাওহারাতুল মাদ্বিয়্যাহ / মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন বিন সালেহ
ফাতেমী হুসাইনী শাফী (ইমাম ও খতীব মক্কা মুকাররামাহ) রাহঃ ১৩০১ হিজরী।
১২০. আননাইয়্যিরাতুল ওয়াদ্বিয়্যাহ শরহে আলজাওহারাতুল মাদ্বিয়্যাহ / আল্লামা আহমাদ রেজ্বা খান বেরলভী।
১২১. মাআরিফুস্ সুনান / মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী রাহঃ।
১২২. দরসে তিরমিজী / মাওলানা তাক্বী উসমানী।
১২৩. ইক্বতিদ্বাউস্ সিরাত্বিল মুস্তাক্বিম / হাফিজ ইবনে তাইমিয়া হাম্বালী রাহঃ ৬৬১-
৭২৮ হিজরী।

১২৪. দালাইলুল খাইরাত / আল্লামা মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আলমাগরিবী।
১২৫. শরহে দালাইলুল খাইরাত /
১২৬. ফিক্বহুস্ সুন্নাহ / সাইয়িদ সাবিক্ব।
১২৭. ইস্তিহ্বার আউলিয়াইর রাহমান আলা আউলিয়াইশ্ শাইত্বান / মুহাম্মাদ উসমান
আব্দুহু আলবুরহানী আস্ সুদানী।
১২৮. মিসবাহুল আনাম ও জালাউজ্ জালাম / আল্লামা হাবীব আলাওয়ী বিন আহমাদ
বিন হাসান রাহঃ।
১২৯. জাওয়াজুত্ তাওয়াস্সুলি বিন্নাবিয়্যি ওয়া জিয়ারাতিহী / শাইখুল ইসলাম সাইয়িদ
আহমাদ বিন জাইনী দাহলান রাহঃ।
১৩০. খুলাসাতুল কালাম ফী বায়ানি উমারাইল্ বালাদিল হারাম / শাইখুল ইসলাম সাইয়িদ আহমাদ বিন জাইনী দাহলান রাহঃ ১৩০৪ হিজরী।
১৩১. ফিতনাতুল ওয়াহাবিয়্যাহ / শাইখুল ইসলাম সাইয়িদ আহমাদ বিন জাইনী দাহলান রাহঃ।
১৩২. আলখাইরাতুল হিসান / আল্লামা শিহাব উদ্দীন ইবনে হাজার মাক্কী রাহঃ ৯৭৩/৯৭৪ হিজরী।
১৩৩. আস্সাওয়াইকুল মুহরিকাহ / আল্লামা শিহাব উদ্দীন ইবনে হাজার মাক্কী রাহঃ ৯৭৩/৯৭৪ হিজরী।
১৩৪. আত্তাওয়াস্সুলু বিন্নাবিয়্যি ওয়া বিস্ সালিহীন / আবু হামিদ ইবনে মারজুক্ব।
১৩৫. আত্তাওয়াস্সুল / আল্লামা মুফতী মুহাম্মাদ আব্দুল ক্বাইয়ুম আলক্বাদিরী।
১৩৬. আলমাদারিজুস্ সুন্নিয়্যাহ / আমির আলক্বাদিরী রাহঃ।
১৩৭. আলআক্বাইদুস্ সহীহাহ / মুহাম্মাদ হাসান ফারুক্বী হানাফী।
১৩৮. আলফাজরুস্ সাদিক্ব / জামীল আফিন্দী ইরাক্বী।
১৩৯. দিয়াউস্ সুদূর লি মুনকিরিত্তাওয়াস্সুলি বি আহলিল ক্বুবুর।
১৪০. আন্ নুক্বুলুশ্ শারইয়্যাহ / মুস্তাফা বিন আহমাদ হাম্বালী রাহঃ।
১৪১. আন্নি'মাতুল্ কুবরা আলাল্ আলাম / শিহাব উদ্দীন আহমাদ বিন হাজার হাইতামী শাফী রাহঃ।
১৪২. আলহাক্বাইক্ব / সাইয়িদ আব্দুল ক্বাদির ইসকান্দারী।
১৪৩. আলহাক্বাইকুল ইসলামিয়্যাহ / আলহাজ ইবনে শাইখ দাউদ।
১৪৪. আদ্দাউলাতুল মাক্কিয়্যাহ বিল মাদ্দাতিল গাইবিয়্যাহ / আল্লামা আহমাদ রিদ্বা খান
বেরলভী রাহঃ।
১৪৫. আলবুরহানুল্ মারসূস্ শরহে আল্মাউলিদুল মানকূস্ / আব্বাস কানানগাদী।

১৪৬. আল্‌মেনিহাতুল ওয়াহ্‌বিয়্যাহ / দাউদ বিন সাইয়্যিদ সুলাইমান বাগদাদী নক্সশবন্দী।

১৪৭. সাইফুল জাব্বার / মুঈনুল হাক্ক মাওলানা শাহ ফদ্বলে রাসূল রাহঃ ১২৮৯ হিজরী।

১৪৮. যাজবুল কুলূব ইলা দিয়ারিল মাহবুব /শাইখ আব্দুল হক্ক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহঃ

১৪৯. ফাজাইলে আমাল / শাইখুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়্যাহ রাহঃ।

১৫০. ফাজাইলে দূরূদ / শাইখুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়্যাহ রাহঃ।

১৫১. ফাজাইলে হাজ্জ / শাইখুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়্যাহ রাহঃ।

১৫২. হেকায়াতে সাহাবা / শাইখুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়্যাহ রাহঃ। শাইখুল হাদীস আল্লামা জাকারিয়্যাহ রাহঃ।

১৫৩. হায়াতে আব্বাসী / মরহুম মাওলানা সাইদুর রাহমান চৌধুরী সাহেব, ঘোপাল।

১৫৪. জালজালাহ / আল্লামা আরশাদুল ক্বাদিরী।

১৫৫. আলমুহান্নাদ্ আলাল মুফান্নাদ / মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানফুরী।

১৫৬. ইসলামী বিশ্বকোষ / ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১৫৭. কামালাতে আজিজী / মৌলভী জহির উদ্দীন সাইয়্যিদ আহমাদ ওলিউল্লাহী।



আল মদীনা রিচার্স ফাউন্ডেশন ইন্টারন্যাশনাল